জর্জ ওয়াসিংটনের জীবন-বৃত্তান্ত

Mount Vernon
December 10th
1799

G. Washington

মহাপুরুষ-চরিত

বা

জর্জ ওয়াসিংটনের জীবন-বৃত্তান্ত

হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্.

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

ষষ্ঠ সংস্করণ।

PUBLISHED BY THE AUTHOR

1-3 Prem Chand Baral Street, Calcutta.

Dacca Agents-City Library, Patuatoli, Dacca.

১৩২১

বিজ্ঞাপন।

আজ ইংরাজশাসন ও ইংরাজী ভাষা ভূমণ্ডলের নানা স্থানে বিস্তৃত। যে সার্ব্বভৌম আধিপত্য রোমক প্রভৃতি জাতিরও স্বপ্নের অগোচর ছিল, ইংরাজ তাহা লাভ করিয়াছেন। পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে তাঁহার এ আধিপত্যে বাধা দিতে পারে।

বিধাতৃবিধানে এই ইংরাজ আমাদের রাজা। ইংরাজের রক্ষণাবেক্ষণে ভারতবাসীর আর বহিঃশত্রুর ভয় নাই। তৈমুরলঙ্গ বা নাদির সাহ পুনর্ব্বার শরীর পরিগ্রহ করিয়া শতগুণে বলান্বিত হইলেও ভারতবাসীর কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না।

ঈদৃশ রাজকুলের চরিত্রের অনুসরণ করা প্রজার একটী মঙ্গলময়ী প্রবৃত্তি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা অনেক সময়ে ইংরাজজাতির সদ্‌গুণনিচয়ের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করি না। আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না যে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব কেবল শারীরিক বলে বা বাহ্য বেশভূষায় প্রকটিত হয় না। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্মভাব ও সদসদ্‌জ্ঞানের উন্নতিসাধন নিতান্ত আবশ্যক। ইংরাজ যদি শুদ্ধ দৈহিক বলে বলীয়ান হইতেন, তাহা হইলে কখনও 'হাসিতে হাসিতে পৃথিবী শাসিতে' পারিতেন না।

ইংরাজের প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝিতে হইলে প্রধান প্রধান ইংরাজের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করা কর্ত্তব্য। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ অনেক জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি ওয়াসিংটনের জীবনবৃত্তান্তও সেই শ্রেণীর মধ্যে স্থান পাইবে।

ওয়াসিংটন আমেরিকার লোক বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, তিনি ইংরাজ নন। আমেরিকার ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেট্‌শ রাজ্যের অধিবাসীরাও ইংরাজ। তাঁহাদিগের রক্তমাংস, আচার

ব্যবহার, ভাষা পরিচ্ছদ সমস্তই ইংরাজের। শতাধিক বর্ষ অতীত হইল রাজনীতির উপলক্ষে মতভেদ হওয়ায় তাঁহারা শাসনসম্বন্ধে ইংল্যাণ্ড হইতে পৃথক হইয়াছেন সত্য; তথাপি ইংরাজসন্তান বলিয়া পরিচয় দেওয়াই তাঁহাদিগের প্রধান গৌরবের বিষয়। ইংরাজের বিপদে তাঁহারা উদাসীন থাকিতে পারেন না। আজ ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা মিলিত হইলে রুষ বল, ফরাসী বল, অপর সকলে সমবেত থাকিলেও সভয়ে কম্পিত হয়।

ওয়াসিংটন অলৌকিক গুণপরম্পরায় অলঙ্কৃত ছিলেন। মহাকবি কালিদাসের কথায় বলিতে গেলে

> সুলম্বিত বাহু তাঁর, উরস বিশাল,
> বৃষস্কন্ধ কলেবর যেন দীর্ঘশাল ;—
> নিজকর্ম্ম-ক্ষম দেহ করিয়া ধারণ,
> ক্ষাত্রধর্ম্ম অবতীর্ণ ধরায় যেমন।
>
> সুচারু আকার তাঁর, অন্তরে যেমতি
> তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সেইমত শাস্ত্রেতে যতন ;
> যেমতি আগম-শিক্ষা, কার্য্যও তেমন,
> কার্য্যের মতন ফল লভেন সুমতি।
>
> তেজঃ-শৌর্য্য গুণে তিনি ভয়ের কারণ,
> দয়াশীলতায় পুনঃ শ্রদ্ধার আধার ;
> মকর-সঙ্কুল সিন্ধু যদিও ভীষণ,
> রত্নগর্ভ বলি তবু আদর তাহার।
>
> জ্ঞানে মৌনী, দানে তিনি শ্লাঘা-বিরহিত,
> বৈরনির্য্যাতনক্ষম হ'য়ে ক্ষমাপর ;—
> এরূপে বিরোধ-ভাব ত্যজি পরস্পর,
> গুণচয় তাঁর দেহে ছিল সম্মিলিত।
>
> বিষয়-তৃষায় মুগ্ধ নাহি ছিল মন,
> সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত অতুল ভুবনে ;
> ধর্ম্মপথে রাখিতেন মতি অনুক্ষণ,
> জ্ঞানেতে প্রবীণ তিনি বার্দ্ধক্যবিহনে।

—নবীনচন্দ্র দাস কৃত রঘুবংশের অনুবাদ।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ।

"হোথা আমেরিকা,—নব অভ্যুদয়ে
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশয়;
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।"

হেমচন্দ্র।

কিঞ্চিদধিক চারিশত বৎসর অতীত হইল, কলাম্বাস নামে এক মহাপুরুষ নূতন মহাদ্বীপের আবিষ্কার করেন। ইটালীর অন্তঃপাতী জেনোয়া নগর কলাম্বাসের জন্মস্থান। তৎকালে পর্টুগালের অধিবাসীরা আফ্রিকা মহাদেশের

দক্ষিণপ্রান্ত পরিবেষ্টনপূর্ব্বক জলপথে ভারতবর্ষে উপনীত হইবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। কলাম্বাসের সংস্কার হইয়াছিল যে পৃথিবী কদম্বকুসুমের ন্যায় গোল; সুতরাং, ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইতে পারিলে, আফ্রিকা পরিবেষ্টন না করিয়াও, ভারতবর্ষে আসিতে পারা যায়। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পোতাদি উপকরণ-সংগ্রহার্থ তিনি য়ুরোপের অনেক রাজার নিকট সাহায্য-ভিক্ষা করেন। কিন্তু প্রথমে

কলাম্বাস।

কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। কেহ তাঁহাকে বাতুল বলিয়া উপহাস করিতেন, কেহ বা তদীয়

প্রস্তাব ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ বিবেচনা করিয়া পারত্রিক ভয়ে সশঙ্ক হইতেন ;—কারণ তখন লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আটলাণ্টিক অপার। কিন্তু কলাম্বাস ভগ্নোৎসাহ হইবার লোক ছিলেন না। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, বৃথা সাহায্য-ভিক্ষায় কলাম্বাসের সময় নষ্ট হইতে লাগিল, অর্থাভাবে ও মনস্তাপে তাঁহার দুর্দ্দশার সীমা রহিল না, তথাপি তিনি সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। শেষে অধ্যবসায়ের জয় হইল, কলাম্বাস সিদ্ধকাম হইলেন। তখন স্পেনের অধিবাসীরা স্বদেশ হইতে মুসলমানদিগকে বিদূরিত করিয়া উন্নতির সোপানে অধিরোহণ করিতে-ছিলেন। তাঁহাদিগের রাজমহিষী প্রাতঃস্মরণীয়া ইজাবেলা খ্রীষ্টীয় ১৪৯২ অব্দে নিজব্যয়ে কলাম্বাসকে তিনখানি অর্ণব-পোত সুসজ্জিত করিয়া দিলেন, এবং তিনি তদবলম্বনে প্রায় দেড় মাস জলপথে ভ্রমণপূর্ব্বক কাবিবসাগরীয় গুহানাহানা দ্বীপে উপনীত হইলেন।

কলাম্বাস স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, এশিয়া ও য়ুরোপের মধ্যে ভূমণ্ডলের অপর স্থলার্দ্ধ সুমেরু হইতে কুমেরু-প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিয়া তাঁহার গতিরোধ করিবে। তিনি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমেরিকার পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী দ্বীপসমূহকে ভারতবর্ষের সন্নিহিত বলিয়া বিবেচনা করিয়া-ছিলেন। এই ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাসবশতঃ অদ্যাপি ঐ সকল স্থান "পশ্চিম ভারতবর্ষীয় দ্বীপপুঞ্জ" নামে অভিহিত হইয়া

থাকে। এদিকে, আরও ছয় বৎসর পরে, খ্রীষ্টীয় ১৪৯৮ অব্দে ভাস্কো ডা গামা নামক পর্টুগালদেশীয় প্রসিদ্ধ নাবিক আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্ত পরিক্রমণপূর্ব্বক য়ুরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার জলপথের আবিষ্কার করেন।

কলাম্বাসের আবিষ্কারবার্ত্তা প্রচারিত হইলে য়ুরোপীয় প্রধান জাতিবৃন্দ অনতিবিলম্বে পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইল। পর্টুগালবাসীরা ব্রাজিল আবিষ্কার ও অধিকার করিলেন; ইংরাজেরা লাব্রাডার উপদ্বীপে উপনীত হইয়া ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে রাজ্য বিস্তার করিলেন; ফরাসীরা বর্ত্তমান কানাডা প্রদেশ ও মিসিসিপির দক্ষিণপার্শ্বস্থ উপকূলভাগের কিয়দংশ আত্মসাৎ করিলেন, এবং স্পেন-বাসীরা কারিবসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, মেক্সিকো ও পেরুরাজ্য জয় করিয়া বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন। আমেরিগো ভেস্পুচি নামক ইটালীদেশীয় একজন ভদ্র লোক নবাবিষ্কৃত ভূভাগের অবস্থাবর্ণন করিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিলেন, এবং তদীয় নামানুসারে নূতন মহাদ্বীপের "আমেরিকা" নাম হইল। যে কলাম্বাস এত কষ্ট পাইয়া ইহাকে সভ্যজাতির গোচর করিলেন, তাঁহার নামটী পর্য্যন্ত ইহার সহিত সংযুক্ত রহিল না।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা কদাকার, অসভ্য ও নরমাংসাশী। তাহারা শ্বেতকায় য়ুরোপবাসীদিগকে দেখিয়া প্রথমে বিবেচনা করিয়াছিল যে, স্বর্গ হইতে দেবতারা

তাহাদিগের অবস্থা পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহারা বন্দুককে বজ্র, গুলি ছুড়িবার কালে যে অগ্নিশিখা বাহির হয় তাহাকে বিদ্যুৎ এবং তজ্জনিত শব্দকে বজ্রধ্বনি মনে করিত। য়ুরোপীয়েরা আদিম অধিবাসীদিগকে দাসত্বে নিয়োজিত, পার্ব্বত্য প্রদেশে বিতাড়িত বা নিহত করিয়া অধিকার বিস্তার করিতে লাগিলেন; আদিম অধিবাসীরাও অবসর পাইলে শ্বেতকায় লোকদিগকে সপরিবারে নিহত করিয়া প্রতি-হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিল। কালে সবলেরই জয় হইল, এবং আদিম অধিবাসীরা ক্রমশঃ সংখ্যায় ক্ষীণ হইয়া পড়িল।

যে সময়ে মহামতি আকবর ভারতবর্ষে মোগলসাম্রাজ্য বদ্ধমূল করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই প্রখরবুদ্ধিসম্পন্না মহারাণী এলিজাবেথ ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে সমাসীনা ছিলেন। যে যে কারণে ইংরাজ জাতি আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এলিজাবেথের শাসনকালেই তাহার অধিকাংশের সূচনা হয়। তাঁহারই সময়ে বেকন, স্পেন্সার, সেক্সপিয়ার প্রভৃতি মনীষিগণ অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থরচনা দ্বারা ইংরাজী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করেন, তাঁহারই সময়ে সার্ ফ্রান্সিস ড্রেক্ জলপথে ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া ইংরাজ নাবিকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, তাঁহারই সময়ে ইংরাজেরা স্পেনরাজের "অজেয় পোতবাহিনী"

বিনষ্ট করিয়া সমুদ্রে আপনাদের অখণ্ড আধিপত্য বিস্তার করিতে অগ্রসর হন, তাঁহারই সময়ে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া" কোম্পানি নামক বণিক্-সমিতি বাণিজ্যাধিকার লাভ করিয়া ভারতবর্ষে ইংরাজাধিকারের সূত্রপাত করেন এবং তাঁহারই সময়ে সার্ ওয়াল্টার রেলি আমেরিকার পূর্ব্বোপ-কূলে ভার্জিনিয়া * নামক জনপদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বর্ত্তমান "য়ুনাইটেড ষ্টেট্‌স্" বা সম্মিলিতরাজ্য সমূহের ভিত্তি স্থাপন করেন।

এলিজাবেথের মৃত্যুর পর প্রথম জেম্‌স্ ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময়ে খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে উপাসনাপদ্ধতির পার্থক্যানুসারে অনেক মতভেদ চলিতেছিল। জেম্‌স নিজে যে মত অনুসরণ করিয়া চলিতেন, প্রজাকেও সেই মতে আনিবার জন্য বল প্রয়োগ করিতেন। ইহাতে ইংল্যাণ্ডের অনেক সম্ভ্রান্ত লোকে অসন্তুষ্ট হইয়া স্বাধীনভাবে ধর্ম্মচর্য্যা করিবার নিমিত্ত জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক আমেরিকায় চলিয়া যান এবং নিয়ু ইংল্যাণ্ড নামক জনপদের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহা-দিগের অধ্যবসায় ও চরিত্রবলে শ্বাপদসঙ্কুল নরপিশাচভূমি

* এলিজাবেথ চিরকুমারী ছিলেন। রেলি রাজ্ঞীর মনস্তুষ্টি-সম্পাদনার্থ নব-প্রতিষ্ঠিত জনপদের "ভার্জিনিয়া" অর্থাৎ কুমারী এই নাম রাখেন। ইংরাজীতে "ভার্জিন" শব্দ 'কুমারী' অর্থবাচক। পূর্ব্বে প্রাচীন মহাদ্বীপে গোল আলু ও তামাক ছিল না। রেলি সর্ব্বপ্রথম আমেরিকা হইতে এই দুই দ্রব্য আনয়ন করিয়া সভ্যজাতির গোচর করেন।

অল্পদিনের মধ্যেই নন্দনকাননে পরিণত হয়। উপনিবেশবাসীরা কালসহকারে তেরটী ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাস করেন এবং ইংল্যাণ্ডের অধীনতা-স্বীকারপূর্ব্বক উন্নতির পথে অগ্রসর হন। ইংল্যাণ্ডরাজ প্রত্যেক প্রদেশের জন্য এক এক জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতেন; তদ্ভিন্ন শাসনসংক্রান্ত অপর সর্ব্ববিধ কার্য্য উপনিবেশবাসীরা আপনারাই সম্পন্ন করিতেন।

এই পুস্তকের শিরোভাগে যে মহাপুরুষের নাম সংযোজিত হইল, তাঁহার বাল্যাবস্থায় আমেরিকা মহাদেশস্থ ইংরাজাধিকার এই তেরটী প্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। উত্তরে সেণ্ট লরেন্সনদপার্শ্ববর্ত্তী কানাডা অঞ্চল এবং দক্ষিণে মিসিসিপি নদের দক্ষিণ তটবর্ত্তী লুইজিয়ানা প্রভৃতি কতিপয় প্রদেশ ফরাসীদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। কিরূপে ইংরাজেরা ফরাসীদিগকে পরাভূত করিয়া প্রথমে কানাডা প্রদেশের আধিপত্য লাভ করেন, এবং কিরূপে পরিণামে মন্ত্রীদিগের অনবধানতাবশতঃ ইংল্যাণ্ড-রাজ উপনিবেশবাসীদিগের সহিত বিবাদ করিয়া কানাডা ব্যতীত উত্তর আমেরিকার প্রায় অপর সমস্ত স্থানের অধিকার হইতে বঞ্চিত হন, এই পুস্তকে প্রসঙ্গক্রমে তৎসমুদয় বিবৃত হইবে। শেষোক্ত ঘটনার সহিত জর্জ ওয়াসিংটনের জীবনবৃত্তান্ত বিশিষ্টরূপে সংশ্লিষ্ট।

আমেরিকার সমস্তই অদ্ভুত। আমেরিকার সুবর্ণ-রজত-

পূর্ণ অভ্রভেদি-পর্ব্বতশ্রেণী, বহুশতযোজনব্যাপি-সুপ্রশস্ত-নদনদী, সুপেয়-সলিলপূর্ণ সাগরসদৃশ হ্রদনিচয়, সুবিশাল বৃক্ষাবলী, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর ও অরণ্যানী, ভীষণ আগ্নেয়গিরি ও জলপ্রপাত, সিঙ্কোনা প্রভৃতি অমৃতোপম ভৈষজ্য সামান্য বিস্ময়ের কারণ নহে। আমেরিকার ইংরাজ-বংশোদ্ভব শ্বেতকায় অধিবাসীদিগের বুদ্ধিকৌশল, প্রতিভাচ্ছটা, উদ্যোগ এবং অধ্যবসায়ও অতীব বিস্ময়জনক। তাঁহাদিগের মধ্যে য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ অর্থাৎ সম্মিলিত রাজ্যসমূহের অধিবাসীরাই অগ্রগণ্য। জর্জ ওয়াসিংটন সেই সম্মিলিত রাজ্যসমূহের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

* ইহা হইতে জ্বরঘ্ন কুইনিন নামক মহৌষধ প্রস্তুত হয়। কোর্কেন, ইপিকাক প্রভৃতি ভৈষজ্যও আমেরিকা-জাত।

প্রথম পরিচ্ছেদ

—:০:—
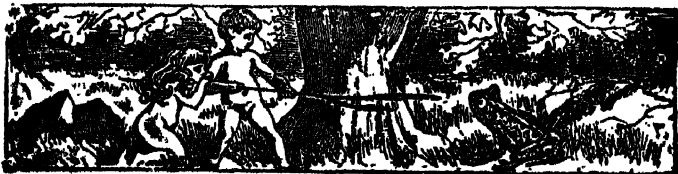
বংশ-পরিচয়।

ইংল্যাণ্ডের উত্তরাংশে ওয়াসিংটন-বংশের প্রাচীন বাসস্থান। পূর্ব্বকালে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড দেশ এক রাজার অধিকারভুক্ত ছিল না। সুতরাং অনেক সময়ে ইংরাজেরা স্কটরাজ্য ও স্কটেরা ইংরাজরাজ্য আক্রমণ করিতেন। আবার সময়ে সময়ে ইংল্যাণ্ডেও রাজায় প্রজায় বিবাদ উপস্থিত হইত। এই সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহের কালে ওয়াসিংটনবংশীয় ভদ্র-লোকেরা প্রাণপণে রাজার সহায়তা করিতেন। ফলতঃ তাঁহারা অতি প্রাচীন সময় হইতেই রাজভক্তি ও বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যাণ্ডে রাজা ও প্রজার মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হয়। অলিভার ক্রম্‌-ওয়েল নামক এক ব্যক্তি প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া রাজার সহিত যুদ্ধ করেন এবং ক্রমে তাঁহাকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া স্বয়ং ইংল্যাণ্ডের শাসন-ভার প্রাপ্ত হন। ওয়াসিংটন-বংশ কুলক্রমাগত রাজভক্তি-বশতঃ এ সময়েও যথাসাধ্য রাজার সাহায্য করিয়াছিলেন ; সুতরাং ক্রম্‌ওয়েলের জয়লাভের পর তাঁহার বিষদৃষ্টিতে পতিত হন। জন্‌ ও লরেন্স্‌ ওয়াসিংটন নামক দুই ভ্রাতা ক্রমওয়েলের আচরণে বিরক্ত হইয়া জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক খ্রীষ্টীয় ১৬৫৭ অব্দে উত্তর আমেরিকার অন্তঃপাতী ভার্জিনিয়া প্রদেশে বাস করিতে যান। তৎকালে অনেক নিঃস্ব লোক ইয়ুরোপ ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় বাস করিতে যাইতেন। ওয়াসিং টনেরা সে শ্রেণীর অন্তর্ভূত ছিলেন না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইংল্যাণ্ডে ইঁহাদিগের বংশমর্য্যাদা, খ্যাতি প্রতি-পত্তি, মান, সম্ভ্রম, যথেষ্ট ছিল। রাষ্ট্রবিপ্লবই ইঁহাদিগের দেশত্যাগের একমাত্র কারণ। লরেন্স্‌ ওয়াসিংটন দেশত্যাগের পূর্ব্বে অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে রীতিমত শিক্ষিত হইয়া ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া-ছিলেন।

এই দুই ভ্রাতা ভার্জিনিয়া প্রদেশে পটোমাক নদের তীরে কয়েক হাজার বিঘা ভূমি ক্রয় করিয়া সেখানে

বাস করেন। কালে উভয়েরই অনেক সন্তান-সন্ততি জন্মে। তন্মধ্যে জনের পৌত্র অগাষ্টিন আমাদিগের গ্রন্থের নায়ক জর্জ ওয়াসিংটনের পিতা। অগাষ্টিনের প্রথম পত্নীর গর্ভে তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। এই পুত্রত্রয়ের মধ্যে লরেন্সের নাম স্মরণীয়; কারণ পরবর্ত্তী কয়েক পরিচ্ছেদে আমরা তাঁহার আরও পরিচয় পাইব। প্রথম পত্নীর বিয়োগ হইলে অগাষ্টিন ওয়াসিংটন ১৭৩০ অব্দে পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করেন। এই পক্ষের প্রথম পুত্র জর্জ ওয়াসিংটন ১৭৩২ অব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি ভূমিষ্ঠ হন। অতঃপর অগাষ্টিনের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে আরও পাঁচটী পুত্রের জন্ম হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৌমার।

র্জের বয়ঃক্রম যখন চারি বৎসর, সেই সময়ে অগাষ্টিন রাপাহানক নদের তীরে নূতন ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া সেখানে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। তখন শ্বেতকায় পুরুষেরা আমেরিকায় নূতন বসতি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অধিকাংশ ভূমি বনাবৃত ছিল। বন কাটিয়া ও অসভ্য আদিম নিবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কৃষিবিস্তার করিতে হইত বলিয়া, অতি সামান্য মূল্যে ভূমি পাওয়া যাইত। সুতরাং অনেকেই দশহাজার, পনর হাজার বিঘার তালুক লইয়া বড় বড় জমিদারের ন্যায় আড়ম্বরের সহিত বাস

করিতে পারিতেন। প্রকৃতির কৃপায় বসুন্ধরা প্রতি বৎসর প্রচুর শস্য প্রসব করিতেন; কাহারও পানভোজনের অপ্রতুল হইত না। সুতরাং ভূস্বামীরা বিস্তর দাসদাসী ও অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া পরমসুখে জীবন যাপন করিতেন। ছোট বড় সকলেই আতিথেয় ছিলেন; কাহারও গৃহ হইতে অতিথিকে ভগ্নাশ হইয়া প্রতিগমন করিতে হইত না।

রাপাহানকের তীরে তখনও ইংরাজদিগের সুন্দররূপ বসতি-বিস্তার হয় নাই। চতুর্দ্দিকে নিবিড় বন, তাহার অতি অল্প অংশমাত্র পরিষ্কৃত ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী। আদিম নিবাসীরা সুযোগ পাইলেই আগন্তুকদিগকে আক্রমণ করিত এবং সময়ে সময়ে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে নিহত করিয়া উপনিবেশবাসীদিগের বিভীষিকা জন্মাইত। জর্জ শৈশব হইতেই এই সমস্ত অত্যাচারকাহিনী শ্রবণ করিতেন। এইজন্য তিনি আদিম নিবাসীদিগের চরিত্র সম্বন্ধে সুন্দর অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

মাতাপিতার চরিত্রবলে ও শিক্ষার গুণেই সন্তান সচ্চরিত্র হয়। জর্জের জনক জননী উভয়েই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, পরম ধার্ম্মিক, দূরদর্শী ও স্থিরবুদ্ধি ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদা সাবধান হইয়া সন্তানদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেন। জর্জের বাল্য-জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহারা তদীয় সুশিক্ষাবিধানের নিমিত্ত কীদৃশ মনোযোগী ছিলেন।

একদা অগাষ্টিন জর্জকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানভ্রমণে গিয়াছিলেন। তখন শরৎকাল ; রাশি রাশি সুপক্ক, সুস্বাদ আতা বায়ুবেগে বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়াছিল ; জর্জ জীবনে কখনও এত আতা এক স্থানে দেখিতে পান নাই ; তাই তিনি আনন্দধ্বনি করিতে করিতে আতা খাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অগাষ্টিন পুত্রকে এ সুখ অনেকক্ষণ ভোগ করিতে দিলেন না। তিনি কহিলেন "জর্জ, তোমার কি মনে পড়ে, গত বসন্তকালে আমাদের একজন আত্মীয় তোমাকে একটা বড় আতা দিয়াছিলেন ? তুমি তাহার সমস্তই নিজে খাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলে ; শেষে আমি বার বার বলায় তুমি নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক তোমার ভাই ভগিনীদিগকে উহার অংশ দিয়াছিলে। আমি কহিয়াছিলাম যে, আমার কথা শুনিলে ঈশ্বর তোমাকে শরৎকালে প্রচুর আতা দিয়া পুরস্কৃত করিবেন।"

জর্জ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না ; লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। নিজের নীচাশয়তার কথা মনে পড়ায় তিনি সাতিশয় অনুতপ্ত হইলেন। অগাষ্টিন আবার কহিতে লাগিলেন, "এখন দেখ, আমি যাহা কহিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। বৃক্ষগণ ফলভরে অবনত হইয়াছে ; কোন কোন শাখা ভার বহন করিতে না পারিয়া ভগ্ন হইয়া গিয়াছে ; আর বৃক্ষতলে এত আতা পড়িয়া রহিয়াছে যে, তুমি সমস্ত জীবনেও খাইয়া নিঃশেষ করিতে পার না।"

জর্জ কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বলিলেন, "বাবা, এবার আমায় ক্ষমা কর ; দেখিবে, আমি আর কখনও ওরূপ নীচ ব্যবহার করিব না !"

অগাষ্টিন যে উদ্দেশ্যে বাগানে গিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হইল। জর্জ স্বার্থপরতাকে শত্রুবৎ বিবেচনা করিতে শিখিলেন। তাঁহার মন উন্নতিসোপানে অধিরোহণ করিল।

আর এক দিন বসন্তাগমে অগাষ্টিন উদ্যানের এক প্রান্তে ভূমিকর্ষণ করিয়া তন্মধ্যে যষ্টিদ্বারা "জর্জ ওয়াসিংটন" এই কয়েকটী কথা অঙ্কিত করিয়াছিলেন, এবং চিহ্নগুলির উপর কফির বীজ ছড়াইয়া মাটি দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। যথাকালে বীজ অঙ্কুরিত হইল। জর্জ একদিন উদ্যানে গিয়া দেখিতে পাইলেন, কে যেন সুন্দর সুন্দর হরিদক্ষরে "জর্জ ওয়াসিংটন" এই দুইটী শব্দ লিখিয়া রাখিয়াছে। তিনি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া পিতার নিকট দৌড়াইয়া গেলেন এবং কহিলেন, "বাবা, দেখে যাও, কি অদ্ভুত ব্যাপার !" অগাষ্টিন, ব্যাপার কি, বুঝিতে পারিলেন এবং পুত্রের সহিত উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। জর্জ কহিলেন "বাবা ! তুমি আর কখনও এরূপ আশ্চর্য্য দেখিয়াছ কি ? এ কে লিখিল বাবা ?"

'কেন ? গাছ গুলি ওখানে ঐ ভাবেই জন্মিয়াছে।'

'না বাবা, কেহ নিশ্চয় উহাদিগকে ঐ ভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে।'

'তবে কি তুমি মনে কর যে, ওগুলি আপনা হইতে ঐ ভাবে জন্মে নাই ?'

'না, তাহা কখনই হইতে পারে না ; দেখ না, অক্ষরগুলি কিরূপ সুন্দরভাবে সজ্জিত ; যেটীর পর যেটী হইবে, সেটী ঠিক সেইভাবে বসিয়াছে, মাত্রার পর্য্যন্ত ব্যতিক্রম ঘটে নাই ; ইহাও কি কখন আপনা হইতে ঘটিতে পারে ? বাবা, তুমিই ইহা লিখিয়া রাখিয়াছ।'

"হাঁ জর্জ, তুমি ঠিক বুঝিয়াছ ; আমি তোমাকে একটী উপদেশ দিবার নিমিত্ত এরূপ করিয়াছি। দেখ, যখন তোমার নামের অক্ষর কয়েকটীও আপনা হইতে এরূপভাবে সজ্জিত হইতে পারে না, তখন জগতের লক্ষ লক্ষ পদার্থ,—আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রগণ, পৃথিবীতে জলবায়ু, নদনদী, ভূচর, খেচর ও জলচর জন্তুসমূহ—কিরূপে যথাস্থানে সজ্জিত হইল ? কে আমা-দিগকে দেখিবার জন্য চক্ষু, শুনিবার জন্য কর্ণ, আঘ্রাণ পাইবার জন্য নাসিকা, খাইবার জন্য মুখ, চিবাইবার জন্য দন্ত, কাজ করিবার জন্য হস্ত, চলিবার জন্য পদ, ভাবিবার জন্য মন, স্নেহ করিবার জন্য মাতা পিতা, ভালবাসিবার জন্য ভ্রাতা ভগিনী দিয়াছেন ? আমরা দিনের বেলায় আলোক পাইয়া প্রফুল্ল হই, রাত্রিকালে অন্ধকারে বিশ্রাম ভোগ করি। জলে পিপাসাশান্তি করে, অগ্নিতে উত্তাপ দেয়।—এ সমস্ত কে সৃষ্টি করিয়াছেন ? তুমি কি বিবেচনা

কর যে, এই সমস্ত পদার্থ আপনা হইতেই তোমার ইচ্ছা ও অভাব পূরণ করিতেছে ?"

যেমন উর্ব্বর ক্ষেত্রে সুপক্ক বীজ বপন করিলে তাহা অল্পদিনেই অঙ্কুরোৎপাদন করে, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ শিশুকে সদুপদেশ দিলে অচিরেই তাহার ফল ফলে। জর্জকে আর বলিতে হইল না, তিনি তখনই উত্তর দিলেন, "না বাবা, এ সমস্ত কখনই আপনা হইতে হয় নাই। ঈশ্বর সকল পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমরা যাহা কিছু ভোগ করি, সমস্তই সেই দয়াময়ের দান।"

জর্জের শৈশবের আরও একটী ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন অগাষ্টিন তাঁহাকে এক খণ্ড ক্ষুদ্র কুঠার দিয়াছিলেন। জর্জ কুঠার পাইয়া আহ্লাদে মত্ত হইলেন, এবং বাগানে গিয়া ছোট ছোট গাছ কাটিয়া উহার ধার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অগাষ্টিন অনেক যত্নে ইংল্যাণ্ড হইতে একটী চেরীবৃক্ষের কলম আনয়ন করিয়া রোপণ করিয়াছিলেন। জর্জ মনের সুখে উহার উপর এরূপে কুঠারাঘাত করিতে লাগিলেন যে, অল্পক্ষণ পরে গাছটীর এক দিকের বল্কলমাত্র কাটিতে বাকী রহিল। পরদিন অগাষ্টিন উহা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং গৃহে ফিরিয়া গিয়া বলিতে লাগিলেন, "কে যেন আমার সখের চেরী গাছটী নষ্ট করিয়াছে! একশত টাকা হারাইলেও বোধ হয় আমি এত কষ্ট বোধ করিতাম না।" এই কথা সমাপ্ত

হইতে না হইতেই জর্জ কুঠারহস্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। অগাষ্টিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "জর্জ, তুমি বলিতে পার, আমার চেরী গাছটী কে কাটিয়া ফেলিয়াছে?" এতক্ষণ জর্জের বিবেচনা করিবার অবসর হয় নাই যে, তিনি কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। এক্ষণে পিতার কথা শুনিয়া তাঁহার চৈতন্য হইল এবং অপরাধজনিত লজ্জায় ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক পরে পিতার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "বাবা, আমি মিথ্যা কথা কহিতে পারিব না। আমিই তোমার চেরী গাছটী কাটিয়া ফেলিয়াছি।" পুত্রের এবংবিধ বীরোচিত অকপট ব্যবহারে অগাষ্টিন এত মুগ্ধ হইলেন যে, কিছুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার কথা কহিবার সাধ্য রহিল না। তাহার চক্ষুর্দ্বয় আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত হইল। অনন্তর পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস, আজ সহস্র চেরী বৃক্ষ পাইলে আমার যে সুখ হইত, তোমার ব্যবহারে তদপেক্ষাও অধিক সুখ পাইলাম। বালকের পক্ষে অন্যায় কাজ করা তত দোষাবহ নহে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকে মিথ্যা কহিয়া দোষ ঢাকিতে চেষ্টা করে। ঈশ্বর করুন, চিরদিনই যেন সত্যের প্রতি তোমার এইরূপ অনুরাগ থাকে।"

এইরূপে মাতাপিতার শিক্ষাগুণে চরিত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া জর্জ ক্রমশঃ পঞ্চ বর্ষ অতিক্রম করিলেন। তৎকালে আমেরিকায় ভাল বিদ্যালয় ছিল না। উচ্চ শিক্ষা পাইবার

ইচ্ছা করিলে ছাত্রদিগকে ইংল্যাণ্ডে যাইতে হইত। জর্জের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা লরেন্স্ ওয়াসিংটন ইংল্যাণ্ড হইতেই সুশিক্ষিত হইয়া আসিয়াছিলেন। জর্জকে কখনও বিদ্যা-শিক্ষার্থ ইংল্যাণ্ডে পাঠাইতে পারিবেন কি না, এ সম্বন্ধে অগাষ্টিনের সাতিশয় সন্দেহ ছিল। তিনি আপাততঃ তাঁহাকে স্থানীয় পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিলেন; বয়ঃ-ক্রমের ষষ্ঠ বর্ষ হইতে জর্জের বিদ্যারম্ভ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পাঠদ্দশা ও পিতৃবিয়োগ।

ঠশালার শিক্ষক হবিসাহেব পূর্ব্বে সৈনিক বিভাগে কাজ করিতেন ; শেষে কামানের গোলায় এক পা উড়িয়া যাওয়ায় অকর্ম্মণ্য হইয়া গত্যন্তর অভাবে শিক্ষকের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া ও পাটীগণিতের প্রথম নিয়ম-চতুষ্টয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু লেখাপড়ায় অপরিপক্ক হইলেও তাঁহার একটী প্রধান গুণ ছিল। তিনি ছাত্রদিগের চরিত্রের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। কেহ অসাধু আচরণ করিলে তাহার নিস্তার ছিল না। ফলতঃ ছাত্রগণের চরিত্রসংশোধন-সম্বন্ধে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপকেরাও তাঁহা অপেক্ষা যোগ্যতর ছিলেন না।

অনেক দুষ্ট বালক শিক্ষকের অল্প বিদ্যার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করে এবং অপদস্থ করিবার চেষ্টা

করিয়া থাকে। কিন্তু জর্জের প্রকৃতি সেরূপ ছিল না। সত্যপ্রিয়তার ন্যায় গুরুভক্তিও তাঁহার স্বভাবের একটী প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যেই শিক্ষক ও ছাত্র পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। বুদ্ধিমান্, মনোযোগী ও বিনয়ী জর্জ গুরু-মহাশয়ের ভালবাসার পাত্র হইলেন; সদয়, স্নেহময় ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষকও জর্জের শ্রদ্ধাভাজন হইলেন। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এরূপ ভাবের উৎপত্তি হইলে ছাত্রের উন্নতি সহজসিদ্ধ। জর্জ একাগ্রতা ও অধ্যবসায়বলে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। তিনি কোন কাজই অসম্পন্ন বা অসম্পূর্ণ রাখিতেন না; যাহাতে হাত দিতেন, তাহাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে যত্ন করিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষর সুন্দর হইল। তিনি লিখিবার সময়ে হাতে কালী লাগাইতেন না, অথবা কাগজে অযথা কালীর দাগ লাগাইয়া অক্ষর শ্রীহীন করিতেন না, তিনি বানান ভুলিতেন না। যখন অন্য বালকে জানালার ভিতর দিয়া পাখী বা কাঠবিড়াল দেখিত, অথবা পুস্তকের অন্তরালে মুখ লুকাইয়া পকেট হইতে মিঠাই খাইত, তখন জর্জ অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণ বদ্ধ করিয়া একাগ্রচিত্তে পাঠাভ্যাস করিতেন। গুরুমহাশয় যাহা শিখাইতে পারিতেন না, তাহা তিনি গৃহে পিতার নিকট শিক্ষা করিতেন। শীতকালে সন্ধ্যার সময়ে অগাষ্টিন অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিয়া গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের

ইতিহাস গল্প করিয়া বলিতেন ; আর জর্জ সে সমস্ত খাতায় লিখিয়া লইয়া কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন। এতদ্ভিন্ন পাটী-গণিত, বীজগণিত প্রভৃতি দুরূহ বিষয়ও তিনি পিতার নিকট শিক্ষা করিতেন। সুতরাং পাঠশালার শিক্ষাপ্রণালী প্রকৃষ্ট না হইলেও জর্জের তাহাতে কোন ক্ষতি হইত না।

জর্জের মত ছাত্র পাইয়া হবি সাহেবের পাঠশালার যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। অন্যান্য ছাত্রেরা জর্জকে আদর্শ জ্ঞান করিয়া তাঁহার অনুকরণের চেষ্টা করিত ; কেহ কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলে শিক্ষক তাহাকে জর্জের দৃষ্টান্ত দেখাইতেন, জর্জের হাতের লেখা দেখাইয়া বলিতেন, "দেখ দেখি, কেমন সুন্দর লেখা ; কদর্য্য লেখাও যেমন সহজ কাজ, সুন্দর লেখাও তেমনি সহজ কাজ। জর্জ লিখিবার কালে যে তোমাদিগের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করে তাহা মনে করিও না ; কিন্তু সে তোমাদিগের অপেক্ষা অধিক সতর্ক, এই মাত্র প্রভেদ।"

পাঠশালার সকল বালকেই জর্জকে ভাল বাসিত। তিনি কাহারও সহিত বিবাদ করিতেন না, কখনও মিথ্যা কথা কহিতেন না। অন্য বালকদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে জর্জ সাধ্যমত তাহা মিটাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন। এই সকল গুণ ছিল বলিয়া সকলেই তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিত, এবং তিনি যেরূপ বলিতেন, সচরাচর তদনুসারেই পরিচালিত হইত। তিনি মারামারিতে মিশিতেন না বলিয়া

কেহ কেহ তাঁহাকে “ভীরু”, “কাপুরুষ” প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া গালি দিত; কিন্তু তিনি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, নিরর্থক কলহ করিলে সাহসের কার্য্য হয় না; মিথ্যার প্রতিবাদ, বিবাদের মীমাংসা-চেষ্টা এবং অন্যায়াচরণের বাধা-প্রদানেই সাহসের প্রকৃত পরিচয়।

সুশীল ও সুবোধ ছাত্র শিক্ষকের গৌরবের স্থল। জর্জকে উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিতে দেখিয়া হবি সাহেব যে কত সুখী হইয়াছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে?

ভাল হইবার নিমিত্ত যাহার আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টা, সে সকল বিষয়েই ভাল হইতে পারে। জর্জ যেমন একদিকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লিখিতে পারিতেন, সর্ব্বাপেক্ষা ভাল পড়িতে পারিতেন, সেইরূপ অন্যদিকে ক্রীড়াতেও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন! কুর্দ্দন, ধাবন, উল্লম্ফন, সন্তরণ, অশ্বারোহণ প্রভৃতি যে সকল ক্রীড়ায় শরীরের বল বৃদ্ধি হয়, তাহাতেই তাঁহার সবিশেষ আসক্তি ছিল। কেহই তাঁহার ন্যায় দৌড়াইতে পারিত না। তিনি ঢিল ছুড়িলে তাহা রাপাহানক নদের অপর পারে গিয়া পড়িত। তিনি বড় বড় ভার অনায়াসে উত্তোলন ও বহন করিতে পারিতেন। তাঁহার শরীর স্বভাবতঃ সবল ছিল; সুতরাং ব্যায়ামের গুণে শীঘ্রই বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তাঁহার বয়স যখন দশ বৎসর মাত্র, তখনই লোকে তাঁহার সুগঠিত, সবল ও সুদৃঢ় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

এবং সাহস ও সরলতা-ব্যঞ্জিকা মুখশ্রী দেখিয়া বিস্মিত হইত। তিনি দেখিতে সুন্দর ও দীর্ঘকায় ছিলেন ; বয়সের পরিমাণে তাঁহাকে অনেক বড় দেখাইত। জর্জের একজন বাল্যসহচর বলিয়াছেন যে, তিনি কৈশোরেই প্রৌঢ়ের ন্যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মনের সবলতা লাভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, যে, শারীরিক ও মানসিক বলের এইরূপ সুন্দর সমাবেশ থাকাতেই জর্জ ওয়াসিংটন শেষে মানবসমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। যিনি শৈশবে ক্রীড়ায় অগ্রণী, তিনি প্রৌঢ়াবস্থায় সমরেও অগ্রণী হইয়াছিলেন।

কৃত্রিম যুদ্ধাভিনয় জর্জের একটী প্রধান ক্রীড়া ছিল। জর্জের বয়ঃক্রম যখন আট বৎসর, তখন কারিবসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে স্পেনদেশীয় লোকের সহিত ইংরাজদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়। এতদুপলক্ষে উপনিবেশবাসীরা ইংল্যাণ্ড-রাজের সাহায্যার্থ চারি দল সেনা গঠন করেন। তন্নিবন্ধন কিছুদিন প্রতি পল্লীতে সৈনিকপুরুষদিগের শিক্ষাবিধানের ধূমধাম পড়িয়া যায়। তাঁহাদিগের সামরিক পরিচ্ছদ, সামরিক বাদ্যের তালে তালে পাদ-বিক্ষেপ প্রভৃতি দেখিয়া জর্জের কোমল মনে অলক্ষিতভাবে যুদ্ধবাসনা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। লরেন্স্ ইংল্যাণ্ড হইতে শিক্ষালাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ইহার এক সেনাদলে উচ্চপদ লাভ করিয়া যুদ্ধার্থ চলিয়া গেলেন, আর জর্জ পাঠশালার ছাত্রদিগকে লইয়া কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি

তাহাদিগকে ইংরাজ ও স্পেনিয়ার্ড এই দুই দলে বিভক্ত করিতেন, এবং কখনও শিক্ষাদান, কখনও বা একদল লইয়া অপর দলকে আক্রমণ করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিতেন। যষ্টি, যবের শীষ প্রভৃতি তরবারির কার্য্য করিত এবং পাঠলাশার পুরোবর্ত্তী ভূভাগ সমরাঙ্গনরূপে ব্যবহৃত হইত।

লরেন্স্ দুই বৎসরকাল নৌসেনাধ্যক্ষ ভার্ণন সাহেবের সহকারিরূপে কার্য্য করিয়া গৃহে প্রতিগমন করেন। যুদ্ধকালে তিনি যেরূপ সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে সৈনিক বিভাগে থাকিলে নিশ্চিত তাঁহার পদোন্নতি হইত। কিন্তু সেই সময়ে হঠাৎ তাঁহার বিবাহ হওয়ায় তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক পৈতৃক ব্যবসায়েই মনোনিবেশ করেন। তৎকালে ভার্জিনিয়া প্রদেশে উইলিয়ম ফেয়ারফাক্স নামক জনৈক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বীয় আত্মীয় লর্ড ফেয়ারফাক্সের জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার কন্যা এন্ লরেন্সের পত্নী হইলেন।

লরেন্স্ ফিরিয়া আসিলে জর্জের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার বাসনা আরও বলবতী হইল। লরেন্স্ এই দুই বৎসর কাল কখন কি করিয়াছিলেন, কখন কোন্ বিপদে পড়িয়াছিলেন, কি উপায়ে তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, কিরূপে শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল, কিরূপে কোন্ পক্ষ কখন জয়লাভ করিয়াছিল, এই সকল কথায় জর্জের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইত। যুদ্ধকালে সৈনিক পুরুষেরা

সচরাচর যে সকল কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন, এইরূপে স্বাভাবিক প্রতিভাবলে জর্জ তাহা আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। অনুজের যুদ্ধবিদ্যায় অনুরাগ দেখিয়া লরেন্স্ নিরতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি নিয়ত সেই বাসনা উদ্দীপ্ত রাখিতে চেষ্টা পাইতেন।

হবি সাহেবের পাঠশালায় পাঁচবৎসর অধ্যয়নের পর জর্জ পিতৃহীন হইলেন। অগাষ্টিন মৃত্যুর পূর্ব্বে দানপত্র লিখিয়া স্বীয় বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি পুত্রদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তদনুসারে পটোমাক নদের তীর-বর্ত্তী তালুক লরেন্সের এবং রাপাহানক নদের তীরবর্ত্তী তালুক জর্জের হইল। জর্জ ও তাঁহার সহোদরগণ নাবালগ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের জননীর হস্তে সম্পত্তির তত্ত্বাব-ধানের ভার পড়িল। লরেন্স্ পটোমাক-তীরে বাস করিতে লাগিলেন, এবং ভূতপূর্ব্ব প্রভুর নামানুসারে ঐ সম্পত্তির "ভার্ণন শৈল" এই নাম রাখিলেন। তিনি জর্জকে পূর্ব্ব হইতেই ভালবাসিতেন; এক্ষণে পিতৃ-বিয়োগ-নিবন্ধন সেই স্নেহ আরও গাঢ় হইল। পাঠশালার ছুটী হইলেই তিনি জর্জকে ভার্ণন শৈলে লইয়া যাইতেন, এবং উপদেশ ও উৎসাহ দ্বারা তাঁহার উন্নতিসাধনের উপায় দেখিতেন।

জর্জের জননী মেরী অসাধারণ বিষয়বুদ্ধি, কার্য্যকুশলতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সহিত নাবালগ পুত্রদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। জর্জের বয়স এখন

এগার বৎসর হইয়াছে। অগাষ্টিনের মৃত্যুর পর তাঁহার গৃহে শিক্ষালাভের সুযোগ গিয়াছে। সুতরাং মেরী জর্জকে হবিসাহেবের পাঠশালায় আর রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। তৎকালে ঐ অঞ্চলে উইলিয়ম সাহেবের বিদ্যালয়ে কিছু উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাবিধান হইত। কিন্তু উহা জর্জের বাটী হইতে অনেক দূরে ছিল। জর্জের অপর এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উইলিয়ম সাহেবের বিদ্যালয়ের অদূরে বাস করিতেন। সুতরাং স্থির হইল জর্জ তাঁহারই গৃহে অবস্থিতি করিয়া ঐ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিবেন। যাইবার পূর্ব্বে জননী জর্জকে কহিলেন, "তুমি মনোযোগের সহিত পাটীগণিত ও জরিপের কার্য্য শিক্ষা করিও। আজ কাল জরিপের কাজ জানা নিতান্ত আবশ্যক। নিয়ত নূতন জমির আবাদ হইতেছে; নূতন লোক আসিয়া আমাদের তালুকের জমি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এ অবস্থায় জরিপ জানা থাকিলে এবং নক্সা প্রস্তুত করিতে পারিলে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। এখন যেরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল, তাহাতে আমি অধিক শিক্ষার আশা করি না; যদি নিজের তালুক রক্ষা করিয়া চাষ আবাদের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পার, তাহা হইলেই যথেষ্ট।" জর্জ দেখিলেন যে তাঁহাকে পৈতৃক ব্যবসায়ে প্রবর্ত্তিত করাই জননীর উদ্দেশ্য। তিনি অণুমাত্র আপত্তি না করিয়া জননীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং কহিলেন, "ভাল;

তাহাই করিব। ব্যবসায়-সম্বন্ধে আমার ভালমন্দ বিচার নাই; যে যে ব্যবসায়ই অবলম্বন করুক না কেন, সুন্দর-রূপে চালাইতে পারিলে তাহাতেই তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়।”

উইলিয়ম সাহেব একজন বিচক্ষণ শিক্ষক ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, জর্জ পাটীগণিতে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে জরিপ শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে নক্সা প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক আমিনের প্রয়োজন হইত। সুতরাং জরিপের কাজ জানিলে সকলেই বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিত; বিদ্যালয়ের চতুষ্পার্শ্বে বিস্তর পতিত জমি ছিল। জর্জ হাত পাকাইবার নিমিত্ত প্রথম প্রথম তাহারই জরিপ ও নক্সা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। জর্জ শৈশবে যে সকল গুণের জন্য গ্রাম্য পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, বয়োবৃদ্ধি-সহকারে সেই সকল গুণ ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করিয়া এই বিদ্যালয়েও তাঁহাকে শিক্ষকের প্রীতি-ভাজন করিয়া তুলিল। ক্রীড়া, কৃত্রিম-সমরাভিনয়, হস্তলিপি, জরিপ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই তিনি সর্ব্ববাদি-সম্মত প্রাধান্য লাভ করিলেন। তিনি ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃ-ক্রমকালে শিক্ষার উদ্দেশ্যে জমি জরিপ করিয়া যে সকল চিঠা ও নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, অনেক প্রবীণ ও বহু-দর্শী আমিনও তাহা অপেক্ষা ভাল করিতে পারেন না। আমেরিকার লোকে জর্জ ওয়াসিংটনের পাঠদ্দশার এই

খাতাগুলি অতি যত্নসহকারে রক্ষা করিয়াছেন। এই সকল দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, করণীয় বিষয় যতই জটিল হউক না কেন, তিনি কিছুতেই তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া ছাড়িতেন না। তাঁহার সকল উদ্যমেই সুশৃঙ্খলা ছিল, এবং সেই জন্য তিনি যাহা ধরিতেন, তাহাতেই কৃত-কার্য্য হইতেন।

উইলিয়ম সাহেবের বিদ্যালয়েও সহাধ্যায়িগণ জর্জের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছিল। তাঁহার অপক্ষপাত ও সত্যানুরাগে সকলেরই আস্থা ছিল। সুতরাং কোন মতভেদ হইলে তিনি যেরূপ মীমাংসা করিয়া দিতেন, উভয়পক্ষ একবাক্যে তদনুসারে পরিচালিত হইত।

জর্জ সাতিশয় যত্নসহকারে একখানা খাতায় পাট্টা, কবুলতি, খত, হুণ্ডী, দানপত্র, মোক্তারনামা প্রভৃতি বিষয়কর্ম্ম-সংক্রান্ত বহুবিধ দলিলের আদর্শ লিখিয়া রাখিয়া-ছিলেন। একদা একজন সহাধ্যায়ী উহা দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জর্জ, ইহাতে তোমার কি উপকার হইবে?" জর্জ কহিলেন, "আমি যখন বড় হইয়া বিষয়কর্ম্ম করিব, তখন এই সকল দেখিলে আর আমাকে কথায় কথায় উকিলের বাড়ী যাইতে হইবে না।" জর্জ কতদূর পরিণামদর্শী ছিলেন ইহাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। অনেক বালক মনে করে যে, তাহারা চিরকালই বালক থাকিবে। বড় হইলে কি করিব তাহা তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে না।

আর একখানা খাতায় তিনি সামাজিকতা সম্বন্ধে এক-শত দশটী উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ উপদেশ সমূহ তাঁহার নিজের রচনা কি না, নিশ্চিত বলা যায় না; কিন্তু সংগ্রহমাত্র হইলেও সেগুলি ত্রয়োদশবর্ষবয়স্ক বালকের পক্ষে সামান্য বুদ্ধি ও বিবেচনার পরিচায়ক নহে। সেগুলি কত উৎকৃষ্ট তাহা দেখাইবার নিমিত্ত নিম্নে কয়েকটীর অনুবাদ প্রদত্ত হইল ঃ—

"বিবেচনা না করিয়া কথা কহিও না। তাড়াতাড়ি কথা কহা অন্যায়। উচ্চারণ সুস্পষ্ট না হইলে কেহ তাহাতে মন দেয় না।

"যেখানে দশজনে আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন, সেখানে দুঃখের কথা তুলিও না; অথবা যেখানে দশ জন দুঃখের কথা কহিতেছেন, সেখানে হাস্য পরিহাস করিও না।

"যখন দেখিবে কেহই তোমার পরিহাসে সুখবোধ করিতেছেন না, তখন পরিহাস পরিত্যাগ করিবে। অট্টহাস্য ভদ্রতা-বিরুদ্ধ।

"যেখানে দশ জনে মিলিয়া কথোপকথন বা তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, সেখানে যিনি যাহা বলেন, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিবে। তখন পার্শ্বস্থ লোকের সহিত বাক্যালাপ করিয়া শ্রোতাদিগের বিরক্তি জন্মাইও না। বক্তা নিজের মনের ভাব ভালরূপে প্রকাশ করিতে না পারিলেও তুমি অযাচিত-ভাবে তাঁহার কাণে কাণে কথা কহিয়া সাহায্য করিতে

যাইও না। বক্তার কথা শেষ না হইলে তাঁহাকে বাধা দিও না, বা তাঁহার কথার উত্তর দিও না।

"প্রবীণ ব্যক্তিদিগের সমক্ষে আকারে, ইঙ্গিতে বা কথা-বার্ত্তায় বাচালতা বা চপলতার পরিচয় দিও না। অশিক্ষিত লোকের নিকট দুরূহ বিষয়ের আলোচনা করিয়া পাণ্ডিত্য দেখাইও না।

"গুণী লোকের নিন্দাবাদ করিও না। তোষামোদ করাও দূষ্য। নিন্দা বা প্রশংসা কোন কাজেই তিলকে তাল করা বড় অন্যায়।

"কেহ জিজ্ঞাসা না করিলে পরামর্শ দিও না; পরামর্শ দিবার প্রয়োজন হইলে তাহা সংক্ষেপে দেওয়া উচিত।

"যেখানে দশজনে সমবেত হইয়া কোন কার্য্য বা পরা-মর্শ করিতেছেন, সেখানে হঠাৎ প্রবেশ করিও না। অগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখিবে তাঁহারা তোমার উপস্থিতি-হেতু সন্তুষ্ট কি বিরক্ত হইবেন। বিরক্তির সম্ভাবনা থাকিলে সে স্থান ত্যাগ করিবে।

"অন্যের গোপনীয় বিষয় জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিও না। যাঁহারা গোপনে কথা কহিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকটে যাইও না।

"লোকে যে কারণেই বিপন্ন হউক না কেন, বিপদের সময় কাহাকেও বিদ্রূপ করিও না। যদি শত্রুরও বিপদ্ ঘটে, তথাপি তাহাতে সুখবোধ করিও না।

"ভোজের সময় খাদ্যদ্রব্যের দোষ উল্লেখ করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিও না।"

লরেন্স্ এক দিন জর্জের এই খাতা দেখিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে বলিয়াছিলেন, "যদি অঙ্কুর দেখিয়া বৃক্ষের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা যায়, যদি বৈশাখে বৃষ্টিপাত দেখিয়া ভাদ্রে আশু ধান্যের আশা করা যায়, তাহা হইলে ছাত্রজীবনের এইরূপ আরম্ভকেও কার্য্যক্ষেত্রে মহদনুষ্ঠানের সূচনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।"

এইরূপে প্রতিদিন নানা জ্ঞানরত্নে বিভূষিত হইয়া জর্জ ষোড়শবর্ষ বয়সে উইলিয়ম সাহেবের বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন। বর্ত্তমান কালের বড় বড় কলেজের সহিত তুলনা করিলে হবি ও উইলিয়ম সাহেবের বিদ্যালয়কে সামান্য গ্রাম্য পাঠশালা ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। কিন্তু জর্জ মাতা, পিতা ও ভ্রাতার সাহায্যে এবং নিজের অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের বলে যেরূপ সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন, কয় জন কলেজের ছাত্র সেরূপ হইতে পারেন? তাঁহার বিদ্যা অপেক্ষা চরিত্রই অধিক প্রশংসনীয় ছিল। লোকে সেই চরিত্রগুণে এমনই মুগ্ধ হইত যে জর্জের বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার কালে শিক্ষক ও সহাধ্যায়িবৃন্দ, কেহই অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মাতৃভক্তি।

মাতাপিতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহাদিগের আজ্ঞাবহন, মানবহৃদয়ের সর্ব্ব-প্রধান ধর্ম্ম। যে সকল মহাত্মা অসাধারণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পৃথিবীতে যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেকেরই চরিত্রে এই পবিত্র ধর্ম্মের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ওয়াসিংটনও* এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবধানের সহিত জননীর আদেশানুসারে কার্য্য করিতেন, যাহাতে তাঁহার মনে কোনও রূপ আঘাত না লাগে, যাহাতে ঘুণাক্ষরেও তাঁহার অপ্রীতির কারণ না হয়, তাহাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এরূপ আজ্ঞাবহ পুত্রের মঙ্গলকামনায় স্নেহময়ী মাতৃদেবী ভগবানের নিকট যে প্রার্থনা করেন, তাহা কখনও ব্যর্থ হয় না।

* আমরা এখন হইতে জর্জ ওয়াসিংটনকে কখন শুদ্ধ "জর্জ", কখনও (সাধারণতঃ) শুদ্ধ "ওয়াসিংটন" বলিব।

ওয়াসিংটনের জননী মেরীর অনেক অসাধারণ গুণ ছিল। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, গুরুজনের আজ্ঞাপ্রতি-পালনই গার্হস্থ্য জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। যে গুরুর আদেশ

মেরী ওয়াসিংটন্।

মানে না, তাহার নিকট ঈশ্বরের আদেশও গ্রাহ্য নহে। সুতরাং তাদৃশ পাষণ্ডের পক্ষে কোন দুষ্কর্ম্মই অকরণীয় নয়। যে গুরুজনের অবহেলা করে, সে পরিজনের শত্রু, দেবতার শত্রু, সুতরাং জগতের শত্রু। এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তিনি এক দিকে যেমন নিজে অনন্যমনে পতিসেবা করিয়া প্রীতিলাভ করিতেন, সেইরূপ অন্যদিকে পুত্রকন্যা ও ভৃত্যদিগের পূজনীয় হইয়া সুখী হইতেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা, আচার অনুষ্ঠান, সমস্তই আড়ম্বরশূন্য অথচ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ছিল। তাঁহার প্রকৃতিতে যেন এমন কি একটী

অনন্যসাধারণ ভাব ছিল যে, সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত,—পাছে তিনি বিরক্ত হন, পাছে কোনরূপ চপলতা বা অসৌজন্য দেখিয়া তাঁহার অসন্তোষ জন্মে, সেই চিন্তায় সশঙ্ক থাকিত। অথচ তিনি কাহারও সহিত কর্কশ ব্যবহার করিতেন না; কাহাকেও রূঢ় কথা কহিতেন না।

মেরী বিপদে ধীরা, কর্ত্তব্যে অবিচলিতা, ধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী এবং পরানুগ্রহগ্রহণে পরাঙ্মুখী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর অনেক আত্মীয় স্বজন সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণার্থ তাঁহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন না, বলিতেন, "ঈশ্বর আমার স্কন্ধে যে ভার অর্পণ করিয়াছেন তাহা আমিই বহন করিব; তন্নিমিত্ত অপর কাহাকেও কষ্ট দিব না। আপনারা আমাকে যখন যে সৎ পরামর্শ দিবেন, তাহা সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিব; কিন্তু এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও রূপে আমি আপনাদিগের গলগ্রহ হইব না।" একাগ্রচিত্তে মাতৃসেবা করায় জর্জ ওয়াসিংটনও কালে এই সমস্ত গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন।

একদিন জর্জ কতিপয় বাল্য-সহচরের সহিত বাটীর সম্মুখের মাঠে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে একটা আরব দেশীয় অশ্ব তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ঐ অশ্বটী মেরীর গাড়ি টানিত; কিন্তু কাহাকেও পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে দিত না। কেহ কেহ উহার চাল চলন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

প্রভৃতির প্রশংসা করিতেছেন দেখিয়া জর্জ হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "এই ঘোড়াটায় আমার চড়িতে ইচ্ছা হয়; যদি কেহ আমাকে উহার পিঠে উঠাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।" ইহা শুনিয়া সহচরগণ তাঁহাকে চড়িতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তখনই জননীর কথা মনে পড়ায় জর্জের চিত্ত দোলায়মান হইল। তিনি কহিলেন "ঘোড়াটার দুষ্ট প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া মা সকলকে উহার উপর চড়িতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে আমি চড়িতে চেষ্টা করিলে তাঁহার কথার অন্যথাচরণ হইবে।" কিন্তু বন্ধুগণ কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহারা কহিলেন, "তুমি যদি একবার চড়িয়া ঘোড়াটার স্বভাব ফিরাইতে পার, তাহা হইলে তোমার মাতা বরং সন্তুষ্টই হইবেন।" এইরূপে পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া শেষে জর্জ তাঁহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে জর্জ ও তাঁহার বন্ধুগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ঐ অশ্ব ধরিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং অনেক ছুটাছুটির পর উহার মুখে লাগাম পরাইলেন। অনন্তর অনেকে মিলিয়া উহাকে মাঠের মাঝখানে আনিলেন, এবং জর্জ বিদ্যুদ্‌বেগে উহার পৃষ্ঠে উঠিয়া লাগাম ধরিলেন। তাঁহার এই ক্ষিপ্রকারিতায় অশ্ব ও দর্শকবৃন্দ সকলেই তুল্যরূপে বিস্মিত হইল। বন্ধুরা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "জর্জ সাবধান হও, নচেৎ পড়িয়া যাইবে।" এদিকে

অশ্ব কখনও পশ্চাতের দুই পায়ে ভর দিয়া সম্মুখের দুই পা উপরে উঠাইতে লাগিল; কখনও পশ্চাতের দুই পা ঊর্দ্ধে তুলিতে লাগিল, কখনও কিয়দ্দূর নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া হঠাৎ থামিতে লাগিল। ফলতঃ আরোহীকে ফেলিয়া দিবার নিমিত্ত যত রূপ উপায় আছে সমস্তই অনুষ্ঠিত হইল, কিন্তু জর্জ কিছুতেই আসনচ্যুত হইলেন না। বারংবার বিফল-প্রযত্ন হইয়া শেষে অশ্ব ভয়ঙ্কর দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। সঙ্গীরা ভয়বিহ্বলচিত্তে নিস্তব্ধভাবে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের ভয় হইল জর্জ পড়িয়া গেলে তাঁহার মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্বটীই পড়িয়া গেল, সঙ্গীরা দৌড়াইয়া গিয়া দেখেন জর্জ তখনও উহার পৃষ্ঠে সমাসীন। তিনি কহিলেন, "কাজটা বড় অন্যায় হইল, ঘোড়াটা মরিয়া গেল; এখন দেখিতেছি না চড়িলেই ভাল হইত। মা শুনিলে কি মনে করিবেন?" বাস্তবিকই লম্ফঝম্ফ করিবার কালে মুখে লাগামের আঘাতে অশ্বটীর একটা শিরা কাটিয়া গিয়াছিল, এবং তাহা হইতে রক্তস্রাব হওয়ায় উহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

অনন্তর আহারের সময় বালকেরা গৃহে সমবেত হইলে মেরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা আজ বেড়াইবার কালে সেই দুষ্ট ঘোড়াটা দেখিয়াছিস্ কি?" জর্জ কহিলেন, "মা, সে ঘোড়াটা মরিয়া গিয়াছে।" মেরী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "মরিয়াছে? বলিস্ কি, কি রকমে মরিল?"

তখন জর্জ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন এবং কহিলেন "মা, আমি নিতান্ত অন্যায় কাজ করিয়াছি ; তাহার জন্য যথেষ্ট অনুতাপও ভোগ করিতেছি। তুমি এবার আমায় ক্ষমা কর ; আমি আর কখনও তোমার কথার অবাধ্য হইব না।" পুত্রের কথা শুনিয়া মেরীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, তোকে ক্ষমা করিব না ? তুই যে আমার নিকট প্রকৃত কথা কহিলি, ইহাতেই আমার সকল দুঃখ ঘুচিল। আমি তোকে ক্ষমা করিলাম। আশা করি অদ্যকার ঘটনায় তোর শিক্ষালাভ হইবে, তুই আর কখনও আমার কথার প্রতিকূলে চলিবি না।"

জীবনে এই একবার মাত্র ওয়াসিংটন জননীর আদেশের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন। কিন্তু এবারও জননীকে অবহেলা করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি ভাবিয়াছিলেন একটা দুষ্ট ঘোড়া দুরস্ত করিতে পারিলে মা সুখী হইবেন।

উইলিয়ম সাহেবের বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার পর ওয়াসিংটন কিছুদিন ভার্ণনশৈলে থাকিয়া লরেন্সের নিকট গণিত ও জরিপের কাজে আরও পরিপক্কতা লাভ করিয়াছিলেন। লরেন্সের ভূতপূর্ব্ব সমর-সহচরগণ মধ্যে মধ্যে ভার্ণনশৈলে গিয়া তদীয় আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। ওয়াসিংটন তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিতেন এবং সাগ্রহ-চিত্তে যুদ্ধ-সংক্রান্ত গল্পাদি শুনিতেন। সুতরাং অল্পদিনের

মধ্যেই তাঁহার হৃদয়নিহিত সুপ্তপ্রায় সমরবাসনা পুনর্ব্বার জাগরূক হইল। লরেন্স্ এই ইচ্ছার অনুকূল ছিলেন; সুতরাং তাঁহার চেষ্টায় ওয়াসিংটন ইংল্যাণ্ডেশ্বরের রণতরী-বিভাগে একটী পদ পাইলেন। মেরী প্রথমে অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন "এরূপ কাজে চরিত্রদোষ ঘটিবার সম্ভাবনা; সম্পত্তি বা সম্মান অপেক্ষা চরিত্রই অধিক মূল্যবান্; সুতরাং আমি জর্জকে সামরিক ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইতে দিব না।" কিন্তু শেষে লরেন্সের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধবশতঃ তিনি নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে সম্মতি দিলেন। ওয়াসিংটন মহানন্দে গমনের উপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া জাহাজে তুলিলেন এবং জননীর নিকট বিদায় লইবার নিমিত্ত গৃহে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিবামাত্র মেরীর হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হইল; তিনি ভাবিলেন, "জর্জ রণতরীতে গেলে হয় ত আর ফিরিয়া আসিবে না।" সুতরাং অশ্রুসংবরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন, "বাছা! আমি তোকে কিছুতেই যাইতে দিব না।"

"সে কি মা? আমি যে চাকরি লইয়াছি, আর জাহাজে জিনিষ পত্র তুলিয়াছি?"

"শোন্ জর্জ, যদি তুই তোর অভাগিনী মাকে বধ করিতে না চাস্, তবে এখনই তোর চাকরি ছাড়িয়া দে, আর জিনিষ পত্র ফিরাইয়া আন্।" ওয়াসিংটন আর সহিতে পারিলেন না। তিনিও কান্দিয়া ফেলিলেন এবং কহিলেন

"মা, তুমি যখন এত কষ্টবোধ করিতেছ, তখন আমি ক্ষান্ত হইলাম; তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই করিব।" ওয়াসিংটন স্বেচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া সামরিক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে যে সুখ বোধ করিতেন, আজ জননীর মনস্তুষ্টি-সম্পাদনার্থ লব্ধ পদ পরিত্যাগ করিয়া তদপেক্ষা শতগুণে অধিক বিমলানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাহা বলিয়া যখন দেশের হিতসাধনার্থ যুদ্ধের প্রয়োজন হইয়াছিল, তখন মেরী পুত্রকে সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন নাই। উক্ত ঘটনার কিছুদিন পর উপনিবেশগুলির রক্ষার নিমিত্ত ফরাসিদিগের সহিত ইংরাজদিগের বিবাদ উপস্থিত হইল; উপনিবেশবাসীরা ইংরাজদিগের সাহায্যার্থ সেনা যোগাইতে লাগিলেন এবং ওয়াসিংটন সৈনিকব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। মেরী কহিলেন "জর্জ, তুমি দেশের মঙ্গলার্থ যুদ্ধ করিতে যাইতেছ; এ সময়ে আমি বাধা দিয়া পাতকিনী হইব না। যাও, ভগবান্ যাহা করেন তাহাই ঘটিবে। আমি একাগ্রমনে তোমার মঙ্গলকামনায় তাঁহাকে ডাকিব।" আরও কতিপয় বর্ষ পরে, যখন ওয়াসিংটন অসামান্য রণপাণ্ডিত্যদ্বারা উপনিবেশসমূহকে ইংল্যাণ্ডের অধীনতাপাশ হইতে বিমুক্ত করিয়া, অমল-বীরযশে বিভূষিত হইয়া, সমস্ত সভ্যজগতের বরণীয় হইয়াছিলেন, তখনও কেহ মেরীর নিকট তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিলে তিনি কহিতেন, "মনুষ্যের সাধ্য কিছুই

নহে ; সমস্তই ভগবানের ইচ্ছা, সুতরাং তিনিই ধন্যবাদের পাত্র। আমি জর্জকে শৈশবাবধি সৎপথে থাকিতে শিক্ষা দিয়াছি। সেই শিক্ষার যে সুফল ফলিয়াছে তাহা ভগবানেরই কৃপা।” ইংল্যাণ্ডের সহিত আমেরিকার ছয় বৎসরকাল ঘোর যুদ্ধ চলিয়াছিল। এই দীর্ঘকালে মেরী একদিনের জন্যও পুত্রের মঙ্গলার্থ ঈশ্বরকে ডাকিতে ভুলেন নাই।

ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ শেষ হইলে ওয়াসিংটন মাতৃচরণদর্শনার্থ একাকী পদব্রজে গৃহে প্রতিগমন করেন। দীর্ঘকাল পরে বিজয়-শ্রীলাঞ্ছিত পুত্রবরকে ক্রোড়ে করিয়া জননীর বক্ষঃস্থল আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত হইল। কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। অনন্তর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে তিনি বলিলেন “জর্জ, ঈশ্বর আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন ; আজ তাঁহারই কৃপায় আমি পুনর্ব্বার তোমার মুখ দেখিতে পাইলাম।”

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সেনাপতি লা-ফায়েৎ উপনিবেশ-বাসীদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি একদা মেরীর সঙ্গে দেখা করিয়া মুক্তকণ্ঠে ওয়াসিংটনের গুণগ্রাম বর্ণন-পূর্ব্বক বীর-জননীকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ততটা প্রশংসা মেরীর ভাল লাগিল না। তিনি কিয়ৎক্ষণ শুনিয়া বলিলেন “মহাশয়, জর্জ যাহা করি-য়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোনও কারণ দেখি না। সে কখনও আমার কথার অবাধ্য হয় নাই।”

মেরীর বয়স যখন তিরাশী বৎসর, সেই সময়ে ওয়াসিংটন জনসাধারণকর্ত্তৃক সম্মিলিতরাজ্যসমূহের সভাপতির পদে বরিত হইলেন। নিতান্ত অনিচ্ছা থাকিলেও তিনি দেশহিতার্থ এই পদ গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। যাইবার পূর্ব্বে তিনি জননীকে কহিলেন "মা, আমি এ সম্মানে সুখী হই নাই। তোমার যেরূপ বয়স হইয়াছে, আর আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এক্ষণে গৃহে থাকিতে পারিলেই ভাল হইত। কিন্তু কি করি, কিছুতেই এড়াইতে পারিতেছি না। তুমি সন্তুষ্টচিত্তে অনুমোদন করিলেই আমি কার্য্যস্থানে গমন করিতে পারি।" মেরী কহিলেন, "বাছা, ঈশ্বর তোমাকে যে পথে চালাইতেছেন, সেই পথে অগ্রসর হও; আমি কিছুতেই তোমাকে তাহা হইতে ফিরাইব না। আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না সত্য, হয়ত তুমি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে আর ইহলোকে দেখিতে পাইবে না; কিন্তু যখন সকলে একবাক্যে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, তখন নিজের সুখের জন্য তোমাকে গৃহে আবদ্ধ রাখিলে নিতান্ত স্বার্থপরতার কার্য্য করা হইবে। তুমি যাও, বিশ্বস্তভাবে কর্ত্তব্য পালন কর; ঈশ্বর তোমাকে সিদ্ধকাম করিবেন।" জননীর এই বীরস্বভাবপূর্ণ বিদায়বাক্য শুনিয়া শতক্ষেত্রে রণজয়ী, সপ্তপঞ্চাশদ্বর্ষবয়স্ক ওয়াসিংটনের হৃদয় বিগলিত হইল; জননীর পরিণাম ভাবিয়া, কৌমারের সেই স্নেহ মমতা,

জ্ঞানগর্ভ উপদেশাবলী স্মরণ করিয়া, তিনি বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ওয়াসিংটন গৃহে প্রতিগমন করিয়া জননীকে আর দেখিতে পাইলেন না। ১৭৮৯ খ্রীষ্টীয় অব্দে ত্র্যশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে মেরী অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। ১৮৩০ অব্দে নিয়ু ইয়র্ক নগরের সাইলাস ব্যারোস্ নামক এক ধনকুবের নিজ ব্যয়ে তাঁহার সমাধিস্থানের উপর মর্ম্মর প্রস্তরের এক প্রকাণ্ড স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। সম্মিলিত রাজ্য-সমূহের তদানীন্তন সভাপতি জ্যাক্‌সন স্বয়ং উহার ভিত্তি স্থাপন করেন। উক্ত স্তম্ভের পাদদেশে বড় বড় অক্ষরে কেবল এই কয়েকটী কথা লেখা আছে ঃ—

ওয়াসিংটনের মাতা
মেরী।

এরূপ অল্প কথায় এতদপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী কোন বাক্য কখনও কোন সমাধিমন্দিরের উপর অঙ্কিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। যাঁহারা জানেন জর্জ ওয়াসিংটন কিরূপ অলৌকিক গুণপরম্পরায় অলঙ্কৃত ছিলেন এবং ঐ সকল গুণের জন্য তিনি স্বীয় গর্ভধারিণীর নিকট কতদূর ঋণী ছিলেন, তাঁহারাই বুঝিবেন "ওয়াসিংটনের মাতা" বলিয়া পরিচিত হওয়াতে মেরীর কত গৌরবের কারণ হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমিনী।

জর্জ ও লরেন্সের মধ্যে অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। জর্জের পবিত্র চরিত্র, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সবল দেহ দেখিয়া লরেন্স্ নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে উত্তরকালে এই বালক এক জন অসাধারণ লোক হইবে; সুতরাং তাঁহার মনোবৃত্তি সমূহকে আরও পরিমার্জ্জিত করিবার নিমিত্ত লরেন্স্ যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিলেন। ঐ উদ্দেশ্যে তিনি জর্জকে প্রায় সর্ব্বদাই নিজের নিকট রাখিতেন। জর্জের জননী প্রথম প্রথম ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন; কারণ তাঁহার আশা ছিল যে জর্জ বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর গৃহে থাকিয়া বিষয়কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন এবং পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক সংসারযাত্রানির্ব্বাহের উপায় দেখিবেন। কিন্তু

লরেন্স তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে "জর্জের মত লোক কখনই সামান্য অবস্থায় জীবন কাটাইবেন না; তাঁহার যেরূপ লক্ষণ দেখা যায়, তাহাতে কালে তিনি এক জন বিলক্ষণ বড় লোক হইবেন; সুতরাং এখন হইতেই তাঁহার রীতি নীতি ও শিক্ষাবিধান তদুপযোগী হওয়া আবশ্যক। জর্জকে নিয়ত তাঁহার নিজের তত্ত্বাবধানে না রাখিলে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাঁহার বাটীতে সর্ব্বদা গণ্যমান্য ভদ্র লোকের গতিবিধি থাকায় জর্জ তাঁহাদিগের সংস্রবে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে অভিজ্ঞতা-লাভ করিতে পারিবেন।" লরেন্সের এই সমস্ত যুক্তি-সঙ্গত কথা শুনিয়া মেরীর আর আপত্তি রহিল না; জর্জ অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত অগ্রজের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

জর্জের শিক্ষাবিধান সুন্দররূপেই চলিতে লাগিল। লরেন্স্ নিজে তাঁহাকে গণিত, ইতিহাস প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এবং তরবারিচালন ও ব্যূহরচনা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত দুই জন স্বতন্ত্র শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। লরেন্সের শ্বশুর উইলিয়ম ফেয়ারফাক্সের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি, তাঁহার পুত্রকন্যাগণ এবং তাঁহার আত্মীয় লর্ড ফেয়ারফাক্স, ইঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন ও সচ্চরিত্র ছিলেন। ওয়াসিংটনের চরিত্রে এমনই মাধুর্য্য ছিল যে তাঁহার সহিত একবার আলাপ

করিলে সকলেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইত এবং তাঁহাকে মনে প্রাণে ভালবাসিত। ফেরারফাক্স-গোষ্ঠীর সহিত তাঁহার আলাপ হইল এবং তাঁহারা সাদরে তাঁহাকে আপনাদিগের গৃহে লইয়া যাইতে লাগিলেন। এই মার্জ্জিতরুচি ভদ্রপরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়াতে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই একজন সুন্দর সামাজিক লোক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি সর্ব্বথা গ্রাম্যতাদোষবিবর্জ্জিত হইল।

লর্ড ফেয়ারফাক্সের প্রকৃতি অতি সুন্দর ছিল। তিনি বিদ্যাচর্চ্চা, ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, মৃগয়া প্রভৃতি নির্দ্দোষ বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া জীবনযাপন করিতে ভাল বাসিতেন। সুতরাং যখন দেখিলেন যে ওয়াসিংটনও বিদ্যানুরাগী, বিনয়ী, অশ্বারোহণপটু ও মৃগয়ানিপুণ, তখন তিনি তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। প্রায় সকল কার্য্যেই ওয়াসিংটন তাঁহার নিত্যসহচর হইয়া উঠিলেন।

লর্ড ফেয়ারফাক্সের বহুযোজনব্যাপী জমিদারীর পশ্চিমাংশে তখনও উপনিবেশবাসীরা কৃষিবিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। সে অঞ্চলের অধিকাংশ নিবিড় বনে সমাচ্ছন্ন ছিল; তথায় ভীষণ বন্যজন্তু এবং ভীষণতর আদিম-নিবাসীরা নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ করিত। মধ্যে মধ্যে কোন কোন নিঃস্ব শ্বেতকায় লোকে ঐ সকল বনের মধ্যে গোপনে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিত বটে, কিন্তু তাহারা ভূস্বামীকে

কর দিত না; কর চাহিলেই নানাবিধ ছল অবলম্বন-পূর্ব্বক জমিদারের সহিত বিবাদ করিত। আবার ফরাসীরাও তৎকালে এই অঞ্চলে আপনাদিগের আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সমস্ত কারণে ফেয়ারফাক্স দেখিলেন যে, জমিদারীর ঐ অংশের সীমা নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মানচিত্র বা চিঠা না থাকিলে সীমানির্দ্ধারণের কোন উপায় থাকে না, এই জন্য তিনি প্রথমে উঁহা জরিপ করাইবার সঙ্কল্প করিলেন। ওয়াসিংটন জরিপের কার্য্যে অভিজ্ঞ হইয়াছেন, একথা তাঁহার পূর্ব্বেই জানা ছিল। সুতরাং এক দিন তিনি ওয়াসিংটনকে আমিনের পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। মেরী ও লরেন্স্ কেহই ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ না করায় ওয়াসিংটন পদগ্রহণপূর্ব্বক কতিপয় অনুচরের সহিত ফেয়ারফাক্সের জমিদারী জরিপ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। একে বনাবৃত স্থান, তাহাতে আবার অজস্র বৃষ্টিপাতে পথ আরও দুর্গম হইয়াছিল। শীত দুরন্ত; থাকিবার নিমিত্ত ভাল স্থান দুষ্প্রাপ্য; শয়ন ভোজন সকল বিষয়েই অত্যন্ত কষ্ট। অথচ পরিশ্রম সমধিক ও কার্য্য বিপজ্জনক। বনের হিংস্র প্রাণী ও নৃশংস আদিমনিবাসী প্রতিপদেই প্রাণনাশ করিতে পারে; শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকেরাও যেখানে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া বাস করিতেছে, সেখানে জরিপ-দ্বারা তাহাদিগের

স্বার্থনাশের কোন সম্ভাবনা হইলে আমিনের বিপদ্ ঘটিবার আশঙ্কা। ষোড়শবর্ষবয়স্ক বালকের পক্ষে এরূপ বিপত্তিসঙ্কুল পদ গ্রহণ করা অসমসাহসিকতার কার্য্য।

এই সময়ে ওয়াসিংটন স্বহস্তে যে রোজ-নামচা লিখিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে জানা যায় যে, তিনি কোন কোন দিন অনাহারী থাকিতেন, কোন কোন দিন বৃক্ষতলে তৃণশয্যায় রাত্রি যাপন করিতেন; কোন কোন দিন বৃক্ষ-তলও জুটিত না, তাঁহাকে অসভ্য আদিমনিবাসীদিগের সহিত একই শয্যায় শয়ন করিতে হইত। এক দিন তাঁহার শয্যার তৃণে আগুন লাগিয়াছিল, দৈবগুণে অকস্মাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ না হইলে তাঁহাকে নিশ্চিত জীবিত অবস্থায় অগ্নিদাহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। কিন্তু এত কষ্ট সহ্য করিয়াও ওয়াসিংটন প্রাণপণে প্রভুর কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। সমস্ত ভূমির সীমা, ক্ষেত্রফল, উর্ব্বরতার পরিমাণ ও উৎপন্নদ্রব্য, নদীগুলির দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও গভীরতা, পর্ব্বতসমূহের উচ্চতা প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া তিনি ফেয়ারফাক্সের বিস্তীর্ণ জমিদারীর এরূপ সুন্দর চিঠা প্রস্তুত করিয়া দিলেন যে, লোকে তাহা দেখিয়াই ভূমির দোষগুণ অবধারণ করিতে সমর্থ হইল এবং উপযুক্ত মূল্য দিয়া স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে ভূমি ক্রয় করিতে লাগিল।

ওয়াসিংটনের জরিপের প্রশংসা ক্রমে ভার্জিনিয়া প্রদেশের শাসনকর্ত্তাদিগের কর্ণ-গোচর হইল, এবং তিনি

তদ্দেশীয় ব্যবস্থাপকসভাকর্ত্তৃক রাজকীয় আমীনের পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি এত সাবধান হইয়া কাজ করিতেন, এত সূক্ষ্মভাবে ক্ষেত্রফলাদির গণনা করিতেন, এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার যাথার্থ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, যে কেহ কখনও তাঁহার চিঠায় কোন ভ্রম দেখিতে পান নাই। ভূমির সীমা লইয়া তর্ক উপস্থিত হইলে অর্থী প্রত্যর্থী উভয় পক্ষেই ওয়াসিংটনের চিঠাকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিত।

কয়েক বৎসর আমিনের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় ওয়াসিংটনের বহুবিধ উপকার হইয়াছিল। তাঁহার সবল শরীর নিয়ত পরিশ্রমে আরও বলশালী হইল; এবং শীতাতপ, অনশন ও অনিদ্রা সহ্য করিতে তাঁহার অভ্যাস জন্মিল। দেশস্থ ভূম্যধিকারিগণ তাঁহার গুণগ্রামের পরিচয় পাইলেন এবং তদীয় বুদ্ধি, বিবেচনা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য্যপরতা দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। অনেক সময়ে আদিম নিবাসীদিগের সহিত বাস করিয়া তিনি তাহাদিগের চরিত্র জানিতে পারিলেন এবং অনুক্ষণ দৈর্ঘ্যবিস্তারাদি নির্ণয় করিতে গিয়া দূরত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার এরূপ অভিজ্ঞতা জন্মিল যে শেষে রীতিমত না মাপিয়াও, কেবল অনুমানবলে, কোন্ স্থান কত দূরে, কোন্ স্থান কত উচ্চে, তাহা তিনি অবধারণ করিতে সমর্থ হইলেন। সম্মিলিত রাজ্য-সমূহের ভাবী প্রধান সেনাপতির

পক্ষে এ সমস্ত শিক্ষা যে কত দূর উপকারী হইয়াছিল, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে।

বলা বাহুল্য লর্ড ফেয়ারফাক্সই ওয়াসিংটনের এই উন্নতির মূল। ফেয়ারফাক্স স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে তাঁহার এই যত্ন-পরিবর্দ্ধিত যুবক পরিণামে স্বদেশে ইংরাজাধিকারের উচ্ছেদ সাধন করিবেন। প্রবাদ আছে যে ওয়াসিংটনকর্ত্তৃক ইংরাজেরা পরাভূত হইয়াছেন এই কথা শ্রবণ করিয়া ফেয়ারফাক্স এতই মনস্তাপ পাইয়াছিলেন যে, জীবনের অবশিষ্ট কালের মধ্যে তিনি একদিনও সুখী হইতে পারেন নাই।

ওয়াসিংটনের আমিনী পদ-সংক্রান্ত একটী ঘটনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদা তিনি কোন নদীর ধারে জরিপ করিতেছেন, এমন সময়ে কিয়দ্দূরে একজন স্ত্রীলোকের আর্ত্তস্বর শুনিতে পাইলেন। যাইয়া দেখেন হতভাগিনীর একটী অল্পবয়স্ক পুত্র নদীমধ্যে নিমগ্নপ্রায় হইয়া স্রোতোবেগে ভাসিয়া যাইতেছে। তখন বর্ষা কাল; স্রোতস্বতী ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, দুইকূল প্লাবিত করিয়া, তীরবেগে ছুটিতেছে; আর মধ্যে মধ্যে মগ্নশৈলে প্রতিহত হইয়া, ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত জন্মাইয়া দর্শকের মনে ভীতি সঞ্চার করিতেছে। স্ত্রীলোকটী এক এক বার নদীগর্ভে ঝম্প দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, আর দর্শকেরা তাহাকে বলপ্রয়োগে সেই ভীষণ সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিতেছে। ওয়াসিংটন দেখিলেন

আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইলে বালকটী সম্মুখবর্ত্তী আবর্ত্তে পড়িয়া জীবন হারাইবে। তিনি এ দৃশ্য দেখিতে পারিলেন না; তৎক্ষণাৎ নদীগর্ভে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া বহুকষ্টে বালকটীকে আসন্নমৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিলেন। হারানিধি ক্রোড়ে করিয়া জননী প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন "মহাভাগ, আপনি রাজা হউন"। প্রবাদ আছে যে, একটী হরিণশিশুর প্রতি দয়া দেখাইয়া সবুক্তগিন গজনিরাজ্যের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এবংবিধ পরহিতৈষণার জন্য ওয়াসিংটনও যে পরিণামে সম্মিলিত রাজ্যসমূহের সভাপতির আসন প্রাপ্ত হইয়া, ভূমণ্ডলস্থ প্রধান প্রধান রাজ চক্রবর্ত্তীর তুল্যকক্ষ হইয়াছিলেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃ-বিয়োগ।

ভার্জিনিয়ার পশ্চিমে ওহিয়োনদের তীরবর্ত্তী নিবিড়-বনাবৃত প্রদেশের অধিকার লইয়া তৎকালে ইংরাজ ঔপনিবেশিকদিগের সহিত ফরাসীদিগের বিবাদ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। ফরাসীরা বলিতেন যে "আমরা সর্ব্বপ্রথম ঐ ভূভাগের আবিষ্কার করিয়াছি; সুতরাং ন্যায়ানুসারে উহা আমাদেরই প্রাপ্য।" ইংরাজেরা বলিতেন, "সে মিথ্যা কথা; আমরা আদিম নিবাসীদিগের নিকট উহার স্বত্ব ক্রয় করিয়াছি; অতএব উহাতে ফরাসীদিগের কোন অধিকার নাই।" এদিকে আদিম নিবাসীরা বলিত, দেশ আমাদেরই; ইংরাজ, ফরাসী উভয়েই নবাগত। আমরা চিরকাল ঐ দেশে বাস করিতেছি; কখনও কাহাকে ভূমিদান বা বিক্রয় করি নাই; সুতরাং আমরা ভিন্ন অন্য কেহই ভূমির অধিকারী হইতে পারে না।" এ বড় বিষম সমস্যা; এ সমস্যার মীমাংসা সহজ নহে। এরূপ স্থলে

অন্যত্র যাহা হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল, সকলেই বুঝিতে পারিলেন "জোর যার মুলুক তার।" ইংরাজ ও ফরাসী উভয় পক্ষেই যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা উৎকোচাদি দিয়া আদিম নিবাসীদিগকে স্ব স্ব পক্ষভুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষই তাহাদিগের কোন না কোন সম্প্রদায়ের সহিত সখ্যসূত্রে বদ্ধ হইলেন।

যুদ্ধের আশঙ্কায় ভার্জিনিয়ার যুবকবৃন্দ সামরিকশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। তত্রত্য ব্যবস্থাপক সভা সমগ্র প্রদেশকে চারিটী সুবায় বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক সুবার জন্য এক একজন সেনানী (সুবাদার) নিযুক্ত করিলেন। সেনানীগণ স্ব স্ব সুবার যুদ্ধক্ষম যুবকদিগকে সমরশাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। লরেন্স্ ইতিপূর্ব্বে যুদ্ধবিদ্যায় সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সাদরে সুবাদারের পদে বরিত হইলেন।

কিন্তু কিয়দ্দিন কার্য্য করিবার পর তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। পূর্ব্ব হইতে যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা দিয়াছিল; এক্ষণে রোগ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া তাঁহাকে শয্যাগত করিয়া ফেলিল। তিনি একদিন ওয়াসিংটনকে কহিলেন, "ভাই, আমার শরীর ক্রমেই অপটু হইতেছে। সুতরাং আমি সুবাদারী পরিত্যাগ করিব মানস করিয়াছি। ইচ্ছা হয় তোমাকে ঐ পদে নিয়োজিত করিবার নিমিত্ত একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

"আমার বয়স অল্প ; ঊনিশ বৎসর মাত্র। হয়ত সেই জন্য গবর্ণর সাহেব আমাকে অনুপযুক্ত মনে করিবেন।"

"কিন্তু তোমার কার্য্যদক্ষতা সম্বন্ধে কাহারও তিল মাত্র সন্দেহ নাই। সেই জন্যই আমার আশা হয় যে তোমার নিয়োগ-সম্বন্ধে কোন আপত্তি হইবে না। আমি পদত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই গবর্ণরের নিকট তোমার কথা উত্থাপিত করিব।"

"ঐ পদ পাইলে আমাকে কি কি কাজ করিতে হইবে ?"

"যোদ্ধাদিগকে কুজ কাওয়াজ শিখাইতে হইবে। তাহাদের অস্ত্র শস্ত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং যাহাতে তাহারা সুশিক্ষিত সেনার ন্যায় যুদ্ধ করিতে পারে, তাহার উপায় দেখিতে হইবে।

সুবাদারের দায়িত্ব বিস্তর ; যোদ্ধাদিগের কোনও ক্রটি হইলে লোকে সুবাদারেরই দোষ দেয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস তুমি এ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিবে। এ পদের বেতন বার্ষিক ১৫০০ টাকা।"

"আমি এরূপ কার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ; এ জন্য ভয় হয়, পাছে শেষে লাঞ্ছনার ভাগী হই।"

"তোমার নিয়োগ-সম্বন্ধে আমি পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প স্থির করিয়া রাখিয়াছি। আমার বিবেচনায় এ অঞ্চলে তুমি ভিন্ন অন্য কেহই এ পদের উপযুক্ত নহে। দেখা

যাউক এখন চেষ্টা করিয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারি। প্রথমে কাহারও কোন কাজে অভিজ্ঞতা থাকে না, কাজ করিতে করিতেই লোকে অভিজ্ঞ হয়।"

ওয়াসিংটন আমিনী কার্য্যে যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে গবর্ণর প্রভৃতি রাজপুরুষগণ সকলেই প্রীত হইয়াছিলেন। সুতরাং লরেন্স্ প্রস্তাব করিবামাত্র তাঁহারা ওয়াসিংটনকে সুবাদারের পদে নিযুক্ত করিলেন।

অতঃপর লরেন্সের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িল। শীতকাল সমাগতপ্রায়; ভার্জিনিয়ায় শীতের প্রাখর্য্য ভয়ঙ্কর, সুতরাং যক্ষ্মাগ্রস্ত লোকের পক্ষে নিশ্চয় মারাত্মক। সকলে বলিতে লাগিলেন যে শীতকালটা কোনও উষ্ণতর স্থানে অতিবাহিত করিতে পারিলে ভাল হয়। সুতরাং লরেন্স কারিবসাগরীয় বার্বাডোস দ্বীপে যাইতে মানস করিলেন। ওয়াসিংটনও কিয়দ্দিনের জন্য অবকাশ গ্রহণ করিয়া অগ্রজের শুশ্রূষার নিমিত্ত তাঁহার অনুগামী হইলেন। কিন্তু স্থান পরিবর্ত্তনে লরেন্সের উপকার হইল না; তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ব্যাধি অসাধ্য। লাভের মধ্যে ওয়াসিংটন অকস্মাৎ বসন্ত রোগাক্রান্ত হইলেন; কিন্তু ভগবানের কৃপায় চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে আরোগ্যলাভ করিলেন।

এদিকে তৈলশূন্য প্রদীপের ন্যায় লরেন্সের জীবনীশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল। তিনি স্বদেশে
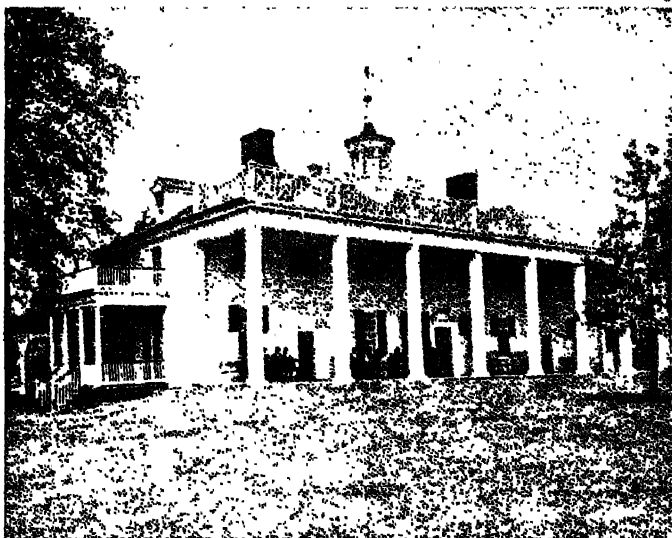
ভার্ণন শৈল।

পরিজনের মধ্যে দেহত্যাগের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন এবং ভ্রাতৃবৎসল ওয়াসিংটনের ক্রোড়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া চিরশান্তি লাভ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে দানপত্র লিখিয়া তিনি নিজের প্রচুর সম্পত্তি-সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, যে ভার্ণন শৈল প্রথমে তাঁহার নবজাতা দুহিতার এবং তদভাবে ওয়াসিংটনের প্রাপ্য হইবে। লরেন্সের ইচ্ছানুসারে ওয়াসিংটন সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন। কিছুকাল পরে লরেন্সের কন্যা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে, ওয়াসিংটনই ভার্ণন শৈলের অধিকারী হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দৌত্য।
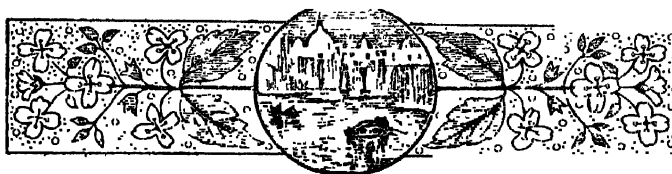
ইতিপূর্ব্বে ফরাসীরা ওহিয়োনদের তটে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা তথা হইতে আরও দক্ষিণে রাজ্যবিস্তারের উপায় দেখিতে লাগিলেন। কোন ইংরাজ বণিক্ আদিম নিবাসীদিগের সহিত বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত ভার্জিনিয়ার সীমা অতিক্রম করিয়া গেলেই ফরাসীরা হয় তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিতেন, নয় আদিম অধিবাসীদিগের দ্বারা উৎপীড়িত বা নিহত করাইতেন। ভার্জিনিয়ার ইংরাজ ঔপনিবেশিকগণ এই অত্যাচার নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে শত্রুতা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একবার ফরাসীদিগের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করা ও তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন প্রতীকার

করেন কি না তাহা দেখা কর্ত্তব্য, এই বিবেচনায় গবর্ণর ডিন্‌উইডি সাহেব ওহিয়ো-তটবর্ত্তী দুর্গস্থ ফরাসীদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তৎকালে জিষ্টনামক জনৈক ইংরাজ ভার্জিনিয়ার পশ্চিম প্রান্তস্থিত বন্য প্রদেশে অনেকবার ভ্রমণ করিয়া পথ ঘাট ও আদিম নিবাসীদিগের চরিত্র-সম্বন্ধে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। গবর্ণর সাহেব দূত পাঠাইবার কথা উত্থাপন করিলে জিষ্ট কহিলেন, 'মহাশয়, এ বড় কঠিন কাজ; ফরাসীদিগের দুর্গ এস্থান হইতে প্রায় দুই শত ক্রোশ দূরে; পথে কোথাও ভয়ঙ্কর বন, কোথাও বন্ধুর পার্ব্বত্য ভূমি, কোথাও জলাবৃত নিম্নভূমি। আদিম-নিবাসীরাও অনেকে ফরাসীদিগের অনুগত, সুতরাং ইংরাজ-দিগের শত্রু। আমার বিবেচনায় কেহ এ দৌত্য স্বীকার করিলে তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে পারে।" গবর্ণর সাহেব অনেক দিন চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কেহই এ গুরুভার গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন না।

অনন্তর এক দিন তিনি হতাশ হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সুবাদার ওয়াসিংটন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, "মহাশয়, আমি আপনার আদেশানুসারে ফরাসীদিগের দুর্গে যাইতে প্রস্তুত আছি। আপনি যদি আমাকে এ কাজের উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক নিয়োগ পত্র প্রদান করুন।" গবর্ণর সাহেব

এই অভাবনীয় প্রস্তাবে নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ওয়াসিংটনকে দূত নিযুক্ত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কবে রওনা হইবেন? শীঘ্রই শীতকাল উপস্থিত হইবে; সুতরাং বিলম্ব যত অল্প হয়, ততই ভাল।" ওয়াসিংটন দীর্ঘসূত্রতা কাহাকে বলে, কখনও জানিতেন না। তিনি কহিলেন, "আপনি যখন কহিবেন, আমি তখনই যাইতে পারি। কেবল একবার মাতৃদেবীর নিকট বিদায় লইবার নিমিত্ত দুই তিন দিন বিলম্বের সম্ভাবনা।"

গবর্ণর সাহেব ওয়াসিংটনের হস্তে একখানা পত্র দিয়া কহিলেন, "আপনি ফরাসী গবর্ণরকে এই পত্র দিয়া উত্তরের জন্য এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিবেন। যদি এই এক সপ্তাহের মধ্যে কোন উত্তর না পান, তাহা হইলে আর কালক্ষেপ না করিয়া ভার্জিনিয়ায় ফিরিয়া আসিবেন।" জিষ্ট প্রভৃতি আট জন সাহসী ও সুচতুর লোক ওয়াসিং-টনের সহচর নিযুক্ত হইলেন।

মনে সুখী না হইলেও ওয়াসিংটনের জননী এ কার্য্যে বাধা দিলেন না। তিনি কহিলেন, "জর্জ, তোমার ন্যায় অল্পবয়স্ক যুবকের পক্ষে এ অতি কঠিন কার্য্য। আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় কার্য্য সুসিদ্ধ করিয়া সকলের প্রশংসা-ভাজন হইবে।" এইরূপে জননীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ওয়াসিংটন ১৭৫৩ অব্দের ৩১শে অক্টোবর এই ভয়ঙ্কর

কর্ত্তব্য-পালনার্থ অনুচরবর্গসহ ভার্জিনিয়া হইতে যাত্রা করিলেন। দশ দিন চলিবার পর তাঁহারা আদিম নিবাসী-দিগের একটী রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য অধিবাসীরা ফরাসীদিগের রাজ্যবিস্তার-চেষ্টায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল; এক্ষণ ওয়াসিংটনের কৌশলে ইংরাজপক্ষ অবলম্বন করিতে অঙ্গীকার করিল। ওয়াসিংটন ও তাঁহার অনুচরগণ এ প্রদেশের রাস্তাঘাট ভাল জানিতেন না; তাঁহারা আদিম নিবাসীদিগের মধ্য হইতে কয়েকজন পথ-প্রদর্শক লইলেন এবং অবিরামবৃষ্টিপাতজনিত অশেষ কষ্টভোগ করিয়া ১২ই ডিশেম্বর ফরাসীদিগের দুর্গে উপনীত হইলেন। তত্রত্য গবর্ণর সাহেব চিঠির কি উত্তর দিবেন স্থির করিবার নিমিত্ত সচিবদিগের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন; ইত্যবসরে ওয়াসিংটন তাঁহার দুর্গের অবস্থান, নির্ম্মাণ-কৌশল, সেনাবল প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় পর্য্যবেক্ষণ হইয়া স্বীয় দৈনন্দিন বৃত্তান্তে লিখিয়া লইলেন।

ফরাসী গবর্ণর দুই দিন পরেই পত্রের উত্তর দিলেন। তখন তুষার পড়িয়া পথ আরও দুর্গম হইয়াছিল, প্রবলবেগে ঝটিকা বহিতেছিল, সুতরাং ওয়াসিংটন দেখিতে পাইলেন যে গৃহে ফিরিবার কালে তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। এদিকে ফরাসীরা আদিম নিবাসী-দিগকে তাঁহার পক্ষচ্যুত করিবার নিমিত্ত নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিলেন, কিন্তু ওয়াসিংটন অতি তীব্রভাবে

তাঁহাদিগের এই অন্যায়াচরণের প্রতিবাদ করায় শেষে লজ্জায় নিরস্ত হইলেন।

পথের দুর্গমতা-নিবন্ধন তাঁহারা কিয়দ্দূর নৌকায় যাইতে মানস করিলেন। কিন্তু নৌকাতেও কষ্টের কিছুমাত্র লাঘব হইল না। কখনও কখনও মগ্নশৈলে আহত হইয়া নৌকা নিমগ্নপ্রায় হইত; সকলে অবতরণ করিয়া সেই দুঃসহ শীতে এক ঘণ্টা বা ততোঽধিক কাল জলমধ্যে থাকিয়া নৌকা বাঁচাইতেন। এক স্থানে নদীর উপরিভাগ জমিয়া এরূপ দুর্গম হইয়াছিল যে তাঁহারা প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পথ ভূমির উপর দিয়া নৌকা টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে একশত ক্রোশ যাইতে না যাইতেই ডিশেম্বর মাস প্রায় অতিবাহিত হইয়া গেল। আর দুই চারি দিন পরেই ভার্জিনিয়ার ব্যবস্থাপক সভা বড়-দিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিবেন। তাহার পূর্ব্বে ফরাসী গবর্ণরের উত্তর সভ্যদিগের হস্তগত না হইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত কেহই উহার মর্ম্ম জানিতে পারিবেন না। সুতরাং ওয়াসিংটন স্থির করিলেন যে জিষ্টকে সঙ্গে লইয়া তিনি সোজাসুজি বনের ভিতর দিয়া ভার্জিনিয়ায় প্রতিগমন করিবেন, অপর সহচরগণ অশ্বাদিসহ যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথেই, যত দিনে পারেন, ফিরিবেন। ইহা জানিতে পারিয়া জিষ্ট বলিলেন, এরূপ অবিবেচনার কার্য্য করিলে আমরা দুইজনে বনমধ্যেই প্রাণ হারাইব। কিন্তু ওয়াসিংটন

ভয় না পাইয়া কহিলেন, আমি ইহা বলিতেছি না যে আমরা বিনা কষ্টে পৌঁছিতে পারিব। কিন্তু আমরা দুইজনে কেহই কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করি না; অতএব আমাদের পক্ষে ইহা নিতান্ত অসাধ্য নহে। জিষ্ট দেখিলেন যে ওয়াসিংটন প্রধান কর্ম্মচারী; কাজেই তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ করা রীতিবিরুদ্ধ। সুতরাং তিনি আর আপত্তি করিলেন না।

অনন্তর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে লইয়া জিষ্ট ও ওয়াসিংটন বনের মধ্য দিয়া ধাবিত হইলেন। উভয়ের হস্তে বন্দুক ও পৃষ্ঠে বস্ত্রাদির তল্পী। প্রথম দিন ৯ ক্রোশ চলিয়া তাঁহারা এক আদিম নিবাসীর কুটীরে আশ্রয় লইলেন। ওয়াসিংটন এতকাল প্রায় অশ্বারোহণেই চলিতেন; অদ্য পদব্রজে গমন করায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তথাপি অধিকক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া তাঁহারা রাত্রি দুইটার সময় আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। সূর্য্যোদয় হইলে পথে একজন আদিম নিবাসীর সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। জিষ্ট তাহাকে পূর্ব্বে একবার ফরাসীদিগের শিবিরে দেখিতে পাইয়াছিলেন; সুতরাং এক্ষণে তাহার কোন দুরভিসন্ধি আছে এই সন্দেহে প্রথমে অধিক বাক্যালাপ করিলেন না। কিন্তু আদিম নিবাসী নানাবিধ কথা পাড়িয়া তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য স্থান জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জিষ্ট সাবধান হইয়া

উত্তর দিতে লাগিলেন; কিন্তু ওয়াসিংটন লোকটাকে সোজা পথ দেখাইয়া দিতে বলিলেন; সেও অম্লানবদনে তাঁহাদিগের পথপ্রদর্শন ও তল্পীবহনের ভার গ্রহণ করিল। ওয়াসিংটন ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং এরূপ একজন সঙ্গী পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে জিষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে ধূর্ত্ত তাঁহাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছে। পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করায় সে হঠাৎ জিষ্টকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে জিষ্টের শরীরে কোন আঘাত লাগিল না। আদিম্ নিবাসী আবার বন্দুকে গুলি পূরিতেছিল, এমন সময়ে জিষ্ট ও ওয়াসিংটন তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। জিষ্ট তাহাকে মারিবার নিমিত্ত বন্দুক তুলিয়াছেন দেখিয়া ওয়াসিংটন বাধা দিয়া কহিলেন "না ভাই; ইহাকে মারিয়া ফেলিলে ইহার জ্ঞাতিবন্ধুগণ প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত আমাদিগকে আক্রমণ করিবে এবং তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় মারা যাইব।" জিষ্টও বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে ওয়াসিংটনের কথাই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং তাঁহারা সমস্ত দিন সেই আদিম নিবাসীকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া রাত্রি ৯টার সময় তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, এবং সে দিন আর বিশ্রাম করা অসঙ্গত মনে করিয়া আবার চলিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি এবং পরদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়া তাঁহারা এক সুপ্রশস্ত নদীর তীরে উপনীত

হইলেন। নদীর উপরিভাগ তখনও জমিয়া যায় নাই; সুতরাং তাঁহারা উহা পার হইবার কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। জিষ্ট কহিলেন "কেমন, এখন দেখিতেছি অসভ্যটার হাতে প্রাণ গেলেই ভাল হইত"

ওয়াসিংটন। ব্যাপার কঠিন বটে; কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই। এস, এক খানা ভেলা প্রস্তুত করিয়া নদী পার হই।

জিষ্ট। ভেলায় পার হইবে! দেখিতেছ না, কত বড় বড় বরফের খণ্ড দ্রুতবেগে ভাসিয়া যাইতেছে! উহার আঘাতে ভেলা কেন, নৌকাও চূর্ণ হইয়া যাইবে। আর এখানে ভেলা প্রস্তুত করিবার পন্থাই বা কি?

ওয়াসিংটন। আমার নিকট কুঠার আছে। এস, চেষ্টা করিয়া দেখি। যদি না পারি, তথাপি লোকে বলিবে যে আমরা নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে মরি নাই।

জিষ্ট। তবে তাহাই করা যাউক। তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব। যদি কোন লোক এই নদী পার হইতে পারে, তবে সে তুমি ভিন্ন আর কেহই নহে।

বাস্তবিক ওয়াসিংটনের অকুতোভয়তা ও উদ্যমশীলতা দেখিয়া জিষ্ট অতীব বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি জীবনে আর কখনও এমন উদ্যোগী পুরুষ দেখেন নাই।

পরদিন ভেলা প্রস্তুত করিতে অতিবাহিত হইল। অনন্তর তাহাতে দ্রব্যাদি তুলিয়া তাঁহারা সন্ধ্যার প্রাক্কালে

নদী পার হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ভেলা নদীর মধ্যভাগে উপস্থিত হইলে একটা প্রকাণ্ড বরফের খণ্ড আসিয়া উহার সহিত সংঘৃষ্ট হইল। ওয়াসিংটন ভেলা রক্ষা করিতে গিয়া নদীগর্ভে পতিত হইলেন, কিন্তু শরীরে অসাধারণ বল ছিল বলিয়া সন্তরণ দ্বারা পুনর্ব্বার ভেলায় উঠিতে পারিলেন। তিনি বস্ত্রের জল নিষ্পীড়িত করিয়া ফেলিবার সময়ে জিষ্টকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত কহিলেন "ভয় নাই ; কয়েকদিন স্নান হয় নাই ; আজ শীতল জলে স্নান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম।"

জিষ্ট। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে তুমি ডুবিয়া যাও নাই। এরূপ অবস্থায় পড়িলে সচরাচর লোকের যেমন আতঙ্ক জন্মে, তোমার তেমন হইলে আজ রক্ষা ছিল না।

ওয়াসিংটন। বাটীতে মাতৃদেবী আমার মঙ্গলের নিমিত্ত যত দিন ভগবান্‌কে ডাকিবেন, তত দিন কোন ভয়ের কারণ নাই।

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। জিষ্ট দেখিলেন তাঁহারা কিছুতেই সে দিন নদীর অপর পারে উপনীত হইতে পারিবেন না। অন্ধকার গাঢ় হইলে নদীগর্ভে আরও আশ-ঙ্কার কারণ হইবে। সুতরাং নদীমধ্যস্থ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের দিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি সেই স্থানেই রাত্রি যাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ওয়াসিংটন সম্মতি প্রকাশ করিলে তাঁহারা বহুকষ্টে প্রদোষকালে সেখানে উপস্থিত হইলেন।

একে শীত-প্রধান দেশের পৌষের-শীত; তাহাতে অনাবৃত স্থানে জলসিক্ত বস্ত্রে রাত্রিযাপন। এ রাত্রিতে ওয়াসিংটন ও তদীয় সহচরের যে কি কষ্ট গিয়াছিল, তাহা অনুমান করাও সহজ নহে। তাঁহারা ভেলা হইতে অবতরণ করিবার পর শীতের প্রাখর্য্য আরও বৃদ্ধি হইল। জিষ্ট কহিলেন, ইহা অপেক্ষা জলে থাকিলেও যেন ভাল হইত। আমার হাত পায়ের রক্ত জমিয়া গিয়াছে; বোধ হয় আর দুই এক ঘণ্টা পরে সমস্ত শরীরেরই ঐ দশা ঘটিবে।

ওয়াসিংটন। মরিতে হয় মরিব; কিন্তু তাহা বলিয়া বাঁচিতে চেষ্টা করিব না কেন? এখানে দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি করিবার যথেষ্ট স্থান আছে; তাহা করিলে শরীর গরম হইবে এবং রক্ত জমিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এ অবস্থায় নিদ্রা গেলেই মরণ।

জিষ্ট। এখন নিদ্রা গেলে সে নিদ্রা অচিরে মহানিদ্রায় পরিণত হইবে। কিন্তু শীত ক্রমেই বাড়িতেছে; যতই পরিশ্রম কর না কেন, এ যাত্রা আর পরিত্রাণের উপায় নাই।

ওয়াসিংটন। অত হতাশ হইতেছ কেন? শীতের আধিক্য আমার বিবেচনায় সুলক্ষণ; কারণ নদীর উপরিভাগ শীঘ্রই জমিয়া কঠিন হইবে, সুতরাং কল্য আমরা হাঁটিয়া নদী পার হইতে পারিব। আর যতক্ষণ এখানে থাকিব, ততক্ষণ অসভ্যেরাও আমাদিগকে গুলি করিয়া মারিবে না, কারণ এখানে হঠাৎ কেহ আসিতে পারিবে না!

জিষ্ট। নদী জমিবে, আর আমাদের রক্ত জমিবে না! যাহা হউক, আমি তোমাকে নিরাশ হইতে বলি না।

কিন্তু ওয়াসিংটনের কথাই সত্য হইল। তাঁহারা সমস্ত রাত্রি অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা শরীরের তাপ রক্ষা করিলেন এবং প্রভাত হইলে দেখিতে পাইলেন যে নদীর উপরিভাগ কঠিন হইয়াছে। এইরূপে আসন্ন মৃত্যুর গ্রাস হইতে অব্যাহতি পাইয়া যথাসাধ্য দ্রুতবেগে চলিয়া তাঁহারা ১৬ই জানুয়ারি ভার্জিনিয়ার প্রধান নগর উইলিয়মস্‌বর্গে প্রতিগমন করিলেন। গবর্ণর সাহেব ফরাসী শাসনকর্ত্তার উত্তর এবং ওয়াসিংটনের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত পাইয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন। ব্যবস্থাপক সভার শীতাবকাশের আর অধিক বিলম্ব ছিল না। সভ্যগণ দৌত্যের বিবরণ সবিস্তার জানিতে পারিবেন এই অভিপ্রায়ে গবর্ণর সাহেব দৈনন্দিন বৃত্তান্ত খানি শীঘ্র শীঘ্র ছাপাইয়া এক এক খণ্ড তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। এ কার্য্য এত সত্বর সম্পন্ন হইল যে ওয়াসিংটন পাণ্ডুলিপির সংশোধন পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না। তথাপি ইহা এত সুন্দর হইয়াছিল যে সকলেই ইহা সবিশেষ আগ্রহ ও আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। উপনিবেশ ও ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের সম্পাদকেরাও স্ব স্ব পত্রে ইহার অনেক অংশ মুদ্রিত করিয়া ওয়াসিংটনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রণশিক্ষা ও যশোলাভ।

ফরাসী গবর্ণরের উত্তর ও ওয়াসিটানের রোজ-নামচা পাঠ করিয়া সকলেরই প্রতীতি জন্মিল যে ওহিয়ো-নদ-পার্শ্বে ফরাসীদিগের রাজ্য-বিস্তার-চেষ্টা বিনা যুদ্ধে নিরস্ত হইবার নহে। ইংল্যাণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় জর্জ ফরাসীদিগকে বাধা দিবার নিমিত্ত আদেশ দিলেন; উপনিবেশ-সমূহে সেনাসংগ্রহ ও রণ-কৌশল শিক্ষার ধূম পড়িয়া গেল; ভার্জিনিয়া প্রদেশে সেনাগঠনের ভার ওয়াসিংটনের হস্তে ন্যস্ত হইল। কিন্তু সাধারণ যোদ্ধাদিগের জন্য যে বেতনের হার নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা নিতান্ত অল্প বলিয়া প্রথম প্রথম বলিষ্ঠ ও পরি-শ্রমী কৃষিজীবি-সম্প্রদায় সৈনিকপদ স্বীকার করিতে চাহিল না। যাহারা নিঃস্ব, যাহাদিগের গৃহ ছিল না, আহার জুটিত

না, এমন লোকেই সৈনিক শ্রেণী-ভুক্ত হইবার নিমিত্ত আবেদন করিতে লাগিল। এরূপ উপাদানে গঠিত হইলে সে সেনা কোন কাজেরই হইবে না ভাবিয়া ওয়াসিংটন নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইলেন এবং গবর্ণর সাহেবের নিকট প্রকৃত অবস্থা বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক প্রতিবিধানের প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার আশঙ্কা অমূলক নহে বিবেচনা করিয়া গবর্ণর সাহেব প্রচার করিলেন যে যাহারা ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ-কালে ইংল্যাণ্ডেশ্বরের সহায়তা করিবে, ওহিয়ো-নদ-পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ হইতে তাহারা ছয় লক্ষ বিঘা উৎকৃষ্ট ভূমি পারিতোষিক পাইবে। এই ঘোষণা-পত্র দ্বারা ওয়াসিংটনের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, কারণ পুরস্কার পাইবার আশায় বহুসংখ্যক কর্ম্মঠ লোক সৈনিক পদের প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইল।

ওয়াসিংটন জন-সাধারণের প্রিয়পাত্র, সুতরাং গবর্ণর সাহেব সকলের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত তাঁহাকেই প্রধান সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু এরূপ ঘটিলে কর্ণেল ফ্রাই নামক এক জন প্রবীণ ও বিচক্ষণ সৈনিক পুরুষকে অন্যায়রূপে উপেক্ষা করা হয় বিবেচনা করিয়া ওয়াসিংটন নিজেই ঐ পদ গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানাইলেন। তিনি বলিলেন আমার বয়স অল্প, যুদ্ধ বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই; অতএব ফ্রাই সাহেবের অধস্তন পদে নিযুক্ত হইলেই আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

ওয়াসিংটনের ন্যায় নিরহঙ্কার, সুবিবেচক লোকের পক্ষেই স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে এরূপ স্বার্থত্যাগ সম্ভবপর।

স্বার্থশূন্যতার ন্যায় অটল সহিষ্ণুতাও ওয়াসিংটনের চরিত্রের একটী প্রধান অলঙ্কার ছিল। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন একদিন ঘটনাক্রমে পেইন নামক এক ব্যক্তির সহিত ওয়াসিংটনের সামান্য কারণে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। পেইন কথায় না পারিয়া হঠাৎ এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠেন যে এক আঘাতেই ওয়াসিংটনকে ভূমিশায়ী করেন। তদ্দর্শনে ওয়াসিংটনের আত্মীয়গণ পেইনকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনারা নিরস্ত হউন, ইঁহার কোন দোষ নাই; আমার অন্যায় কথাতেই ইনি এত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।" ওয়াসিংটনের এবংবিধ ব্যবহারে দর্শকবৃন্দ অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। অনন্তর তিনি গৃহে গিয়া পেইনের সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত পত্র লিখিলেন। তৎকালে দুই ব্যক্তি বিবাদ করিলে সময়ে সময়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। পত্র পাইয়া পেইন ভাবিলেন ওয়াসিংটন বুঝি তাঁহাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধার্থই আহ্বান করিতেছেন; এই আশঙ্কায় তিনি সশস্ত্র হইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন। কিন্তু ওয়াসিংটন তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, "মহাশয়, কল্যকার ঘটনায় আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করুন।" ধন্য ওয়াসিংটন!

ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা! প্রতীকারের শক্তি থাকিতেও যিনি ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত ক্ষমাশীল। আর পেইন সাহেব—তিনি লজ্জায় মরিয়া গেলেন; ওয়াসিংটন শতবার প্রহার করিলেও বোধ হয় তাঁহাকে এত মর্ম্মযাতনা ভোগ করিতে হইত না।

এদিকে ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে আয়োজন হইতেছিল, তাহা সম্পন্ন হইল। কর্ণেল ফ্রাই ও ওয়াসিংটন অনুচরবর্গসহ সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইবার অল্প দিন পরেই কর্ণেল ফ্রাই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন; সুতরাং সৈনাপত্যের ভার ওয়াসিংটনের স্কন্ধে পড়িল। ফরাসীরাও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না; তাঁহারা সীমান্ত প্রদেশে আপনাদিগের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত একদল সেনা প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ওয়াসিংটন অনায়াসে ইহাদিগকে পরাভূত করিলেন এবং বন্দীদিগকে গবর্ণর সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই ওয়াসিংটনের প্রথম যুদ্ধ। যিনি শত যুদ্ধে জয়ী হইবেন, বিজয় লক্ষ্মী প্রথম হইতেই তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ দেখাইলেন।

ফরাসীরা শীঘ্রই এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবেন ভাবিয়া ওয়াসিংটন একটী দুর্গ সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। এতদিন তিনি রাজকোষ হইতে বেতন পাইতেছিলেন। এক্ষণে বিবেচনা করিলেন যে

স্বদেশের কল্যাণ-সাধনার্থ কোন কাজ করিতে হইলে তাঁহার ন্যায় সঙ্গতিপন্ন লোকের পক্ষে পারিশ্রমিক গ্রহণ না করাই কর্ত্তব্য। ইহা স্থির করিয়া আর বেতন লইবেন না বলিয়া তিনি গবর্ণর সাহেবকে পত্র লিখিলেন।

কিয়দ্দিন পরে ফরাসীরা একদল পরাক্রান্ত সেনা লইয়া ওয়াসিংটনের দুর্গ আক্রমণ করিলেন। ফরাসীদিগের তুলনায় ওয়াসিংটনের সৈন্যসংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল; সুতরাং অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও শেষে তাঁহাকে শত্রুহস্তে দুর্গ অর্পণ করিতে হইল। কিন্তু পরাজিত হইয়াও তিনি মর্য্যাদা হারাইলেন না। তিনি সুশৃঙ্খল-ভাবে সমস্ত অনুচর ও যুদ্ধোপকরণ-সহ ভার্জিনিয়ায় প্রতিগমন করিলেন। সেখানে সকলেই একবাক্যে তাঁহার স্বদেশ-হিতৈষণা ও রণ-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল।

অতঃপর গবর্ণর সাহেব ফরাসীদিগের অধিকারস্থ দুর্গ আক্রমণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধ ওয়াসিং-টনের পরামর্শ চাহিলেন। উপনিবেশসমূহের তদানীন্তন সেনাবল ও সৈনিকপুরুষদিগের যুদ্ধানভিজ্ঞতা বিবেচনা করিয়া ওয়াসিংটন এ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন না। কিন্তু গবর্ণর সাহেব তাঁহার সহিত একমত না হইয়া, ইংল্যাণ্ড হইতে সুশিক্ষিত সেনা আনাইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং তৎসঙ্গে ইংল্যাণ্ডেশ্বরের নিকট হইতে এরূপ আদেশও বাহির করিলেন যে, ইংল্যাণ্ড হইতে আগত সৈনিক পুরুষদিগের

পদমর্য্যাদা আমেরিকাবাসী সৈনিকপুরুষদিগের পদমর্য্যাদা অপেক্ষা উচ্চতর হইবে। ওয়াসিংটন এই ব্যবস্থায় নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া পদত্যাগপূর্ব্বক ভার্ণনশৈলে চলিয়া গেলেন।

এই সময়ে ইংরাজ ও ফরাসীতে য়ুরোপেও ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছিল। গবর্ণর সাহেবের অনুরোধে উপনিবেশসমূহের রক্ষার নিমিত্ত ইংল্যাণ্ড হইতে ব্রাডক নামক একজন বিখ্যাত সেনানী দুই দল পরাক্রান্ত পদাতিক সহ আমেরিকায় প্রেরিত হইলেন। ওয়াসিংটনের গুণগ্রাম ব্রাডকের অগোচর ছিল না। তিনি তাঁহার পদত্যাগের কারণ জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ওয়াসিংটন উচিত কার্য্যই করিয়াছেন; এরূপ আদেশ প্রচার করা আমাদিগের পক্ষে অসঙ্গত।"

গবর্ণর। যাহা হউক, এক্ষণ কি কর্ত্তব্য তাহাই স্থির করুন। আপনার সেনা সুশিক্ষিত; ইহারা নিশ্চিত ওয়াসিংটনের অশিক্ষিত সেনা অপেক্ষা অধিক ফল দেখাইতে পারিবে।

ব্রাডক। আমার প্রথম কর্ত্তব্য, ওয়াসিংটনকে পুনর্ব্বার সৈনিকবিভাগে আনিবার চেষ্টা। তিনি অশিক্ষিত সেনা লইয়া এত সুকৌশলে যুদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া আরও প্রশংসার পাত্র। তাঁহার মত লোক সর্ব্বতোভাবে ইংলণ্ডীয় সেনানীদিগের সহিত সমান মর্য্যাদা পাইবার অধিকারী।

গবর্ণর। তিনি পুনর্ব্বার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমি সুখী হইব; জনসাধারণেও সুখী হইবে। সকলেই

তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে। তিনি যে সাহসী, রাজভক্ত ও বিচক্ষণ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ব্রাডক তখনই ওয়াসিংটনকে পুনর্ব্বার সৈনিকবিভাগে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া স্বহস্তে এক পত্র লিখিলেন। ওয়াসিংটন এ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি একটী সম্মানার্হ পদ পাইয়া এবং জননীর আশীর্ব্বাদরূপ-কবচে সুরক্ষিত হইয়া ব্রাডকের সহিত যোগ দিলেন।

ব্রাডক সাহসী, উদারচেতা ও বহুদর্শী সেনাপতি; কিন্তু আমেরিকার ন্যায় দুর্গম বনাবৃত দেশে কি প্রণালীতে যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন না। এই সময়ে অনেক আদিম অধিবাসী ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। ইহারা পথিমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া অতর্কিতভাবে অব্যর্থসন্ধানে শত্রুসংহারে যে কত পটু, তাহাও ব্রাডকের জানা ছিল না। য়ূরোপীয় সভ্য জাতিদিগের মধ্যে যুদ্ধ ঘটিলে কোন অসদুপায়ে শত্রুদমনের চেষ্টা হয় না, বিজেতারা শুদ্ধ নরশোণিতপিপাসায় পরাজিত শত্রুর প্রাণসংহার করে না, এত কাল তিনি ইহাই দেখিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে উপস্থিত ক্ষেত্রে ফরাসীদিগেরই সহিত তাঁহার যুদ্ধ; সুশিক্ষিত ও পরাক্রান্ত সেনা লইয়া তিনি অনায়াসে এ যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিবেন। এই বিশ্বাসে তিনি অনুচরবর্গসহ

মহাড়ম্বরে ফরাসীদিগের দুর্গ অধিকার করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন।

পথে জনপ্রাণীও তাঁহার গতিরোধের চেষ্টা করিল না। অল্পদিনের মধ্যে ইংরাজসেনা নির্ব্বিঘ্নে মনাঙ্গাহেলা নদী পার হইয়া ফরাসী দুর্গের চারি ক্রোশমাত্র দূরে উপস্থিত হইল। তখনও শত্রুপক্ষের কোন চিহ্ন না দেখিয়া ওয়াসিংটনের মনে সন্দেহ জন্মিল। তিনি আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, 'শত্রুরা আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্যই আপাততঃ দূরে দূরে অবস্থান করিতেছে, শেষে সুযোগ পাইলে এরূপ অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিবে যে আমাদিগের পক্ষে আত্মরক্ষা কঠিন হইবে।' এই ধারণায়, পুরোভাগে কোথাও আদিম অধিবাসীরা পথপার্শ্বে লুক্কায়িত আছে কি না, নির্ণয় করিবার নিমিত্ত তিনি ব্রাডকের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ব্রাডক সহাস্যে বলিলেন "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোন ভয় নাই। আমার সুশিক্ষিত সেনার নিকট বর্ব্বরেরা কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? তাহারা অগ্নিতে তূলরাশির ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে বিনষ্ট হইবে।" ওয়াসিংটন ইহার প্রতিবাদ করিলেন না, কিন্তু তাঁহার আশঙ্কাও অপনীত হইল না। অনন্তর তাঁহারা আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছেন এমন সময়ে এক দল আদিম অধিবাসী ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে ইংরাজসেনার উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া

এবং আদিম অধিবাসীদিগের বিকট চীৎকার শুনিয়া ইংরাজ সেনা ভয়বিহ্বল ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল; ব্রাডক আহত হইলেন; ওয়াসিংটন সেনানীত্ব গ্রহণ করিয়া আততায়ীদিগকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশাল দেহ শত্রুপক্ষের প্রধান লক্ষ্য হইল। দুইটী অশ্ব উপর্য্যুপরি বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বহন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল; চারি পাঁচটা গুলি লাগিয়া তাঁহার পরিচ্ছদের নানা স্থান ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল; একটা গুলির আঘাতে তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রলম্বিত ঘটিকা-যন্ত্রের চাবি উড়িয়া গেল; কিন্তু তিনি সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অক্ষতদেহে সেনা পরিচালন করিতে লাগিলেন। বোধ হইতে লাগিল যেন কোন অদৃশ্য কবচ তাঁহার দেহ-রক্ষার নিমিত্ত শত্রুপক্ষের গোলাগুলি দূরে সরাইয়া দিতেছে।

সেনাপতি ব্রাডক।

ওয়াসিংটন না থাকিলে সম্ভবতঃ সেদিন ইংরাজসেনার সকলেই নিহত হইত। তিনি তাহাদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে রণক্ষেত্র হইতে ফিরাইয়া আনিলেন। পথিমধ্যে ব্রাডকের প্রাণবিয়োগ হইল। আসন্নকালে তিনি ওয়াসিংটনের উপদেশ-লঙ্ঘন হেতু অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ওয়াসিংটনেরই ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিজের প্রিয় যুদ্ধাশ্ব

ও বিশ্বস্ত ভৃত্য রিশপকে তদীয় হস্তে প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ প্রদান করিয়া চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিলেন।

ওয়াসিংটন ভার্জিনিয়ায় প্রতিগমন করিলে সকলেই অতি সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। মনাঙ্গাহেলা নদীর তীরে তিনি যে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। সুতরাং সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল যে তিনি সহায় না হইলে ব্রাডকের অনুচরবর্গের এক প্রাণীও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিত না। ফলতঃ সেই যুদ্ধে শত্রুপক্ষ তাঁহার প্রাণবিনাশের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিল তাহা মনে করিয়া অনেকে তাঁহাকে দৈবানুগৃহীত বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। তাহাদিগের ধারণা হইল যে ঈশ্বর তাঁহা-দ্বারা কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত করিবেন বলিয়াই এরূপ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে যখন ফরাসীরা ওহিয়োনদের পার্শ্ব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তখন উপনিবেশের যোদ্ধাদিগকে গবর্ণর সাহেবের অঙ্গীকৃত ছয় লক্ষ বিঘা ভূমি পুরস্কার প্রদত্ত হয়। ভূমি নির্ব্বাচন করিবার জন্য ওয়াসিংটন ঐ অঞ্চলে গমন করিলে একদিন সেখানে এক প্রাচীন আদিম নিবাসীর সহিত তাঁহার আলাপ হয়। মনাঙ্গাহেলার তীরে যে সমস্ত আদিম অধিবাসী লুক্কায়িত থাকিয়া ব্রাডকের সেনা নষ্ট করে, এই লোকটা তাহাদিগের একজন।

ওয়াসিংটনের পরিচয় পাইয়া সে তাঁহাকে এই কথাগুলি বলিয়াছিল—“আমি আদিমনিবাসীদিগের একজন অধিনেতা ; এ অঞ্চলে অনেকেই আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে না। আমার অনেক বয়স হইয়াছে ; চিরকালই যুদ্ধে কাটাইয়াছি। মনাঙ্গাহেলার তীরে আপনি যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা আমি জীবনে ভুলিব না। তদবধি একবার আপনার সঙ্গে মিত্রভাবে আলাপ করিবার জন্য আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল। সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই, আপনি এ অঞ্চলে পদার্পণ করিয়াছেন শুনিয়া, আমি অনেক দূর হইতে আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি। সে দিনের যুদ্ধব্যাপার যেন এখনও আমার চক্ষুর সম্মুখে রহিয়াছে। আপনার দেহ বিদ্ধ করাই সে দিন আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। আমরা শত শত লোকে আপনার উপর গুলি চালাইলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যাহাদের সন্ধান চিরকাল অব্যর্থ, তাহারা আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিল না ; যেন কোন দৈবশক্তি সযত্নে আপনার রক্ষাবিধান করিতে লাগিল। আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না। মৃত্যুর পূর্ব্বে আপনার সম্বন্ধে একটী ভবিষ্যদ্‌বাণী না বলিলেও আমার তৃপ্তি হইবে না। যাঁহার অবিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় করুন, আমি দিব্য চক্ষুতে দেখিতেছি, যুদ্ধে আপনার পতন নাই ; স্বয়ং ভগবান্ আপনার রক্ষাকর্ত্তা। আপনি জাতিসমূহের পরিচালক

হইবেন এবং উত্তরকালে লোকে আপনাকে এক মহা-পরাক্রান্ত রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পূজা করিবে।”

ব্রাডকের নিধনের পর আদিমবাসীরা সীমান্ত প্রদেশে আরও উপদ্রব আরম্ভ করিল। তাহারা পল্লীসমূহ লুণ্ঠনপূর্ব্বক গৃহাদি ভস্মীভূত করিত এবং বালকবৃদ্ধবনিতা যাহাকে পাইত নিষ্ঠুররূপে নিহত করিয়া ফেলিত। ফরাসীরা ইহাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু এই সময় মহামতি পীট ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইয়া এরূপ সুকৌশলে ফরাসীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র ইংরাজদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ইংরাজসেনাপতি উল্‌ফ্‌ কানাডা প্রদেশ অধিকার করিয়া আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে ফরাসী-প্রাধান্যের মূলোচ্ছেদ করিলেন। এদিকে ভার্জিনিয়া প্রভৃতি প্রদেশের সুশাসনের জন্য গবর্ণর ডিন্‌উইডি সাহেব পদচ্যুত ও তৎপদে অন্য এক সুযোগ্য ব্যক্তি নিয়োজিত হইলেন। সামন্ত-প্রদেশের রক্ষাবিধানার্থ এবারক্রম্বি নামক জনৈক ইংরাজসেনানীও প্রেরিত হইলেন।

এবারক্রম্বি সাহেব ওয়াসিংটনের পরামর্শানুসারে ফরাসী-দিগের দুর্গ অধিকার করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, ওয়াসিংটনও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে এই দুর্গের পতন হইলেই ফরাসীদিগের ক্ষমতা-সম্বন্ধে আদিমনিবাসীদিগের বিশ্বাস অন্তর্হিত হইবে এবং

তাহারা অনায়াসে ইংরাজদিগের আনুগত্য স্বীকার করিবে। এই সময়ে একদিন ওয়াসিংটন অনুরোধে পড়িয়া কোন পরিচিত ভদ্রলোকের বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করেন। তথায় ভোজন-কালে মার্থা নাম্নী এক যুবতী বিধবা রমণীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। প্রথম আলাপেই উভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হন, এবং স্থির করেন যে ফরাসীদিগের হস্ত হইতে দুর্গ অধিকৃত হইলে উভয়ে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবেন।

এবারক্রম্বি সাহেব সেনাদল দুই অংশে বিভক্ত করিয়া চলিলেন; তিনি স্বয়ং পুরোভাগের অগ্রণী। অপর দলের অধিনায়ক ওয়াসিংটন পশ্চাতে রহিলেন। এবারও আদিম অধিবাসীরা পুরোবর্ত্তী দলকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। যাহারা প্রাণে বাঁচিল, তাহারা ওয়াসিংটনের দলে গিয়া আশ্রয় লইল। প্রধান সেনাপতিকে পুনর্ব্বার অগ্রসর হইতে অসম্মত দেখিয়া ওয়াসিংটন প্রস্তাব করিলেন যে তিনি নিজেই কিয়ৎসংখ্যক যোদ্ধা লইয়া দুর্গ অধিকার করিতে যাত্রা করিবেন। প্রধান সেনাপতি ইহাতে আপত্তি করিলেন না; ওয়াসিংটন পরদিন দুর্গে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে সেখানে জনপ্রাণী নাই; ফরাসীরা কানাডার পতন সংবাদ পাইয়া গৃহাদি ভস্মীভূত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ওয়াসিংটন দুর্গোপরি ইংল্যাণ্ডের বিজয়ধ্বজা উত্তোলন করিয়া প্রধান মন্ত্রীর

নামানুসারে উহার নাম "পীট দুর্গ" রাখিলেন (১৭৫৯)। ইহার পর ফরাসীরা ওহিয়োনদের তীরে আর কখনও রাজ্য-বিস্তারের চেষ্টা করেন নাই। আদিম অধিবাসীরা দলে দলে ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিল এবং সর্ব্বত্র শান্তির পুনরাবির্ভাব হইল। ওয়াসিংটনও কিছুদিনের জন্য গার্হস্থ্য সুখভোগের আশায় ভার্ণন শৈলে ফিরিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ ও গার্হস্থ্য জীবন।

পণে জয় হইয়াছে, ওয়াসিংটন ফরাসীদিগের দুর্গ অধিকার করিয়াছেন। সুতরাং তিনি মার্থার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন! মার্থাও মহানন্দে তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিলেন। ১৭৫৯ অব্দে সপ্তবিংশবর্ষ বয়সে ওয়াসিংটন উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ হইলেন। ভার্জিনিয়ার সমস্ত সম্ভ্রান্তলোক সস্ত্রীক বিবাহসভায় উপস্থিত হইয়া উৎসবে যোগ দিলেন। মার্থা পরমসুন্দরী ও গুণবতী; ওয়াসিংটন সুশ্রী, বলিষ্ঠ, সাহসী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। এই তুল্যগুণ বধূবরের সম্মিলন দেখিয়া দর্শকবৃন্দের নয়ন মন পরিতৃপ্ত হইল।

বিবাহান্তে ওয়াসিংটন ভার্জিনিয়ার ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হইলেন। তিনি প্রথম দিন সভায়

উপস্থিত হইলে অন্যান্য সভ্যেরা তাঁহার গুণগ্রামের উল্লেখ করিয়া এত প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে, তচ্ছ্রবণে ওয়াসিংটন অতিমাত্র লজ্জিত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। ভদ্রতার অনুরোধে এরূপ ক্ষেত্রে নবাগত ব্যক্তিকেও দুই চারিটী কথা বলিতে হয়; কিন্তু ওয়াসিংটন কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না আসন হইতে উঠিয়া অতিকষ্টে কেবল দুই একবার "মহাশয়গণ," "বন্ধুগণ" বলিয়া সভ্যদিগকে সম্বোধন করিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মার্দ্র হইল, মস্তক ঘূরিতে লাগিল। মনাঙ্গাহেলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্রেও যাঁহার প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটিত না, তিনি আজ নিজের প্রশংসাবাদ শুনিয়া আত্মহারা হইলেন। সভাপতি মহশয় তাঁহার ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া বলিলেন "আপনি আসন গ্রহণ করুন, আমরা বিলক্ষণ জানি যে আপনি যেমন সাহসী, তেমনই বিনয়ী"। বস্তুতঃ বিনয়ের আধিক্যনিবন্ধনেই ওয়াসিংটনের বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইতেছিল না।

ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য শেষ হইলে ওয়াসিংটন সস্ত্রীক ভার্ণনশৈলে ফিরিয়া গেলেন এবং সেখানে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও কৃষিকার্য্যে মন দিলেন। কৃষিকার্য্যে তিনি সমধিক সুখ পাইতেন। তৎকালে ভার্জিনিয়া প্রদেশে অন্য কাহারও তাঁহার ন্যায় ভূসম্পত্তি ছিল না। এই বিস্তীর্ণ সম্পত্তির সমুচিত তত্ত্বাবধান করিতে হইলে

শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ পরিশ্রমেরই প্রয়োজন। ওয়াসিংটন পরিশ্রমবিমুখ ছিলেন না, প্রত্যুত পরিশ্রমই তাঁহার সুখের নিদান বলিয়া মনে করিতেন। তিনি অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিতেন, দাসদাসীদিগের নিদ্রাভঙ্গ না করিয়া নিজেই প্রদীপ জ্বালিতেন; প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর লেখাপড়া করিতে বসিতেন; বেলা চারি ছয় দণ্ড হইলে যৎকিঞ্চিত জলযোগ করিয়া অশ্বারোহণে ক্ষেত্র পরিদর্শনে যাইতেন এবং প্রয়োজন হইলে স্বহস্তেই হলচালন পর্য্যন্ত করিয়া শ্রমজীবীদিগের সাহায্য করিতেন বা তাহাদিগকে কাজ শিখাইয়া দিতেন। গৃহে অতিথি অভ্যাগতের অভাব ছিল না। তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা, দাসদাসীদিগের তত্ত্বাবধান, অশ্বগবাদির রক্ষণাবেক্ষণ, জমিদারীর উন্নতিসাধনার্থ নানাবিধ উপায়-বিধান, কোন কার্য্যেই তিনি ঔদাসীন্য দেখাইতেন না; হিসাবপত্র পর্য্যন্ত নিজ হাতে রাখিতেন। অথচ তাঁহার সময়ের অভাব হইত না; মৃগয়া, নৌকা-পরিচালন প্রভৃতি তাঁহার নিত্যকার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট সন্ধ্যাবন্দনাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হইত; বিষয়কার্য্যে ব্যস্ত বলিয়া তিনি ঈশ্বরচিন্তা ভুলিতেন না।

দাসদাসী ও কর্ম্মচারীর সংখ্যা এক সহস্রের কম ছিল না। একশত গাভীতে দুধ দিত, অশ্ব ও বলীবর্দ্দ প্রভৃতির সংখ্যাও গাভীর সংখ্যার অনুরূপ ছিল। তিনি এত মেষ পুষিতেন যে, তাহাদের পশমে এই সহস্র লোকের পরিধেয় ও শীত বস্ত্র

প্রস্তুত হইত। মেষলোম হইতে সূত্র প্রস্তুত করিবার জন্য ষোলটী চরকা নিয়োজিত ছিল। প্রতি বৎসর বিক্রয়ার্থ প্রায় দশ হাজার মণ ভুট্টা ও আট হাজার মণ গোধূম ইংল্যাণ্ডে প্রেরিত হইত। ওয়াসিংটনের ন্যায়নিষ্ঠা সম্বন্ধে লোকের এমনই বিশ্বাস ছিল যে কোন বস্তার উপর "জর্জ ওয়াসিংটন" নাম অঙ্কিত দেখিলে লোকে আর ভিতরের জিনিষ পরীক্ষা করিয়া দেখিত না, মনে করিত উহা ভালই হইবে।

ওয়াসিংটন ও মার্থা।

এই বৃহদ্ব্যাপারের সুব্যবস্থা-সাধনার্থ মার্থাও ওয়াসিংটনের সহায় ছিলেন। অনেক রমণী ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া নিজে কোন কাজ করেন না; দাসদাসীদিগের স্কন্ধে সমস্ত ফেলিয়া ভোগবিলাসে রত থাকেন। কিন্তু মার্থা

সে প্রকৃতির স্ত্রী ছিলেন না। অতিথির অভ্যর্থনা, পরিজন-বর্গের সেবা শুশ্রূষা, খাদ্য ও পরিচ্ছদের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি সমস্ত সাংসারিক কার্য্য তিনি স্বচক্ষে দেখিতেন। তাঁহার ব্যবস্থার গুণে কোথাও কোন বিশৃঙ্খলতা বা অপরিচ্ছন্নতা হইতে পারিত না; তাঁহার সদয় ব্যবহারে দাসদাসীরা নিয়ত প্রফুল্লচিত্তে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিত।

তৎকালে আমেরিকার অনেক বড় লোকেরই বিস্তর নিগ্রো দাস দাসী থাকিত। ইহারা ভৃতিভুক্ নহে, ক্রীত; ইহাদের সন্তান সন্ততি প্রভুর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য ছিল। নিগ্রোরা পশ্বাদির ন্যায় ক্রীত বিক্রীত হইত; এবং অনেকে তাহাদের প্রতি পশ্বাদির ন্যায়ই ব্যবহার করিত। কিন্তু ওয়াসিংটন ও মার্থা নিগ্রো দাসদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে ভাল বাসিতেন; তাহারা পীড়িত হইলে রীতিমত চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন; নিজেরা যাহা খাইতেন, তাহাদিগকেও তাহাই খাওয়াইতেন। এই জন্য একশত গাভীতে দুধ যোগাইলেও তাঁহাদিগকে সময়ে সময়ে বাজার হইতে গব্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিতে হইত।

অনেক নিঃস্ব য়ুরোপীয় আমেরিকায় গিয়া উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিত। ইহাদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহের কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় ছিল না; কেহ ভিক্ষা করিত, কেহ চুরি করিত, কেহ বা গোপনে বনের ভিতর জঙ্গল কাটিয়া চাষ আবাদ করিত, খাজনা দিবার ভয়ে ভূস্বামীকে

জানাইত না বা পাট্টা লইত না। দৈবাৎ ধরা পড়িলে ইহারা বল প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না; তন্নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইত। একদা এই শ্রেণীর কতিপয় লোক ওয়াসিংটনের এলাকায় প্রবেশ করে। সংবাদ পাইয়া ওয়াসিংটন গিয়া দেখেন যে তাহারা সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া যথেচ্ছ আচরণ করিতেছে। চলিয়া যাইতে বলিলে তাহারা নানাবিধ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ওয়াসিংটন নিজের মর্য্যাদা হারাইবার লোক ছিলেন না। তিনি অল্পদিনের মধ্যে তাহাদিগকে নিজের অধিকার হইতে দূর করিয়া দিলেন। আর একদিন তিনি একাকী অশ্বারোহণে যাইতেছেন, এমন সময়ে কিয়দ্দূরে বনের ভিতর বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি শব্দানুসরণে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক ব্যক্তি নৌকায় বসিয়া জলচরপক্ষী শিকার করিতেছে। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে লোকটা ওয়াসিংটনকে ভয় দেখাইবার জন্য বন্দুক তুলিল। কিন্তু যিনি আদিম অধিবাসীদিগের অব্যর্থসন্ধান হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, তিনি বন্দুক দেখিয়া ভীত হইবেন কেন? ওয়াসিংটন নিমিষের মধ্যে নদীতে পড়িয়া লোকটার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইলেন এবং নৌকা টানিয়া উপরে তুলিলেন। অনন্তর "এ জমিদারী আমার; আমি কখনও দুর্ব্বৃত্ত লোকের প্রশ্রয় দিব না" বলিয়া তিনি এরূপ দৃঢ়ভাবে শিকারীর

গ্রীবাদেশ ধরিলেন যে, সে গত্যন্তর না দেখিয়া দীনভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল, এবং আর কখনও অনধিকার-প্রবেশ করিবে না এই অঙ্গীকার করিয়া নিষ্কৃতি পাইল।

একদা ওয়াসিংটনকে কোন কার্য্যোপলক্ষে নিয়ু ইয়র্ক নগরে যাইতে হইয়াছিল। তখন সেখানে ইংল্যাণ্ড হইতে কতিপয় বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় ও সুগঠন যোদ্ধা আসিয়াছিলেন। নিয়ু ইয়র্কের গবর্ণর সাহেব কথা প্রসঙ্গে এই সকল যোদ্ধৃ-পুরুষের আকৃতির প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলে, এক-জন সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণী কহিলেন "মহাশয়, আমি আপনাকে ইহাদের অপেক্ষাও সর্ব্বাংশে সুন্দর পুরুষ দেখাইতে পারি। ইচ্ছা হয় বাজি রাখুন ; না পারিলে আমি দণ্ড দিব।" গবর্ণর সাহেব বাজি রাখিলেন। পর-দিন ইংল্যাণ্ডেশ্বরের জন্মদিনোৎসব উপলক্ষে রাজপথে জনতা হইল ; নবাগত সৈনিক পুরুষেরা সামরিক বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া সামরিক বাদ্যের তালে তালে চলিতে লাগিলেন ; গবর্ণর সাহেব মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদিগের রূপ বর্ণনা করিয়া মহিলাটীকে শুনাইতে লাগিলেন। কিন্তু মহিলাটী কোন কথাই বলিলেন না। অনন্তর অশ্বপৃষ্ঠে ওয়াসিংটন দেখা দিলেন এবং গবর্ণর সাহেবের চক্ষুর্দ্বয় নির্নিমেষভাবে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল। তদ্দর্শনে মহিলা কহিলেন "মহাশয়, আমি যাঁহার কথা কহিয়াছিলাম, দেখিতেছি আপনি তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছেন"। গবর্ণর সাহেব

অকপটভাবে উত্তর দিলেন "ভদ্রে, আমি হারিয়াছি; যখন বাজি রাখিয়াছিলাম, তখন জানিতাম না যে ওয়াসিংটন এ নগরে আসিয়াছেন।" এই সময়ে ওয়াসিংটনের শরীরের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি অর্থাৎ চারি হাতেরও কিছু অধিক ছিল, এবং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৈর্ঘ্যের অনুরূপ সুডৌল ছিল।

ওয়াসিংটন প্রায় পঞ্চদশবর্ষকাল নির্ম্মল গার্হস্থ্যসুখ-ভোগে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবনস্রোত এইরূপ শান্তভাবেই প্রবাহিত হইবে। কিন্তু ক্রমে রাজনীতির আকাশে প্রলয়মেঘের উদয় হইতে লাগিল; তিনি জানিতেন না যে তাহা হইতে পরিণামে ভয়ঙ্কর ঝটিকাবর্ত্ত সমুদ্ভূত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে সমরতরঙ্গে উপপ্লুত করিবে। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আমরা এই মহাবিপ্লবের পরিচয় পাইব।

দশম পরিচ্ছেদ

সম্মিলিত রাজ্যসমূহের প্রধান সৈনাপত্য।

রাসীদিগের সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে ইংরাজজাতির বিস্তর অর্থ ও রক্তক্ষয় হইয়াছিল। সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপনিবেশসমূহের উপকারসাধনই এই যুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। তদুপলক্ষে উপনিবেশবাসীরাও সেনা যোগাইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু ইংল্যাণ্ড হইতে যে সেনা আসিয়াছিল তাহারই ব্যয় অধিক। এই সময়ে ইংরাজেরা আরও অনেক যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া ঋণজালে জড়িত হইয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে ঋণ পরিশোধের কথা উঠিলে পার্লিমেণ্টের অনেক সভ্য বলিতে লাগিলেন যে উপনিবেশবাসীরা সঙ্গতিশালী; আমেরিকার যুদ্ধ বিগ্রহে তাঁহাদিগেরই স্বার্থ রক্ষিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ যুদ্ধে যে ব্যয় হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ

তাঁহাদিগেরই নিকট হইতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। রাজপুরুষেরা এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া উপনিবেশসমূহের নিকট হইতে নূতন কর গ্রহণের ব্যবস্থা করিলেন।

এদিকে ঔপনিবেশিকেরা বলিতে লাগিলেন, "ইংরাজজাতির রাজনীতির মূলসূত্রই এই যে প্রজারা প্রতিনিধিদ্বারা রাজকোষের অবস্থা-বিবেচনাপূর্ব্বক কর নির্দ্ধারণ করেন এবং প্রজার প্রতিনিধিরাই রাজ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত সংগৃহীত অর্থের ব্যয়ের ব্যবস্থা দেন; আমরাও যখন ইংরাজ, তখন আমরাই বা কেন এ অধিকারে বঞ্চিত হইব? ইংল্যাণ্ডের পার্লিমেণ্ট সভায় আমেরিকার * কোন প্রতিনিধি নাই, সুতরাং ঐ সভা আমেরিকার নিকট কোন কর-গ্রহণের আদেশ দিতে পারেন না। বিশেষতঃ ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধে শুদ্ধ যে আমাদিগেরই উপকার হইয়াছে এমন নহে; সমস্ত ইংরাজজাতিরই সম্মান রক্ষা ও অধিকার বিস্তার হইয়াছে। অধিকন্তু আমরা যে পরিমাণে উপকৃত হইয়াছি, নিজেরা সেনা দিয়া এবং ঐ সেনার ব্যয় বহন করিয়া তৎপরিমাণে ক্ষতিগ্রস্তও হইয়াছি। আমরাও যেমন নিজের ব্যয় নিজে চালাইয়াছি, ইংল্যাণ্ডের পক্ষেও সেইরূপ নিজের ব্যয় নিজে চালান উচিত।"

কোন পক্ষের কথাই নিতান্ত অযৌক্তিক নহে; তবে

* এখন হইতে আমেরিকা বলিলে আমরা সম্মিলিত রাজ্যসমূহকেই বুঝিব।

একটী গূঢ় প্রশ্নই সমস্ত তর্ক বিতর্কের মূল। প্রশ্নটী এই,—যখন ইংল্যাণ্ডের পার্লিমেণ্ট সভায় আমেরিকার কোন প্রতিনিধি নাই, তখন ঐ সভা আমেরিকার নিকট কর আদায় করিতে পারেন কি না? এ প্রশ্ন না উঠিলে বোধ হয় আমেরিকার লোকে ইংল্যাণ্ড-রাজকে কিছু অর্থ দিয়া ঋণ-মুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইত না। ইংল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী পীট এবং আরও কতিপয় বিখ্যাত লোক

তৃতীয় জর্জ

আমেরিকানদিগের অনুকূলেই মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন অধীশ্বর তৃতীয় জর্জ ও প্রধান

মন্ত্রী গ্রেণ্‌বিল সাহেবের যেন কেমন একটা প্রতিজ্ঞা হইল। তাঁহারা পার্লিমেণ্টের সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে ১৭৬৫ অব্দের মার্চ্চ মাসে নিতান্ত অশুভক্ষণে "ষ্ট্যাম্প আইন" জারি করিলেন। এতদ্দারা নিয়ম হইল যে অতঃপর আমেরিকায় খত, কোবালা প্রভৃতি সমস্ত দলিল নির্দ্ধারিত মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবে। ষ্ট্যাম্প কাগজ ইংল্যাণ্ড হইতে প্রেরিত হইবে এবং উহার বিক্রয়জাত অর্থ ইংল্যাণ্ডের রাজকোষে যাইবে।

ইতিপূর্ব্বে ইংল্যাণ্ড হইতে উপনিবেশবাসীদিগের উন্নতির প্রতিষেধক আরও কতকগুলি ব্যবস্থার প্রণয়ন হইয়াছিল। তাঁহারা স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিতে পারিতেন না, ইংরাজের ভিন্ন অন্য কোন জাতির জাহাজে মাল আমদানি করিতে পারিতেন না, ইংল্যাণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা ঘটে এমন কোন ব্যবসায়েও প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। এই সমস্ত কারণে পূর্ব্ব হইতেই ইংল্যাণ্ডের সহিত আমেরিকার মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইয়াছিল; এক্ষণে ষ্ট্যাম্প আইনে এই অসন্তোষের মাত্রা পূর্ণ হইল;—প্রতপ্ত বারুদ-গৃহে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ প্রবেশ করিল।

এদিকে ইংল্যাণ্ডেশ্বর কেবল ষ্ট্যাম্প আইন বিধিবদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। উপনিবেশবাসীরা নীরবে ও অবনতমস্তকে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন না করিয়া

প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইয়াছে, এ ধৃষ্টতা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য আরও কতকগুলি কঠোর উপায় অবলম্বন করিলেন। তন্মধ্যে, আমেরিকার উৎকট অপরাধীদিগকে বিচারার্থ ইংল্যাণ্ডে পাঠাইতে হইবে, এই আদেশটী সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর হইয়াছিল।

সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই আমেরিকার জনসাধারণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল; নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ইংল্যাণ্ডেশ্বরের অন্যায়াচরণের প্রতিবাদ হইতে লাগিল; বোষ্টন নগরের অধিবাসীরা ষ্ট্যাম্প-বিক্রেতার মূর্ত্তি গড়াইয়া ভস্মীভূত করিল, তাঁহার আফিসের দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা শতবর্ষ পূর্ব্বে স্বাধীনতার জন্য জন্মভূমির মায়া ছাড়িয়া আমেরিকায় আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহারা যে এক্ষণ স্বাধীনতার মর্য্যাদারক্ষার্থ এইরূপে বদ্ধপরিকর হইবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কিন্তু প্রথমে কেহই ইংল্যাণ্ডের অধীনতা-পাশ উচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র হইবার সঙ্কল্প করেন নাই। সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে ধীরভাবে পার্লিমেণ্টের আচরণের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিলে রাজপুরুষেরা নিশ্চিত তাঁহাদিগের আদেশের প্রত্যাহার করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্ক্‌লিন্ নামক একজন প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে ইংল্যাণ্ডের রাজসভায় প্রেরণ করিলেন। এই

মহাত্মার জীবন-বৃত্তান্ত অতি অদ্ভুত। পিতার অসঙ্গতি-নিবন্ধন শৈশবে তাঁহার সুশিক্ষা-বিধান হয় নাই; সুতরাং অল্প বয়সেই তাঁহাকে জীবিকানির্ব্বাহার্থ একটী মুদ্রাযন্ত্রে

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।

সামান্য বেতনের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়। তিনি এখানে যাহা পাইতেন, তাহা হইতে অতি কষ্টে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া তদ্দারা পুস্তকাদি কিনিতেন এবং

যখন অবকাশ পাইতেন, তখনই একাগ্রচিত্তে লেখা পড়া করিতেন। এইরূপে অসাধারণ অধ্যবসায়বলে ফ্রাঙ্ক্লিন অল্প দিনের মধ্যে নানাবিধ জ্ঞানরত্নে বিভূষিত হইলেন, এবং রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি অতি জটিল বিষয়সমূহেও বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। তিনিই সর্ব্ব প্রথম তাড়িতের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া যে পরিচালন-দণ্ডের আবিষ্কার করেন, তাহা আজ তদীয় অপূর্ব্ব প্রতিভার বিজয়-বৈজয়ন্তী স্বরূপ সমস্ত সভ্য জনপদের সৌধশিখরোপরি বিরাজমান রহিয়াছে।

ফ্রাঙ্কলিনের চেষ্টা নিতান্ত বিফল হইল না। ইংরাজেরা উপনিবেশবাসীদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ষ্ট্যাম্প আইন উঠাইয়া দিলেন (১৭৬৬)। কিন্তু কিছুদিন পরেই প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ পার্লিমেণ্টের ক্ষমতার নিদর্শন-স্বরূপ চা প্রভৃতি কয়েকটী আমদানি দ্রব্যের উপর এক নূতন শুল্ক স্থাপন করিলেন। সুতরাং বিবাদের মূল কারণ রহিয়া গেল।

আমেরিকার অন্যান্য অধিবাসীর ন্যায় ওয়াসিংটনও ইংল্যাণ্ডের এবংবিধ আচরণে মর্ম্মাহত হইলেন। তিনিই উদ্যোগী হইয়া অনেক বিখ্যাত লোকের দ্বারা এই প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করাইলেন যে যত দিন শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা রহিত না হইবে, ততদিন তাঁহারা শুল্কভারগ্রস্ত কোন দ্রব্যই ব্যবহার করিবেন না। অচিরে সমস্ত উপনিবেশ-বাসীরাই এই প্রতিজ্ঞানুসারে চলিতে লাগিল;

কিছুদিনের মধ্যে ইহার ফলও ফলিল। আমেরিকায় রপ্তানি কম হওয়ায় ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীদিগের ক্ষতি হইতে লাগিল; তাঁহারা পার্লিমেণ্টের আচরণে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন, সুতরাং মন্ত্রিসভা চা ব্যতীত অপর সর্ব্ববিধ দ্রব্যসম্বন্ধে শুল্ক গ্রহণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন, কেবল নিজেদের সম্ভ্রমরক্ষার নিমিত্তই চার সম্বন্ধে এরূপ উদারতা প্রদর্শন করিলেন না। সুতরাং বিবাদেরও অবসান হইল না।

যাঁহারা জানেন শীতপ্রধান দেশে চা-পান কত আবশ্যক তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন উপনিবেশবাসীরা চা-ত্যাগ করিয়া কিরূপ স্বদেশ-হিতৈষণায় পরিচয় দিয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ড হইতে যে সকল জাহাজ চা লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা মাল বিক্রয় করিতে পারিল না। বোষ্টন নগরের কয়েকজন অধিবাসী একদিন আদিম-নিবাসী-দিগের ন্যায় সজ্জিত হইয়া একখানা চার জাহাজে প্রবেশ-পূর্ব্বক সমস্ত দ্রব্য সমুদ্রে ফেলিয়া দিল। ইহাদিগকে ধরিবার জন্য রাজপুরুষেরা অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া শেষে সমস্ত নগরবাসীদিগেরই দণ্ড-বিধানের আয়োজন করিলেন। তাঁহারা আদেশ দিলেন যে বোষ্টননগরের বন্দরের সহিত রাজ্যের অপর সমস্ত বন্দরের বাণিজ্য স্থগিত হইবে। এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ইংল্যাণ্ড হইতে কতিপয় রণতরিও প্রেরিত হইল।

ইংল্যাণ্ডের উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া উপনিবেশবাসীরা বুঝিতে পারিলেন যে যুদ্ধ অনিবার্য্য। তাঁহারা কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণার্থ ১৭৭৪ অব্দে সমস্ত উপনিবেশ হইতে প্রতিনিধি আহ্বান করিয়া ফিলাডেলফিয়া নগরে কংগ্রেস নামক এক মহা-সমিতি গঠন করিলেন। এদিকে বোষ্টনবাসীদিগের দণ্ডবিধানার্থ ইংরাজ-রণতরী হইতে নগরের উপর গোলা-বৃষ্টি হইতে লাগিল।

ইংরাজেরা ক্রমশঃ অধিকতর উগ্রভাব অবলম্বন করিলেন;—অল্পদিনের মধ্যে আরও সাত সহস্র যোদ্ধা বোষ্টননগরে উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া উপনিবেশ-বাসীরাও যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭৭৫ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এ যুদ্ধ সমানে সমানে,—ইংরাজে ইংরাজে—পুরাণ-বর্ণিত ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের যুদ্ধের ন্যায় তুল্য-প্রতিদ্বন্দ্বী। দুই পক্ষেরই তুল্য বল, তুল্য বীরত্ব, তুল্য অধ্যবসায়; শেষে ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের যুদ্ধের ন্যায় ইহাতেও পরিণামে নবীনেরই জয় এবং প্রবীণের পরাজয় হইল।

আমেরিকার লোকে যে কিরূপ আগ্রহের সহিত এই মহাসমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত একটী ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ ও আমেরিকানদিগের মধ্যে কঙ্কর্ড নামক স্থানে একটী যুদ্ধ হয়। ইস্রেল পুটনাম নামক এক ব্যক্তি হলকর্ষণ

করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঐ যুদ্ধের সংবাদ পান। পুট্‌নাম তৎক্ষণাৎ হলবাহী একটী অশ্বকে বন্ধনমুক্ত করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক পার্শ্বস্থ পুত্রকে কহিলেন, "তোমার গর্ভধারিণীকে বলিও যে আমি যুদ্ধ করিতে চলিলাম; এক্ষণে গৃহে গিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইতে হইলে বৃথা কালক্ষেপ হইবে।" ইহা বলিয়াই অতিদ্রুতবেগে অশ্বচালনা পূর্ব্বক পুট্‌নাম স্বদেশরক্ষার্থ ধাবমান হইলেন। উপনিবেশ সমূহের অধিকাংশ লোকেই যে তাঁহার ন্যায় স্বদেশহিতব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ব্যাপারের প্রারম্ভ এরূপ উৎসাহ-পূর্ণ, তাহার পরিণামও আশাপ্রদ।

ওয়াসিংটন সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে প্রধান সৈনাপত্যে নিযুক্ত হইলেন; তাঁহার মাসিক বেতন ৫০০ ডলার * নির্দ্দিষ্ট হইল। ওয়াসিংটন অতি বিনীতভাবে পদ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু বেতন গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানাইলেন। তিনি বলিলেন "এরূপ গুরু ভার বহন করিতে হইলে আমাকে গার্হস্থ্য সুখ ও শান্তির আশা ত্যাগ করিতে হইবে, তত্ত্বাবধানের অভাবে আমার সম্পত্তিরও ক্ষতি হইবে। স্বদেশ-সেবার ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কিছুই এই মহাত্যাগের কারণ হইতে পারে না। সুতরাং আমি

* বর্ত্তমান সময়ের ১৫৬২৷৷০ টাকা। ১ ডলার = ৪ সিলিং ২ পেন্স। ১ সিলিং = ৸০ আনা।

বেতন লইব না ; তবে সাধারণের হিতার্থ আমাকে যাহা ব্যয় করিতে হইবে তাহার রীতিমত হিসাব রাখিব। আপনারা তাহা দিলেই যথেষ্ট হইবে।” ওয়াসিংটন্ তখন ফিলাডেলফিয়া নগরে কংগ্রেস সভায় কাজ করিতে-ছিলেন। সৈনাপত্য গ্রহণের পর ভার্ণন শৈলে গিয়া জননী ও সহধর্ম্মিণীর নিকট বিদায় লইয়া আসিতে হইলে অনেক সময় যাইবে আশঙ্কা করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে পত্রদ্বারা নিজের অবস্থা জানাইলেন ; এবং অতি শীঘ্র বোষ্টনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। যদি যুদ্ধে তাঁহার পতন হয়, তাহা হইলে সম্পত্তি সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে তাহাও ঐ পত্রে বিবৃত ছিল। যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ; আর কখনও যে জননীর পাদপদ্ম বা পত্নীর মুখচন্দ্র দেখিতে পারিবেন, ইহা জানিতেন না বলিয়াই ওয়াসিংটন পত্র-দ্বারা তাঁহাদিগের নিকট এইরূপে বিদায় চাহিয়াছিলেন।

ওয়াসিংটন বোষ্টনে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ইংরাজ ও আমেরিকানদিগের মধ্যে বাঙ্কার্স শৈল নামক স্থানে আর একটী যুদ্ধ হইয়া গেল। আমেরিকানেরা পরাস্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের অসাধারণ সাহস দেখিয়া ইংরাজেরা বিস্মিত হইলেন। ওয়াসিংটনও বুঝিতে পারিলেন যে ইহারা রীতিমত শিক্ষা পাইলে ইংরাজদিগকে পরাভূত করিতে পারিবে।

বোষ্টন হইতে ইংরাজ-সৈন্য দূর করাই ওয়াসিংটনের

প্রথম লক্ষ্য হইল। তাঁহার সেনা অশিক্ষিত; অনেকে হল ছাড়িয়া তরবারি ধরিয়াছে। ইংরাজ সৈন্য সুশিক্ষিত ও যুদ্ধ-বিশারদ। তাঁহার পক্ষে যুদ্ধোপকরণ নাই, অস্ত্র শস্ত্রের অভাব; ইংরাজ সৈন্য সর্ব্ববিধ যুদ্ধোপকরণে সুসজ্জিত। ওয়াসিংটন সর্ব্বাগ্রে সৈনিক পুরুষদিগের সুশিক্ষা-বিধানে মন দিলেন। তাঁহার ব্যবস্থার গুণে শীঘ্রই ইহারা উন্নতি লাভ করিল। ওয়াসিংটনের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল কেবল শারীরিক বলে কোন কাজ হয় না; নৈতিক উন্নতিই সর্ব্ববিধ সৌভাগ্যের প্রধান সোপান; যাহার চরিত্র পবিত্র, ঈশ্বর তাহার সহায়। তিনি যোদ্ধাদিগকে ধর্ম্মপরায়ণ করিতে চেষ্টা করিতেন; কাহাকে মদ্যাসক্ত বা অন্য কোনরূপ পাপাচারে রত দেখিলে তাহার কঠিন শাস্তি দিতেন। সকলকেই প্রত্যহ রীতিমত ঈশ্বরোপাসনায় যোগ দিতে হইত।

ওয়াসিংটন নিজেও সামান্য যোদ্ধাদিগের ন্যায় পরিশ্রম করিতেন। একদা তিনি সেনাকটক পরিদর্শনে বহির্গত হইয়াছেন এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে একজন সুবাদার অধীন যোদ্ধাদিগকে একটা বড় কাঠ তুলিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন। তাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও উহা তুলিতে পারিতেছে না; তথাপি সুবাদার সাহেব নিজে উহাতে হাত না দিয়া কেবল দূর হইতে "জোরে, আরও জোরে, তোমরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য" ইত্যাদি বাক্য বর্ষণ

করিতেছেন। ওয়াসিংটন তাঁহাকেও কার্য্যে ব্রতী হইবার কথা কহিলে তিনি নিতান্ত বিস্ময়ব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন, "বলেন কি! আমি যে সুবাদার! আপনি কি আমাকে ছোট লোক মনে করিয়াছেন? ভদ্র লোকের সহিত সাবধানে কথা কহিবেন।" বলা বাহুল্য লোকটা ওয়াসিংটনকে চিনিতে পারে নাই। অনন্তর ওয়াসিংটন নিজেই কাঠ তুলিতে গেলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে উহা যথাস্থানে স্থাপন করিয়া এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন, "সুবাদার সাহেব, আপনি নিজে না পারিলে প্রধান সেনাপতিকে সংবাদ দিবেন। তিনি কোন কাজেই অপমান বোধ করেন না। আমার নাম জর্জ ওয়াসিংটন।"

এইরূপ শিক্ষার গুণে অস্ত্রাদি যুদ্ধোপকরণের অভাব থাকিলেও উপনিবেশসমূহের সৈনিকগণ অচিরে সংযত, সুশৃঙ্খল ও রণনিপুণ হইয়া উঠিল। পক্ষান্তরে ইংল্যাণ্ডীয় সেনা সুচারু পরিচালনার অভাবে মদোদ্ধত ও বল-গরিমায় গর্ব্বিত হইয়া পড়িল। সুতরাং প্রথম হইতেই আমেরিকার জয় ও ইংল্যাণ্ডের পরাজয় একরূপ অবধারিত হইয়া রহিল।

ওয়াসিংটন আত্মবল বুঝিতে পারিলেন এবং বোষ্টন নগর অবরোধ করিলেন। যে সকল ইংরাজ এই সময়ে তাঁহার হস্তে বন্দী হইতে লাগিলেন, তিনি তাঁহাদিগের সহিত অতি সদয় ব্যবহার করিয়া সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। দীর্ঘকাল অবরোধের পরও যখন ওয়াসিংটন

ইংরাজদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না, তখন তিনি আক্রমণ দ্বারা নগর অধিকার করিবার সঙ্কল্প করিলেন। বোষ্টনের বহির্ভাগে দুইটী উন্নত শৈল আছে; তিনি এক রাত্রির মধ্যে তদুপরি বুরুজ নির্ম্মাণ করিয়া পরদিন সূর্য্যোদয়ের সময় হইতে ইংরাজ কটকে গোলা চালাইতে লাগিলেন। ইংরাজ সেনানী দেখিয়া অবাক্, অন্য কোন সেনা এক সপ্তাহেও যে বুরুজ নির্ম্মাণ করিতে পারিত কি না সন্দেহ, বিদ্রোহীরা এক রাত্রিতেই তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। তিনি বুরুজ অধিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া নগর ত্যাগ করিয়া যাওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন (১৭৭৬)।

বোষ্টন অধিকার করিয়া ঔপনিবেশিকদিগের উৎসাহ বাড়িল বটে; কিন্তু আশু তত সুবিধা হইল না। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে কানাডা অধিকার করিবার জন্য যে সেনা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পরাভূত হইল, এদিকে গৃহশত্রুও দেখা দিল। কেহ কেহ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংল্যাণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, কেহ বা ওয়াসিংটনের প্রাণনাশের জন্য ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। বিচারে কতিপয় ষড়্‌যন্ত্রকারীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইল।

এদিকে ইংরাজেরা নূতন সেনাবল লইয়া নিয়ু ইয়র্কনগর অধিকারার্থ অগ্রসর হইলেন। ঔপনিবেশিকেরাও আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। উপনিবেশগুলি

“সম্মিলিত রাজ্যসমূহ” এই নামে অভিহিত হইল। ওয়াসিংটন ইংরাজদিগকে বাধা দিবার জন্য নিয়ু ইয়র্কের অভিমুখে যাত্রা করিলেন (১৭৭৬)। সেখানে উপর্য্যুপরি সাতদিন ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি পরাভূত হইলেন এবং নগর অধিকারের আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক পশ্চাতে হঠিয়া গেলেন। ইংরাজেরাও তাঁহার অনুধাবন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ইংরাজের জয় ও আমেরিকানদিগের বলক্ষয় আরম্ভ হইল। তদ্দর্শনে আমেরিকার পক্ষভুক্ত অনেকেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত হইলেও ওয়াসিংটন এরূপ কৌশলে সেনাচালন করিতে লাগিলেন যে তাঁহার একটী কামানও শত্রুদিগের হস্তগত হইল না, সেনার মধ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলতা ঘটিল না। বাত্যাবিক্ষুব্ধ মহাসাগরের মধ্যে পর্ব্বত যেমন অটল,—হেলায় তরঙ্গাঘাত সহ্য করে, ইংরাজ সৈন্যের জয়োল্লাসের মধ্যে ওয়াসিংটনও তদ্রূপ স্থিরসঙ্কল্প,—অক্লেশে আক্রমণ নিবারণ করিতে করিতে আত্মরক্ষায় তৎপর। তাঁহার রণপাণ্ডিত্যে সমস্ত য়ুরোপ স্তম্ভিত হইল; ফ্রান্স্, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে অনেক বিখ্যাত লোক নিজ ব্যয়ে আমেরিকায় গিয়া ওয়াসিংটনের সেনাদলে প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন। এই বীরপুরুষদিগের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বীর লা-ফায়েতের নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্সরাজ তখনও আমেরিকাকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া

স্বীকার করেন নাই ; সুতরাং লা-ফায়েৎ আমেরিকায় যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন শুনিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু লা-ফায়েৎ সে নিষেধ না মানিয়া গোপনে আমেরিকায় উপ-

লা-ফায়েৎ।

স্থিত হইলেন। লা-ফায়েৎ সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ; তিনি ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে পিতৃহীন হইয়া সৈনিক বিভাগে প্রবিষ্ট হন এবং বুদ্ধি ও সাহসবলে অল্পদিনের মধ্যে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন। আমেরিকায় গিয়া তিনি বেতন লন নাই ; তিনি কোনরূপ পুরস্কারের আশা করিতেন না; দুর্ব্বলের সাহায্যরূপ উচ্চ সঙ্কল্পই তাঁহাকে এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিল। ওয়াসিংটন

তাঁহাকে পাইয়া বলিয়াছিলেন, "ভালই হইল, ফরাসীদের একজন প্রধান বীরপুরুষের নিকট আমরা অনেক শিখিতে পারিব।" লা-ফায়েৎ উত্তর করিয়াছিলেন "শিখিতে আসিয়াছি, শিখাইতে আসি নাই।" ক্রমে উভয়েই উভয়ের গুণে আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ সৌহার্দ্দ জন্মে যে আজীবন কেহ কাহাকেও ভুলিতে পারেন নাই।

১৭৭৭ অব্দে ব্রাণ্ডিওয়াইন নদের তীরে আমেরিকানেরা আবার পরাস্ত হইলেন এবং ইংরাজেরা ফিলাডেলফিয়া নগর অধিকার করিলেন। কিন্তু ইহার পর হইতেই ভাগ্য-লক্ষ্মী ইংরাজদিগের প্রতি বিরূপ হইলেন। ইংল্যাণ্ডেশ্বর বার্গয়েন নামক সেনানীকে কতকগুলি জার্ম্মাণদেশীয় ভৃতি-ভুক্ সৈন্যসহ আমেরিকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহারা সারাটোগানগরে শিবিরসন্নিবেশ করিলে উপনিবেশবাসীরা উহা আক্রমণ করে এবং কতিপয় দিনের মধ্যে বার্গয়েন সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। তিনি ও তাঁহার অধীন সেনা আর কখনও ইংরাজপক্ষে যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিলে আমেরিকানেরা তাঁহাদিগকে য়ুরোপে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দেন।

এই সময়ে ওয়াসিংটনের অনুচরগণ শীতে ও অনাহারে বড়ই কষ্ট পাইয়াছিল। দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া উপনিবেশ-সমূহ ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল; অর্থাভাবে সকল সময়ে রসদ সরবরাহ হইয়া উঠিত না। এরূপ অবস্থায়

যোদ্ধাদিগের মনে অসন্তোষ জন্মিবারই কথা। কিন্তু ওয়াসিংটন নিজেও সামান্য যোদ্ধাদিগের ন্যায় কষ্টভোগ করিতেন এবং যথাসাধ্য সকলেরই দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতেন; সুতরাং কেহই তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিত না। নিম্নবর্ণিত একটী ঘটনা হইতেই তাঁহার সদয় ব্যবহারের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে;—একদা ওয়াসিংটন ভোজনাগার হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে একজন সৈনিক প্রহরী বিমর্ষভাবে দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়াই বোধ হইল লোকটার সেদিন আহার জুটে নাই। ওয়াসিংটন তাহার নিকটে গিয়া কহিলেন "আমার রন্ধন-শালায় যাও, এবং ইচ্ছামত ক্ষুন্নিবৃত্তি কর।"

প্রহরী। কিরূপে যাইব; আমি প্রহরীর কার্য্য করিতেছি; যতক্ষণ অন্য কেহ আমার স্থান গ্রহণ না করিবে, ততক্ষণ আমার যাইবার উপায় নাই।

ওয়াসিংটন। যদি শুদ্ধ ইহাই তোমার আপত্তি হয়, তবে আমার হস্তে তোমার অস্ত্র শস্ত্র দেও; তুমি যতক্ষণ না ফিরিবে, আমিই তোমার হইয়া প্রহরীর কার্য্য করিব।

কথায় যাহা, কার্য্যেও তাহা। ওয়াসিংটন প্রহরীর কার্য্য করিতে লাগিলেন; প্রহরী আহার করিতে গেল।

১৭৭৮ অব্দে লা-ফায়েতের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ফ্রান্স-রাজ আমেরিকার পক্ষ অবলম্বন করিলেন এবং আমেরিকার উদ্ধারসাধনার্থ কতকগুলি রণতরি ও যোদ্ধা পাঠাইলেন।
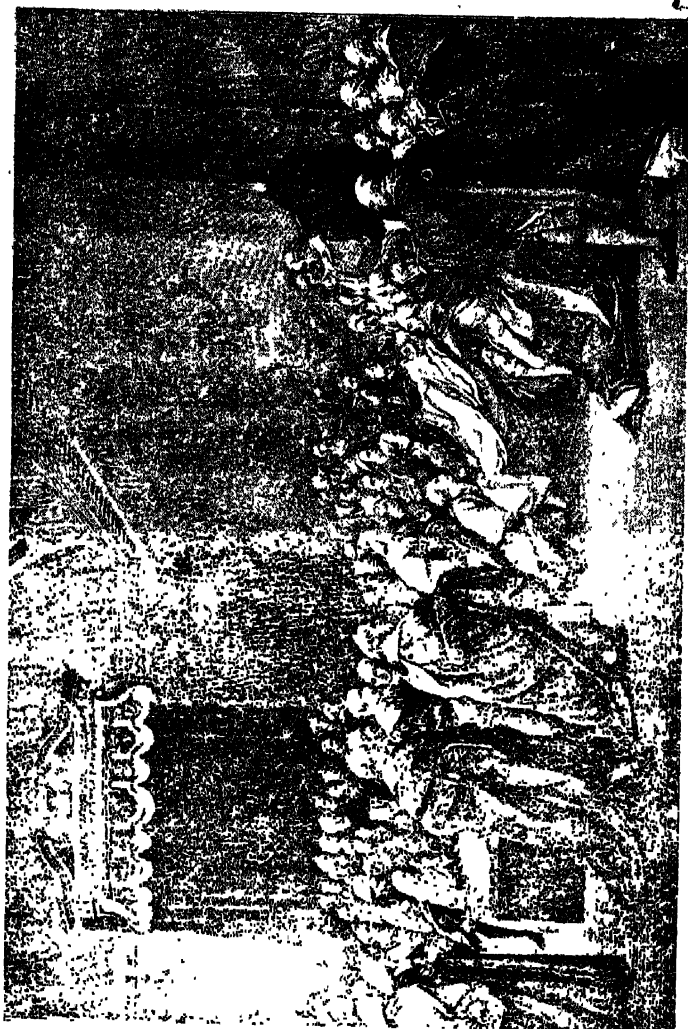
পীটের মৃত্যু।

ফিলাডেলফিয়া নগরস্থ ইংরাজেরা নিতান্ত বিপন্ন হইয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিয়ু ইয়র্কের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমেরিকানেরা তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের অনেকে বলিতে লাগিলেন যে আমেরিকার সহিত সন্ধি করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু যে পীট এই যুদ্ধের প্রধান বিরোধী ছিলেন, তিনিই এখন সন্ধির বিরোধী হইলেন। ফরাসী বা অন্য কোন জাতির ভয়ে আমেরিকার সহিত সন্ধি করা তিনি ইংল্যাণ্ডের পক্ষে নিতান্ত অগৌরবের বিষয় মনে করিলেন। তিনি পার্লিমেণ্ট সভায় সন্ধির বিরুদ্ধে তেজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই মূর্চ্ছাই কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার মহানিদ্রায় পরিণত হইল। তাঁহার চেষ্টাতেই ফরাসীরা উপনিবেশসমূহের অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। অদূরদর্শী রাজপুরুষদিগের আচরণে যত্নের ধন সেই উপনিবেশসমূহ এখন ফরাসীদিগের সাহায্যেই ইংল্যাণ্ডের হস্তস্খলিত হইতে চলিল, ইহা ভাবিয়াই যেন তিনি সময় থাকিতে ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

অতঃপর যদিও প্রায় দুই বৎসর ইংরাজ ও আমেরিকানের মধ্যে কোন প্রকার সম্মুখ যুদ্ধ ঘটিল না, তথাপি শত্রুতারও বিরাম হইল না। পরিশেষে ১৭৮১ অব্দে ওয়াসিংটনের পক্ষে "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-

পতনের” এক উত্তম সুযোগ উপস্থিত হইল। লর্ড কর্ণওয়ালিশ নামক বিখ্যাত ইংরাজ সেনানী * সাত সহস্র সৈন্যসহ ইয়র্কটাউন নামক নগরে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। তাঁহাকে বন্দী করিতে পারিলে ইংল্যাণ্ডের অত্যন্ত ক্ষতি ও উৎসাহ-ভঙ্গ এবং উপনিবেশসমূহের প্রতিপত্তি হইবে বিবেচনা করিয়া ওয়াসিংটন ঐ স্থান

কর্ণওয়ালিশ্।

অবরুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি অতি সঙ্গোপনে নৈশ অন্ধকারে নগরের বহির্ভাগস্থ এক উন্নত ভূখণ্ডে কতিপয় বুরুজ নির্ম্মাণ করিয়া রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই

* ইনি উত্তরকালে ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারল হইয়া মহীশূর-রাজ টিপু সুলতানকে পরাভূত এবং বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশের রাজস্ব-আদায়-সংক্রান্ত চিরস্থায়ী (দশসালা) বন্দোবস্ত সুসম্পন্ন করেন।

সেগুলি সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত অবস্থায় পরিণত করিলেন। ইংরাজেরা সমুদ্রপথে পলাইতে না পারেন এ নিমিত্ত ফ্রান্সী রণপোতসমূহ নগরের পুরোভাগে আসিয়া নঙ্গর করিল। প্রত্যূষে উঠিয়া কর্ণওয়ালিশ নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন; আরব্যোপন্যাসবর্ণিত প্রদীপ-বশীভূত দৈত্য ভিন্ন আর কেহ যে এরূপ কার্য্য এক রাত্রিতে নির্ব্বাহ করিতে পারে, ইহা তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না। সূর্য্যোদয়ের পর ঐ সকল বুরুজ হইতে ইংরাজ কটকের উপর অজস্র অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রায় একপক্ষ কাল এই আক্রমণ সহ্য করিয়া কর্ণওয়ালিশ বুঝিতে পারিলেন যে আর কিছুতেই নগর রক্ষা করিতে পারা যাইবে না। স্থলে আমেরিকার সেনা, জলে ফ্রান্সের রণতরি; কোন দিকেই তাঁহার বাহির হইবার উপায় নাই। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া তিনি আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। আমেরিকা ও ফ্রান্সের সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল এবং ইংরাজসেনা তাহার ভিতর দিয়া অস্ত্র শস্ত্র শত্রুহস্তে সমর্পণপূর্ব্বক নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সম্মিলিত রাজ্যসমূহের সভাপতিত্ব।

কর্ণওয়ালিশ পরাভূত হইলেন বটে; কিন্তু যুদ্ধের আশঙ্কা গেল না। ইংল্যাণ্ডেশ্বর যে আর কোন চেষ্টা না করিয়া আমেরিকার ন্যায় একটী সুবিস্তীর্ণ অভ্যুদয়শীল রাজ্য আপনার হস্তস্খলিত হইতে দিবেন ইহা কেহই বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে ইংল্যাণ্ড হইতে কার্‌ল্‌টন্ নামা একজন বিচক্ষণ, দূরদর্শী, শান্তিপ্রিয় সৈনিক পুরুষ ইংরাজ সেনার নেতৃত্ব গ্রহণপূর্ব্বক আমেরিকায় উপনীত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে আর যুদ্ধ করা বৃথা; আমেরিকার স্বাধীনতা অপরিহার্য্য। এই আট বৎসরের যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডে প্রায় বিশ কোটি টাকা ব্যয় এবং লক্ষাধিক লোকের প্রাণসংহার

হইয়াছে। আমেরিকার ক্ষতিও অল্প হয় নাই সত্য; কিন্তু ইংল্যাণ্ডের তুলনায় আমেরিকা তখনও বিলক্ষণ পরাক্রমশালী। সুতরাং আরও কিছুকাল যুদ্ধ চলিলে ইংল্যাণ্ডেরই অনিষ্টাশঙ্কা অধিক; আমেরিকার কষ্ট হইলেও পরাজয়সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। অধিকন্তু যে পক্ষেরই জয় হউক না কেন, এরূপ জ্ঞাতিবিরোধে, এঙ্গ্লোসাক্সন জাতিরই বলক্ষয়। ইংল্যাণ্ডের পার্লিমেণ্ট মহাসভাও বিস্তর তর্ক বিতর্কের পর কার্ল্টনের মতেরই অনুমোদন করিলেন এবং ১৭৮২ অব্দের ৩০শে নবেম্বর তারিখে, অর্থাৎ সমরারম্ভের প্রায় আট বৎসর পরে ফ্রান্সের রাজধানী পারিশ নগরে আমেরিকার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হইল। ইংল্যাণ্ড-রাজ সম্মিলিত রাজ্যসমূহ হইতে স্বীয় সেনাবল উঠাইয়া লইলেন এবং আর সশস্ত্র থাকা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া ওয়াসিংটনও আপন সমরসহচরদিগকে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিতে আদেশ দিলেন। যাহাদিগের সহিত তিনি এত কাল রণক্ষেত্রে বাস করিয়াছিলেন, যাহাদিগকে তিনি এতদিন আপন পরিজনবর্গের ন্যায় ভাল বাসিতেন, যাহারা তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত, আজ তাহাদিগের নিকট বিদায় লইবার কালে তাঁহার স্নেহসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি একে একে সকলের করমর্দ্দন করিয়া বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,

"আমি যে তোমাদিগকে কত ভালবাসি, আমি যে তোমাদের নিকট কত কৃতজ্ঞ, তাহা কথায় ব্যক্ত করিবার সাধ্য নাই। ঈশ্বর করুন, তোমরা এতদিন অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক যেরূপে স্বদেশের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছ এবং সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছ, অতঃপর যেন শান্তির পথে বিচরণ করিয়া সেইরূপে সুখ ও সম্পত্তির অধিকারী হও।"

তৎকালে এন্নাপলিশ নগরে মহাসভার অধিবেশন হইতেছিল। সৈনিকগণ বিদায় গ্রহণ করিলে ওয়াসিংটন স্বয়ং সৈনাপত্য হইতে অবসর লইবার নিমিত্ত নিয়ু ইয়র্ক হইতে এন্নাপলিসে যাত্রা করিলেন। পথে লোকে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতে লাগিল। স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ সকলেই ইংল্যাণ্ড-বিজয়ীর মুখ দেখিয়া নয়ন চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল; অধিবাসীরা স্ব স্ব গ্রাম নগর প্রভৃতি পতাকাপুষ্পমালায় পরিশোভিত করিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে তোপধ্বনি হইতে লাগিল এবং গান, বাদ্য ও ঘণ্টারবে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইয়া উঠিল। মহাসভার সভ্যগণ মহাসমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি পদ-পরিত্যাগ করিবার সময় কহিলেন "মহাশয়গণ, আপনারা আমাকে যে কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, ভগবানের কৃপায় এতদিনে তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে। এখন আমার পদমর্য্যাদা এবং

তৎসম্ভূত ক্ষমতানিকর আপনাদের হস্তে পুনরর্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। আপনারা আমার প্রতি নিয়ত যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা আমি চিরদিন কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরণ রাখিব।”

পদত্যাগের পর ভার্ণন শৈলে বাস করিয়া ওয়াসিংটন পুনর্ব্বার তত্রত্য বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তির তত্বাবধান এবং কৃষিকার্য্য দ্বারা উহার উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার সুব্যবস্থায় অল্পদিনের মধ্যেই উহার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইল। ইহাতে শুদ্ধ যে তাঁহার নিজের অর্থাগমের উপায় হইল এমন নহে; প্রতিবেশিগণও তাঁহার অনুসরণ করিয়া নূতন নূতন উন্নতির পথ দেখিতে পাইল।

লোকে কখনও কেবল শরীরের বলে স্বাধীন হয় না। মনের বল, হৃদয়ের বল না থাকিলে যতই পরাক্রমশালী হউক না কেন, কেহই দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে চলিতে পারে না। সুতরাং স্বাধীনতা চিরস্থায়ী করিতে হইলে ধর্ম্মভাব ও শিক্ষার বিস্তার অত্যাবশ্যক। এই দুই বিষয়ের উন্নতিকল্পে ওয়াসিংটন সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। কোন ব্যবসায়-সমিতি, যাহাতে দেশের ধনাগমের পথ প্রশস্ত হয় এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার সহায়তা করিতেন। একদা এইরূপ একটী সমিতি ওয়াসিংটনের পরামর্শে লাভবান্ হইয়া তাঁহাকে লক্ষাধিক মুদ্রার অংশ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু

ওয়াসিংটন তাহা স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া একটী বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনার্থ নিয়োজিত করিয়া দিয়াছিলেন।

দরিদ্রের সাহায্যার্থ তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। যাহাতে দরিদ্রগণ পরিশ্রম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে, তিনি সাধ্যানুসারে তাহার উপায়বিধান করিয়া দিতেন। তদীয় বাসভবনের নিকট পটোমাক নদে তিনি এক খানা নৌকা রাখিয়া দিয়াছিলেন; নিকটবর্ত্তী অনেক দুঃখী লোকে ঐ নৌকায় আরোহণ করিয়া মৎস্য ধরিত এবং তাহা বিক্রয় করিয়া যাহা পাইত, তদ্দ্বারা আপন আপন সংসার চালাইত।

তাঁহার জমিদারীর স্থানে স্থানে শস্য-ভাণ্ডার ছিল। শস্যোৎপত্তির কালে তিনি উহা পূর্ণ করাইয়া রাখিতেন এবং যখন লোকের অন্নকষ্ট হইত, তখন শস্য বিতরণ করিয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা করিতেন। একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল; শস্যের মূল্য এত চড়িয়াছিল যে অনেকে তাহা কিনিতে পারিত না। তখন ওয়াসিংটন শুদ্ধ পূর্ব্বসঞ্চিত শস্য বিতরণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; আরও শস্য ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষুধার্ত্ত লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।

ওয়াসিংটনের দরিদ্র-বাৎসল্য-সংক্রান্ত অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে নিম্নে দুইটী লিপিবদ্ধ হইল।

একদা জন্‌সন্ নামক জনৈক ভদ্রলোক স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্ত ভার্জিনিয়া প্রদেশের উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। তৎকালে তথায় এত লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, জন্‌সন্ কোন ভাল বাসস্থান না পাইয়া এক রুটিওয়ালার দোকানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি দেখিতেন যে প্রতিদিন শত শত নিগ্রো সেখান হইতে রুটি লইয়া যাইত; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেহই মূল্য দিত না। ইহা দেখিয়া একদিন তিনি রুটিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই, তোমার এ ব্যবসায়ে কি কিছু লাভ হয়?" প্রশ্ন শুনিয়া রুটিওয়ালা কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেন মহাশয়, আপনার এরূপ সন্দেহ হইবার কারণ কি? আমি ত প্রতিদিন অনেক টাকার রুটি বিক্রয় করি।"

"তা সত্য বটে, কিন্তু তুমি কিছু বেশী ধার দেও।"

"ধার! কই, আমি ত একখানা রুটিও ধারে বেচি না।"

"সে কি? আমি যে রোজই দেখিতে পাই, শত শত দুঃখী লোকে তোমার দোকান হইতে রুটি লইয়া যায়; কিন্তু অনেকেই ত মূল্য দেয় না।"

"তাহাতে ক্ষতি কি? উহারা আমাকে একদিনে সব টাকা বুঝিয়া দিবে।"

"বটে, এক দিনে দিবে? সে দিন বুঝি এ জীবনে নয়! তুমি কি মনে কর যে, ধর্ম্মরাজ উহাদের জামিন

হইতেছেন; আর পরকালে এক কথায় তোমার সব পাওনা শোধ করিয়া দিবেন?"

"না, না, তা নয়। তবে ব্যাপারটা এই যে ওয়াসিংটন তাঁহার নিজ হিসাবে খরচ লিখিয়া এই সকল দুঃখী লোককে রুটি দিতে আদেশ করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা নহে যে ইহারা তাঁহার নাম জানিতে পারে; নচেৎ তিনি নিজের লোক দিয়াই রুটি বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিতেন।"

রুবেন্ রুজি নামক এক ব্যক্তি ওয়াসিংটনের নিকট বিশ হাজার টাকা ধার লইয়াছিলেন। যথাসময়ে ঋণ-শোধ না করায় ওয়াসিংটনের প্রধান কর্ম্মচারী তদীয় অজ্ঞাতসারে রুজির নামে নালিশ করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করাইয়াছিলেন। রুজি কারাবাস হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত ওয়াসিংটনের নিকট আবেদন করিলেন। ওয়াসিংটন কালবিলম্ব না করিয়া রুজিকে কারাযন্ত্রণা ও ঋণদায় হইতে মুক্তি দিলেন, এবং কর্ম্ম-চারীকে নিষ্ঠুর ব্যবহারের নিমিত্ত ভৎর্সনা করিয়া পত্র লিখিলেন। কাল-সহকারে রুজির উপর কমলার কৃপা-দৃষ্টি পড়িল; তিনি সুদে মূলে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ওয়াসিংটনের নিকট উপস্থিত হইলেন। ওয়াসিংটন তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, "কেন, তুমি ত বহু দিন হইল ঋণমুক্ত হইয়াছ?" রুজি

তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া কহিলেন "প্রভু, আমি ও আমার পরিজনবর্গ আপনার নিকট যে ঋণে আবদ্ধ, তাহা এ জীবনে পরিশোধ করিবার নহে। তবে আমার নিতান্ত অনুরোধ যে আপনি এই টাকাগুলি গ্রহণ করুন।" ওয়াসিংটন টাকা গ্রহণ করিয়া তৎসমস্ত রুজির সন্তান-দিগকে দান করিলেন।

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশীয় মহারাজ দিলীপের গুণকীর্ত্তন করিবার সময়ে বলিয়াছেন যে তিনি সকলের প্রভু ছিলেন; কিন্তু কদাচ ক্ষমাপথের বহির্ভূত হইতেন না; অসামান্য বদান্য হইয়াও আত্মশ্লাঘার লেশমাত্র প্রদর্শন করিতেন না।" ওয়াসিংটনের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনিও এ সম্বন্ধে মানবজাতির আদর্শ-স্বরূপ ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে উদ্ধতস্বভাব পেইন সাহেবের প্রতি তদীয় উদারাচরণের কথা বলা হইয়াছে। সমরাবসানে একদিন পেইন ওয়াসিংটনের দর্শনলালসায় ভার্ণন শৈলে গমন করিয়াছিলেন। পাছে ওয়াসিংটন পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন ইহা ভাবিয়া পেইন ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু ওয়াসিংটন পরমসমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে মার্থার নিকট লইয়া গিয়া কহিলেন, 'ইনি সেই পেইন সাহেব। বোধ হয় তোমার মনে আছে যে, ইনি একদিন আমার এই বিশাল শরীরে আঘাত করিতে সাহসী

হইয়াছিলেন। আমি এখনও মুক্তকণ্ঠে ইঁহার সাহসের প্রশংসা করি ; ইচ্ছা করি তুমি ইঁহার প্রতি সমুচিত সম্মান দেখাইতে কাতর হইবে না।”

যুদ্ধের সংস্রব পরিত্যাগ করিবার পরেও ওয়াসিংটনের পরিশ্রম-শীলতার কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। তিনি প্রত্যহ রাত্রি চারিটার সময় শয্যা ত্যাগ করিতেন এবং রাত্রি নয়টার সময় নিদ্রা যাইতেন। সমস্ত পূর্ব্বাহ্ণকাল বিষয়-কার্য্যে নিয়োজিত হইত। গৃহে অতিথি অভ্যাগত আসিলেও ইহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিত না। তিনি আগন্তুকদিগকে সময় কাটাইবার নিমিত্ত পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, ক্রীড়োপকরণ প্রভৃতি দিয়া স্বয়ং বিদায় লইতেন এবং ভৃত্যবর্গের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেন।

কিন্তু ওয়াসিংটন এ সুখ দীর্ঘকাল ভোগ করিতে পারিলেন না। ১৭৮৯ অব্দে কংগ্রেস মহাসভার জন্য একজন সভাপতি নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইল, এবং জনসাধারণে ওয়াসিংটনকে ঐ পদে বরণ করিল। সম্মিলিত রাজ্যসমূহের সভাপতির, আর ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশের রাজার পদমর্য্যাদা ও কার্য্যের গুরুত্ব প্রায় তুল্যরূপ। জীবনের সন্ধ্যাকালে এরূপ গুরুতর ভার গ্রহণ করা ওয়াসিংটনের একান্ত ইচ্ছাবিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু তিনি স্বদেশের হিত-কামনায় কখনও নিজের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেন না ; শত অসুবিধা হইলেও যাহাতে

জন্মভূমির পরিচর্য্যা হয় তাহাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। সুতরাং তিনি অম্লানবদনে সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার রাজনীতি-ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন, নিজের কষ্ট ও অশান্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

তৎকালে নিয়ু ইয়র্ক নগরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছিল। ভার্ণন শৈল হইতে নিয়ু ইয়র্কে গমন করিবার সময়ে ওয়াসিংটন জনসাধারণকর্ত্তৃক যেরূপ অর্চ্চিত ও সংবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, ভূমণ্ডলের অতি অল্পসংখ্যক রাজা বা সম্রাট্ সেরূপ হইয়াছিলেন। পথপার্শ্বে সমবেত জনতার মধ্যে একটী বালক তাহার পিতার স্কন্ধে চড়িয়া ওয়াসিংটনকে দেখিয়া বলিয়াছিল "বাবা, ইনিই কি ওয়াসিংটন? ইনিও ত আমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ বৈ নন!" বস্তুতঃ ওয়াসিংটনের অসামান্য কার্য্যকলাপের কথা শুনিয়া অনেক অজ্ঞ লোকেই তাঁহাকে একটী অলৌকিক আকার-বিশিষ্ট দেবতা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে ট্রেণ্টন্ নগরে ইংরাজ সেনাকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া ওয়াসিংটন হঠিয়া গিয়াছিলেন; এক্ষণে রাজ্যতরীর কর্ণধার হইয়া ঐ স্থান দিয়া যাইবার সময়ে পৌরগণ প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক মহাসমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল; একপার্শ্বে কুমারী ও অন্য পার্শ্বে পুরন্ধ্রিগণ পুষ্পভার মস্তকে লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন; ওয়াসিংটন আগমন করিবামাত্র শত শত বামাকণ্ঠ একতানে মিলিয়া তাঁহার মহিমাকীর্ত্তন করিতে লাগিল:—

এস এস, বীরবর, এস, পুনর্ব্বার,
পূজিব মনের সাধে, চরণ তোমার।
নাই আর শত্রুভয় কাঁপাইতে এ হৃদয়,
আতঙ্ক, অশান্তি যত, নাই হেথা আর ;
এস হে পূজিব সবে চরণ তোমার।

আমরা অবলা, দেব, তব কৃপাবলে,
নিঃশঙ্কহৃদয়ে এবে রয়েছি সকলে।
তেঁই সবে সযতনে প্রীতির নিকুঞ্জবনে,
ভক্তিরসে পাদপদ্ম সিঞ্চিব তোমার,
পথেতে ঢালিব তব কুসুমের ভার।

সভাপতি হইবার কিছুদিন পরে ওয়াসিংটনের একটা দুষ্টব্রণ হয়। ইহাতে তাঁহাকে প্রায় ছয় সপ্তাহকাল শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল। পীড়ার উপশম হইলে চিকিৎসকগণ বায়ু-পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন। এদিকে নিয়ু ইংল্যাণ্ড অঞ্চলের অধিবাসীরাও সভাপতিকে দেখিবার নিমিত্ত বড় ব্যগ্র হইলেন। সুতরাং ওয়াসিংটন সেখানে গমন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ওয়াসিংটন সময়ের বিলক্ষণ সদ্ব্যবহার করিতেন ; মুহূর্ত্তকাল বৃথা নষ্ট করিতেন না ; যখন যে কাজটী করিবেন বলিয়া স্থির করিতেন, এক পল, এক বিপলের জন্যও তাহার ব্যতিক্রম হইত না। নিয়ু ইংল্যাণ্ডে ভ্রমণ করিবার সময়ে তিনি পুনঃপুনঃ এই অভ্যাসের পরিচয় দিয়াছিলেন। বোষ্টন নগরে একদল অশ্বারোহী সেনা শরীর-রক্ষক হইয়া তাঁহার অনুগমন করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। প্রাতঃকালে আটটার সময়ে অশ্বারোহীদিগের আসিবার কথা ; ঘড়িতে

আটটা বাজিল, অশ্বারোহীরা আসিল না; ওয়াসিংটন একাকীই বহির্গত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্বারোহীরা ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের অধিনেতা পূর্ব্বে ওয়াসিংটনের একজন অধস্তন কর্ম্মচারী ছিলেন। ওয়াসিংটন তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন "সুবাদার সাহেব, আপনি আমার সহিত এতকাল কাজ করিয়াছেন, তথাপি আটটা কখন বাজে শিখিতে পারেন নাই!"

এইরূপ নিয়মনিষ্ঠা ওয়াসিংটনের চরিত্রের একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। চক্ষুর্লজ্জা বা অন্য কোন হৃদয়দৌর্ব্বল্যের বশীভূত হইয়া তিনি কখনও এ নিয়ম লঙ্ঘন করিতেন না। গৃহে দশ জন ভদ্রলোক নিমন্ত্রণ করিলেন; তাঁহাদিগকে আহারের সময় বলিয়া দিলেন; যেমন সময় উপস্থিত হইল, অমনি, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলে সমবেত হউন, আর নাই হউন, ওয়াসিংটন ভোজনারম্ভ করিলেন। কেহ তাহার পরে উপস্থিত হইলে ওয়াসিংটন কহিতেন, "মাপ করিবেন; আমরা যথাসময়ে আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" একদা তিনি জনৈক অশ্ববিক্রেতার নিকট দুইটী অশ্ব ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; এবং অশ্ব দেখাইবার নিমিত্ত একটা সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। অশ্ব-ব্যবসায়ী নির্দ্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট পরে আগমন করিয়া দেখে যে সভাপতি তখন কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত। অতঃপর ওয়াসিংটনের দর্শনলাভ করিতে এই লোকটীকে সপ্তাহকাল

চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য সে এই ঘটনায় সময়ের সদ্‌ব্যবহারসম্বন্ধে বিলক্ষণ শিক্ষালাভ করিয়াছিল।

ওয়াসিংটনের একজন সহকারী প্রায় প্রতিদিন যথাসময়ে কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইতে পারিতেন না ; কোন দিন এক মিনিট, কোন দিন দুই মিনিট বিলম্ব করিতেন। ওয়াসিং-টন একদিন তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার অভ্যাস-দোষ দূর হইল না ; তিনি দুই এক দিন পরেই আবার বিলম্ব করিয়া আসিলেন। ওয়াসিংটন বিরক্তি প্রকাশ করিলে ঐ ব্যক্তি কহিলেন "মহাশয়, বোধ হয় আমার বিলম্ব হয় নাই ; দেখুন আমার ঘড়িতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের এখনও কিছু বাকি আছে।" ইহাতে ওয়াসিংটন আরও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আর অধিক কথায় প্রয়োজন নাই ; এখন হইতে হয় আপনি একটী ভাল ঘড়ির যোগাড় করুন ; নয় আমি একজন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সহকারী পাইবার পথ দেখি।"

সভাপতির পদ চারি বৎসরের জন্য স্থায়ী। চারি বৎসর পরে জনসাধারণে আবার নূতন সভাপতির নির্ব্বাচন করে। ওয়াসিংটন যেরূপ দক্ষতার সহিত প্রথম চারি বৎসর এই কার্য্যের ভার বহন করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে সকলেরই নিতান্ত ইচ্ছা হইল, যে তিনি আরও চারিবৎসর ঐ পদ অলঙ্কৃত করেন।

ওয়াসিংটনের বন্ধুবর্গও তাঁহাকে পুনর্ব্বার সভাপতি করিবার নিমিত্ত এরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখাইতে লাগিলেন, যে তিনি কিছুতেই তাঁহাদের অনুরোধ উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না; সুতরাং ১৭৯৩ অব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি আবার সম্মিলিত রাজ্যসমূহের সভাপতি-পদে বরিত হইলেন। এবারেও তিনি পূর্ব্ববৎ আগ্রহের সহিত জন্মভূমির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনের সহিত আমেরিকাবাসীদিগের মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল; ওয়াসিংটনের যত্নে তাহা দূরীভূত হইল। ওয়াসিংটন স্থির করিলেন যে য়ুরোপে রাজায় রাজায় যতই বিরোধ হউক না কেন, আমেরিকার লোকে তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিবেন এবং যথাসাধ্য ইংল্যাণ্ডের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিবেন। অতঃপর আমেরিকার প্রায় সকল সভাপতিই এই নিয়মের অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন।

ওয়াসিংটনের চেষ্টায় আমেরিকার আদিমনিবাসীদিগের সহিতও সখ্যস্থাপন হইল এবং তাহারা শত্রুতা পরিহারপূর্ব্বক শান্তভাবে বাস করিতে লাগিল। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি শান্তির সুশীতল ছায়ায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল এবং সমগ্র সভ্যজাতির সহিত মৈত্রীসূত্রে বদ্ধ হইয়া সম্মিলিত রাজ্যসমূহ উন্নতির পথে ধাবমান হইল।

দ্বিতীয় বারের সভাপতিত্বের সময়ে ওয়াসিংটন দক্ষিণস্থ জনপদসমূহ পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন।

এতদুপলক্ষে তাঁহাকে রাজধানী হইতে ৯৫০ ক্রোশ দূরে গমন করিতে হইয়াছিল। এবারেও লোকে তাঁহার সময়নিষ্ঠার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়া সাতিশয় চমৎকৃত হইয়াছিল। তিনি রাজধানী হইতে যে দিন যে মুহূর্ত্তে যে স্থানে পৌঁছিবেন বলিয়া ঘোষণাপত্র বাহির করিয়াছিলেন, ভ্রমণকালে কখনও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ঘোষণাপত্র দেখিয়া পৌরগণ তাঁহার আগমনকাল জানিয়া লইত ও অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিত। যখন আগমনকাল উপস্থিত হইত, তখন গোলন্দাজগণ যেমন বর্ত্তিকা জ্বালিয়া তোপ দাগিবার নিমিত্ত কামানের নিকট দাঁড়াইত, অমনি সভাপতির শ্বেত শকট ঘর্ঘর শব্দে নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইত।

সময়ের এইরূপ মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন বলিয়াই ওয়াসিংটন অল্প সময়ের মধ্যে অধিক কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেন। একদা তাঁহার জনৈক বন্ধু কহিয়াছিলেন, "মহাশয়, আপনি একাকী এত কাজ করেন যে ভাবিলে আমাদের বিস্ময় জন্মে।" ওয়াসিংটন বিনীতভাবে উত্তর দিয়াছিলেন, "বিস্ময়ের বিষয় কি ? আমি রাত্রি চারিটার সময় শয্যা হইতে উঠি। সুতরাং অনেকে যখন ঘুমাইয়া থাকে, আমি তখন আমার কাজ শেষ করিয়া লই।"

কর্ম্মচারি-নিয়োগ সম্বন্ধে ওয়াসিংটন অসাধারণ কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতেন। তিনি নিয়ত প্রার্থীদিগের বিদ্যাবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টি রাখিতেন

কদাচ আত্মীয়তা বা অনুরোধ উপরোধের বশবর্ত্তী হইতেন না। কোন সময়ে একটী পদের জন্য তাঁহার নিকট দুই জন প্রার্থী উপস্থিত হইলেন। একজন তাঁহার প্রিয়বন্ধু; প্রায় প্রতিদিন তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রিত হইতেন; কিন্তু তিনি বিষয়কার্য্যে অর্ব্বাচীন। অপর জন তাঁহার রাজনীতির বিরোধী, অথচ বহুদর্শী ও বিচক্ষণ। অনেকে বিবেচনা করিয়াছিলেন যে ওয়াসিংটনের বন্ধুই ঐ পদ লাভ করিবেন। কিন্তু ওয়াসিংটন তাহার বিপরীতাচরণ করিলেন দেখিয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এক ব্যক্তি সভাপতিকে কহিলেন "মহাশয়, এ কাজে আপনার বন্ধুকে নিযুক্ত না করা অন্যায় হইয়াছে।" ওয়াসিংটন কহিলেন, "না মহাশয়, তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেই অন্যায় হইত। তিনি আমার সুহৃৎ; তাঁহাকে আমি ভালবাসি; তাঁহার সহিত কথা কহিলে, তাঁহার সঙ্গে আহার করিলে আমার তৃপ্তি বোধ হয়, আর তাঁহার কষ্ট দেখিলে আমি দুঃখ অনুভব করি। সৌহার্দ্দের সীমা এই পর্য্যন্ত। কিন্তু তাঁহার বিষয়বুদ্ধি নাই; সুতরাং তাঁহাদ্বারা এরূপ কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হওয়া অসম্ভব। পক্ষান্তরে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ম্মক্ষম, পরিশ্রমী, ও বুদ্ধিমান্; সুতরাং তাঁহাদ্বারা কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে এরূপ আশা করা যায়। যখন আমি আমাকে শুদ্ধ জর্জ ওয়াসিংটন বলিয়া মনে করি, তখন আমি বন্ধুকে সর্ব্বস্ব দিতেও কুণ্ঠিত হই না; কিন্তু যখন বিবেচনা

করি যে আমি সম্মিলিত রাজ্যসমূহের সভাপতি, এবং এই পদের আনুষঙ্গিক ক্ষমতা-পরিচালনের নিমিত্ত মনুষ্য ও ঈশ্বরের নিকট দায়ী, তখন আমি বন্ধুত্বের অনুরোধে, সদ্‌গুণের অবজ্ঞা করিয়া রাজকার্য্যের বিঘ্ন ঘটাইতে পারি না।

১৭৮৯ অব্দে ফরাসীদেশে রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত হয়। সেই বিপ্লব-তরঙ্গে লা-ফায়েৎ স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া জার্ম্মাণিতে কারারুদ্ধ হন। ১৭৯৩ অব্দে এই সংবাদ ওয়াসিংটনের কর্ণগোচর হইলে তিনি নিরতিশয় মনোবেদনা পাইয়াছিলেন এবং লা-ফায়েতের মুক্তির নিমিত্ত বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তদীয় পরিজনবর্গের সাহায্যার্থ ওয়াসিংটন নিজের আয় হইতে প্রায় বিংশতি সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।

১৭৯৭ অব্দে ওয়াসিংটনের দ্বিতীয় সভাপতিত্বের কাল পূর্ণ হইল। এবারও লোকে তাঁহাকে পুনর্ব্বার নির্ব্বাচিত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মতি দিলেন না। তিনি স্বদেশবাসীদিগকে রাজনীতি-সংক্রান্ত বহুবিধ সারগর্ভ সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিয়া কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দেহত্যাগ।

খ্রীষ্টীয় ১৭৯৭ অব্দের মার্চ্চ মাসে ওয়াসিংটন সভাপতির পদ পরিত্যাগ করেন। এত কাল তাঁহার ভাগ্যে বিশ্রামসুখ ঘটে নাই; কঠোর স্বদেশহিতব্রতে তিনি কখনও সমরাঙ্গনে, কখনও বা রাজপদে,—অনাহারে, অনিদ্রায়, দুশ্চিন্তায়, উৎকণ্ঠায় প্রায় সমস্ত জীবন যাপন করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার বড়ই সাধ ছিল যে জীবনের অবশিষ্ট কাল পরিজনবর্গের মধ্যে শান্তি-সুখ-ভোগে অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু বিধাতা অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন; তিনি পূর্ণ দুই বৎসর কালও এই সুখভোগ করিতে পারিলেন না।

১৭৯৯ অব্দের ডিসেম্বর মাস। আর কয়েকটা দিন গেলেই, বৎসর, সেই সঙ্গে সঙ্গে শতাব্দীও কাটিয়া যায়; কালসমুদ্রের অপর একটী মহোর্ম্মি আসিয়া পড়ে। কিন্তু বিধাতৃবিধানে ওয়াসিংটনের আর এ কয়েকটী দিন কাটিল না; নববর্ষ আসিবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন।

১২ই ডিশেম্বর ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিন। একে হিমপ্রধান দেশের শীতকাল; তাহাতে আবার দিঙ্মণ্ডল ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন;—বায়ুর প্রবল বেগ, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প বৃষ্টি ও তুষার-পাত। ওয়াসিংটন প্রতিদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ভৃত্যদিগের কার্য্য পরিদর্শনার্থ বাহিরে যাইতেন। আজও সেই উদ্দেশ্যে সজ্জিত হইতেছেন দেখিয়া মার্থা কহিলেন "আমি এরূপ দুর্দ্দিনে কিছুতেই ঘরের বাহির হইতে সাহস করি না। আমার ভয় হইতেছে পাছে হিম লাগিয়া আপনার কোন অসুখ হয়। এ বয়সে ঝড় বৃষ্টির সময়ে বাহিরে না গিয়া গৃহে অগ্নিসেবা করাই আপনার পক্ষে সঙ্গত।"

ওয়াসিংটন বলিলেন "বাগানে ভৃত্যেরা একটা নূতন কাজ আরম্ভ করিয়াছে; আমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পর্য্যবেক্ষণ না করিলে উহা সুসম্পন্ন হইবে না। বিশেষতঃ ঝড় বৃষ্টিও তত বেশী হইতেছে না; সুতরাং অল্পক্ষণের জন্য বাহিরে গেলে অসুখ হইবার কোন আশঙ্কা নাই।"

মার্থা দ্বিরুক্তি করিলেন না; ওয়াসিংটন গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং বহুক্ষণ বাহিরে থাকিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজনের প্রাক্কালে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার পরিচ্ছদ জলসিক্ত হইয়াছে এবং কেশে বরফ জমিয়া রহিয়াছে। মার্থা বেশ-পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু ওয়াসিংটন তাহা শুনিলেন না, কহিলেন,

"তুমি ইহার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? কিছুক্ষণ আগুনের কাছে বসিলেই কাপড় শুকাইয়া যাইবে।"

মার্থা (বৃদ্ধ বয়সে)

প্রতিদিন সায়ংকালে পরিজনবর্গ অগ্নিকুণ্ডের সমবেত হইত; ওয়াঁসিংটন স্বয়ং কোন না কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং সকলে তাহা শ্রবণ করিত। আজও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় পাঠ করিলেন; কিন্তু শ্রোতাদিগের বোধ হইল যেন অন্যান্য দিন অপেক্ষা তাঁহার স্বর কিছু ভারী হইয়াছে।

পরদিন ঝটিকার বেগ আরও বাড়িল ; ওয়াসিংটন একটু সর্দ্দি বোধ করিলেন ; সমস্ত দিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহে রহিলেন ; কিন্তু সন্ধ্যাকালে পুস্তক পাঠ করা বন্ধ করিলেন না। কেহ কেহ তাঁহাকে ঔষধ খাইতে অনুরোধ করিলেন , কিন্তু তিনি ঔষধ খাইলেন না. কহিলেন "আমি সর্দ্দিতে ঔষধ খাই না ; এ রোগ আপনা হইতেই সারিয়া যায়।"

রাত্রি ৩টার সময় ওয়াসিংটনের নিদ্রাভঙ্গ হইল, কম্প দিয়া জ্বর আসিল, কিন্তু পাছে মার্থার অসুখ করে এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহাকে জাগাইলেন না ; স্বয়ং একজন ভৃত্য ডাকিয়া অগ্নি জ্বালাইলেন এবং রক্ত-মোক্ষণের নিমিত্ত বৈদ্য আনাইলেন। তৎকালে রক্ত-মোক্ষণ দ্বারা রোগ দমন করা চিকিৎসাপদ্ধতির একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। ওয়াসিংটন ভাবিলেন কিছু রক্ত নিঃসারিত করিলেই রোগের উপশম হইবে।

বৈদ্যরাজ এতকাল নিগ্রোদাসদিগের রক্তমোক্ষণ করিয়াছিলেন ; আজ ওয়াসিংটনের শরীরে নিজের বিদ্যার পরিচয় দিতে প্রথমে তত সাহস করিলেন না। এদিকে মার্থাও জাগিয়াছিলেন ; তিনি সনির্ব্বন্ধভাবে রক্তমোক্ষণে বাধা দিতে লাগিলেন ; কহিলেন "পীড়া হইলে রোগীর বলাধানের চেষ্টা করাই উচিত ; রক্তপাত দ্বারা বলক্ষয় করিলে উপকারের আশা দূরে থাকুক, অপকার হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা।" কিন্তু রক্তমোক্ষণের উপকারিতা সম্বন্ধে ওয়াসিংটনের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল ; তিনি মার্থার কথায় কর্ণপাত না

করিয়া বৈদ্যকে কহিলেন, "আপনি ভয় পাইতেছেন কেন ? ছিদ্রটী যেন বড় হয়; নচেৎ বেশী রক্ত বাহির হইবে না।

কিন্তু রক্তমোক্ষণ বিফল হইল—অথবা উহার বিষময় ফল ফলিল; ওয়াসিংটন শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। প্রত্যূষে একজন ভাল চিকিৎসক আনাইবার জন্য লোক প্রেরিত হইল, এদিকে ওয়াসিংটন তাঁহার মুহুরী লিয়ার সাহেবকে কহিলেন, "আমি আর অধিকক্ষণ বাঁচিব না, প্রথম হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি এবার আমায় যমে ধরিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া মুহুরী অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন "সে কি প্রভু! ভগবানের কৃপায় আপনি শীঘ্রই রোগমুক্ত হইবেন। চিকিৎসক আসিতেছেন; দুই একবার ঔষধ খাইলেই আপনার যন্ত্রণা কমিয়া যাইবে।" কিন্তু ওয়াসিংটন ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে হিসাব পত্র ঠিক করিতে আদেশ দিলেন।

ক্রমে তিন জন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক আনীত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা বহু চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। ওয়াসিংটন তাঁহাদিগের যত্নে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া কহিলেন, "আপনারা আমার জন্য বড় কষ্ট পাইলেন; কিন্তু আমার এ পীড়া সারিবার নহে; বোধ হয় মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই; অতএব অনুরোধ করি যেন অন্তিম কালে ঔষধ প্রয়োগে আমার শান্তির বিঘ্ন না ঘটে।"

রাত্রি আটটার সময় বাক্‌রোধ হইল; কিন্তু জ্ঞানের

কোন বিকৃতি জন্মিল না। তিনি পার্শ্বস্থ শুশ্রূষাকারীদিগের দিকে সকৃতজ্ঞভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ওয়াসিংটন কথা কহিবার জন্য বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং অতিকষ্টে লিয়ার সাহেবকে কহিলেন "আর বিলম্ব নাই; দেখিবেন যেন তিন দিনের মধ্যে আমার দেহ সমাহিত করা না হয়।" অনন্তর হঠাৎ যেন রোগের উপশম হইল; প্রশ্বাসের কষ্ট দূর হইল; রোগীর মুখমণ্ডলে যমযন্ত্রণার কোন চিহ্নই দেখা গেল না। তিনি নিজের নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে হস্ত অবসন্ন হইয়া শয্যাতলে পড়িয়া গেল; লিয়ার উহা উত্তোলন করিয়া নিজের বক্ষঃস্থলে সংস্থাপিত করিলেন; একজন চিকিৎসক তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত করিয়া দিলেন; ওয়াসিংটন বিনা যন্ত্রণায় ভবলীলা সংবরণ করিলেন।

তাঁহার সহধর্ম্মিণী এতক্ষণ নিঃশব্দে পতির পদতলে বসিয়াছিলেন; এক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন "জীবিতেশ্বর কি ইহলোক ত্যাগ করিলেন?" কেহই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন শোকের বেগ এত প্রবল, যে কাহারও কথা কহিবার শক্তি ছিল না। লিয়ার ঊর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন যে ওয়াসিংটন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

মার্থা অতি ধীরভাবে কহিতে লাগিলেন, "তা ভালই হইয়াছে; আমিও শীঘ্র তাঁহার অনুগমন করিব। আজ

আমার সব ফুরাইল; যে কয়েক দিন বাঁচিব, এরূপ যন্ত্রণা আর ভোগ করিতে হইবে না।”

তখন রেল ছিল না; তার ছিল না; তথাপি অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই শোক-সংবাদ সম্মিলিত রাজ্য-সমূহের প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে, প্রতি লোকের কর্ণগোচর হইল। সকলেই ওয়াসিংটনের বিয়োগে নিতান্ত অভিভূত হইলেন; সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যেন তাঁহারা পিতৃহীন হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে মহাসভার সভ্যগণ তদানীন্তন সভাপতি এডাম্‌ সাহেবকে যে পত্র লিখিয়া-ছিলেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল ঃ—

“এরূপ বিপত্তিতে ক্রন্দনই মনুষ্যত্ব। ওয়াসিংটনের ন্যায় মহাপুরুষের লোকলীলাসংবরণে শুদ্ধ এদেশ কেন, সমগ্র ভূমণ্ডল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তবে এরূপ ভয়ঙ্কর দুঃখসাগরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াও আমরা এই ভাবিয়া সান্ত্বনা পাইতেছি যে মানব-জীবনে সৎকার্য্যসম্পাদন দ্বারা যত-দূর যশোলাভ হইতে পারে, আমাদের ওয়াসিংটন পূর্ণ-মাত্রায় তাহার অধিকারী হইয়া গিয়াছেন। যদি “কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি” এই মহাজনবাক্যে অণুমাত্র সত্য থাকে, তাহা হইলে ওয়াসিংটন মরিয়াও জীবিত আছেন। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক যশোরাশি ও পবিত্র চরিত্র কল্পান্ত পর্য্যন্ত মানব-মণ্ডলীর উৎসাহের আকর বলিয়া গণ্য হইবে। তিনি স্বর্গারূঢ় হই-য়াও মর্ত্ত্যবাসীদিগের সৎকার্য্যসাধনে প্রবৃত্তি জন্মাইবেন।”

ডিশেম্বরের ১৮ই তারিখে শব সমাধিস্থ হইল। চতুস্পার্শ্বের বহু যোজন দূর হইতে বিস্তর লোক একবার চিরকালের জন্য এই নরদেবের মুখ নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত ভার্ণন শৈলে সমবেত হইলেন। সার্দ্ধযোজন দূরস্থিত সেকেন্দ্রিয়া নগরের আবাল-বৃদ্ধবনিতা সমগ্র অধিবাসী নয়টী কামান এবং একখানা জাহাজ লইয়া ওয়াসিংটনের আবাসস্থলে আগমন করিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে এই জাহাজ হইতে মুহুর্ম্মুহুঃ শোকসূচক তোপধ্বনি হইতে লাগিল। সম্মিলিত রাজ্যসমূহের সমস্ত সভাসমিতি, বিদ্যালয়, বিচারালয়, বাসগৃহ ও পণ্যশালা শোকচিহ্নে মণ্ডিত হইল। কেবল সম্মিলিত রাজ্যের লোকে কেন, য়ুরোপবাসীরাও ওয়াসিংটনের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া সমুচিত শোকচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক মহাপুরুষের পূজা করিলেন। ইংল্যাণ্ডের রণতরীসমূহের পতাকা শোকভারে অবনত হইয়া ইংরাজজাতির হৃদয়ের গৌরব ঘোষণা করিতে লাগিল; ফরাসী সাধারণতন্ত্রের অধিনেতা ভুবনবিখ্যাত নেপোলিয়ান স্বকীয় কর্ম্মচারীদিগকে দশ দিন কৃষ্ণ পরিচ্ছদে মণ্ডিত হইতে আজ্ঞা দিলেন। যিনি বীর, তাঁহারই নিকটে বীরত্বের আদর; যিনি মহৎ, তিনিই মহৎকে সম্মান করিতে জানেন।